BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1074 ♦ Friday 23 January - Thursday 29 January 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

গ্রিনল্যান্ড দখলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ট্রাম্প

--১৫ পৃষ্ঠায়

ভোটের মাঠে জোটের লড়াই শুরু

● নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারী ● লড়ছেন ১৯৭২ প্রার্থী ● পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান চলছে

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত লড়াইয়ে মাঠে রয়েছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১৯৭২ প্রার্থী। তপশিল ঘোষণার পর এক মাসেরও বেশি সময়ে নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রতীক পেয়ে বৃহস্পতিবার থেকেই মূলত ভোটের লড়াইয়ে মাঠে নেমেছেন প্রার্থীরা। প্রচার শুরুর আগেই সব প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যদিও নির্বাচনকে ঘিরে আগেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের ব্যাপক অভিযোগ এসেছে। সারাদেশ থেকে প্রার্থীদের সতর্ক করে শোকজ নোটিশ ও জরিমানার ঘটনাও ঘটেছে।

তপশিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ করা হবে। এর আগে ২১ দিন নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার সুযোগ পাবেন প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার থেকে প্রচার শুরু হয়ে

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চলবে। অর্থাৎ ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত প্রচারণা চালানো যাবে।

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষদিন মঙ্গলবার ৩০৫ প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিএনপির বেশ কয়েকজন বিদ্রোহী প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের কয়েকজন নির্বাচন থেকে সরে গেছেন। ১০ দলীয় জোটের প্রার্থীদের সমর্থনে শরিক দলগুলোর প্রার্থীরা তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তবে মাঠে রয়ে গেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীরা। পুনঃতফসিলের কারণে পাবনা-১ ও ২ আসনের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৬ জানুয়ারি।

বুধবার সারা দেশে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয় থেকে প্রার্থীদের জন্য প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রতীক পেয়ে তারা শুরু করেন প্রচারের প্রস্তুতি। রাত বারোটার পর থেকেই দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় অনলাইনে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তারা আনুষ্ঠানিক প্রচারে নামবেন। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করতে বুধবার রাতেই সিলেট পৌঁছেন বিএনপির চেয়ারম্যার তারেক রহমান। রাতেই হযতে শাহজালাল এবং হযরত শাহপরাণ (রহ.) মাজার জিয়ারত করেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে দলীয় জনসভার মাধ্যমে মাধ্যমে সিলেট থেকে তিনি দলের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। একই দিন সাতটি নির্বাচনী জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখেন। জামায়াত আমীর তার দলের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে রাজধানী ঢাকা থেকে।

নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে বিএনপি, --১৬ পৃষ্ঠায়

নিভে গেল শাকিলের স্বপ্ন

পোস্ট ডেস্ক : পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে লরির আঘাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার বাসিন্দা শাকিল স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফুটাতে পাড়ি জমিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস একটি লরির আঘাতে তার এবং পরিবারের স্বপ্নকে ধূলিস্মাত করে দিয়েছে।

তিন বোন, বাবা আর মায়ের স্বপ্ন কাঁধে নিয়ে ব্রিটেনে পাড়ি জমিয়েছিলেন নাফিজুল হক শাকিল। টিউশন ফি, খাবারের খরচ --১৬ পৃষ্ঠায়

কনজারভেটিভ পার্টি থেকে বরখাস্ত হলেন রবার্ট জেনরিক

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে বড় ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টি করে কনজারভেটিভ পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত হলেন সাবেক বিচারবিষয়ক মন্ত্রী --১৬ পৃষ্ঠায়

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে এবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে জামায়াতে ইসলামী?

পোস্ট ডেস্ক : ফরিদপুরের ৪৫ বছর বয়সী ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক তার জীবনে প্রথমবারের মতো বিশ্বাস করছেন যে, তার সমর্থিত রাজনৈতিক দল একটি শাসক জোটের নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় আসার প্রকৃত সুযোগ পেয়েছে। নিজের শহরে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণাকালে রাজ্জাক বলেন, সাধারণ মানুষ এবার জামায়াতকে ভোট দিতে 'ঐক্যবদ্ধ'। বিশ্বের অষ্টম জনবহুল মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে দলটি 'জামায়াত' নামেই সমধিক পরিচিত।

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এটিই প্রথম নির্বাচন। অভ্যুত্থানের পর নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার শেখ

হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। ফলে আসন্ন নির্বাচন মূলত দুই শক্তির লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। যেখানে একদিকে রয়েছে বর্তমানে অগ্রগামী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), আর অন্যদিকে রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। চব্বিশের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া ছাত্রদের দ্বারা গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং অন্যান্য ইসলামপন্থি দলগুলোর সমন্বয়ে নির্বাচনী জোট করেছে দলটি।

সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোতে জামায়াতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চিত্র রাজ্জাকের মতো কর্মীদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক দশক ধরে বিএনপি'র জোটসঙ্গী হিসেবে থাকা জামায়াত এবার --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো পক্ষ নেয় না : মার্কিন রাষ্ট্রদূত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে যে সরকারই নির্বাচিত হোক না কেন, তাদের সঙ্গে কাজ করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যুক্তরাষ্ট্র। মাকিন দূত বলেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো পক্ষ নেয় না। কে নির্বাচিত হবে, কে বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচিত সরকার চালাবে- তা এ দেশের জনগণের সার্বভৌম সিদ্ধান্ত এবং কেবল বাংলাদেশি জনগণই তা নির্ধারণ করবে। অন্য কোনো দেশের এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই। এটি বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌম অধিকার যে তারা নির্বাচনে গিয়ে ভোট দেবে নতুন সরকার গঠনের জন্য। মার্কিন দূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি- যার মধ্যে আছে অর্থনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসা ও নিরাপত্তা। বুধবার দুপুরে রাজধানীর ইএমকে সেন্টারে স্বল্পসংখ্যক গণমাধ্যমকর্মীর সঙ্গে মতবিনিময়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ সব কথা বলেন।

প্রেসিডেন্টের কাছে পরিচয়পত্র পেশের মধ্য দিয়ে ১৫ই জানুয়ারি বাংলাদেশ মিশন শুরু করা নয়া মার্কিন দূতের এটাই প্রথম সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়। দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট বলেন, বাংলাদেশে কে নির্বাচিত হবে, কে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব নেবে- এটা বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌম সিদ্ধান্ত। এটি শুধু বাংলাদেশের জনগণেরই সিদ্ধান্ত। এতে অন্য কোনো দেশের বলার কোনো অধিকার নেই। --১৬ পৃষ্ঠায়

সানগ্লাস পরা নিয়ে আলোচনায় এমানুয়েল মাখোঁ

পোস্ট ডেস্ক : ফরাসিরা তাদের রুচি ও ফ্যাশনের জন্য বেশ পরিচিত। তাই সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় এমানুয়েল মাখোঁকে সানগ্লাস পরা অবস্থায় দেখে অনেকেই অবাক হননি। কিন্তু মাখোঁর --১৬ পৃষ্ঠায়

আল হামরা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সিলেটের অত্যাধুনিক শপিং সেন্টার আল হামরা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কোম্পানির বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির চেয়ারম্যান সুহেল কাদির চৌধুরী। সভার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাবেল কাদির চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন কোম্পানির পরিচালক আব্দুল কাইয়ুম। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোম্পানির অন্যতম পরিচালক ড. মোদাব্বের হোসেন।

সাধারণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক আব্দুল হান্নান, মুসলেহ উদ্দিন চৌধুরী, মো. আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, মাওলানা মেসবাহুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান মাহমুদ মসরু, এডভোকেট সৈয়দ আব্দুল মুকিতসহ দেশ-বিদেশে অবস্থানরত অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশের কল্যাণমুখী ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে ১৯৯৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালের ১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটির নাম আল হামরা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, আল হামরা শপিং সেন্টার সিলেটের প্রথম আধুনিক শপিং সেন্টার হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং সিলেটের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগের বিজয় দিবসের আলোচনা সভা

মোঃ বাবুল হোসেনঃ বাংলাদেশের ৫৪তম মহান বিজয় দিবসের মনোমুগ্ধকর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগ।গত ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের একটি কমিউনিটি হলে সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল হক লালা মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান মুজাহিদের পরিচালনায় অনুষ্টিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক মন্ত্রী এবং সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক মন্ত্রী ও রাজশাহী জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ দারা, সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিবসহ যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়াও আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগসহ সংগঠনের বিভিন্ন শাখা, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এদিকে লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় দিবসের এ আলোচনা সভায় যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ এবং সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দর্পণ টিভি সম্পাদক মোহাম্মদ রহমত আলী "প্রবাসী সম্মাননা ২০২৫" লাভ করায় ব্রিটিশ বাংলাদেশী এমপি আপসানা বেগমের অভিন্দন

গত ২৭ ডিসেম্বর সিলেট জেলা প্রশাসক জনাব সারওয়ার আলমের বিশেষ উদ্যোগে বহির্বিশ্বে থাকা সিলেট জেলার প্রবাসীদের জন্য "প্রবাসী সম্মাননা ২০২৫" প্রদান করেন। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবীণ সাংবাদিক, আর এ ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান, দর্পণ বুক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউ কে শাখার প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিটি নেতা মো. রহমত আলী এওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট লাভ করে।

এরপর তিনি যুক্তরাজে ফিরে আসলে লন্ডনের "পপলার এবং লাইম হাউজ" আসনের ব্রিটিশ- বাংলাদেশী এমপি আপসানা বেগম একটাকে স্বাগত জানিয়ে স্বীকৃতি দান করেন ও তাকে অভিন্দিত করেন। সাথে সাথে তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলমসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় এমপি আফসানা ব্রিটেনে বাংলাদেশী প্রবাসীদের প্রথম প্রজন্মের অবদানের কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বলেন, এর ফলে এখন দ্বিতীয় প্রজন্ম সহ সবাই এর সুফল ভোগ করছেন।

এ সময় পদক প্রাপ্ত সাংবাদিক রহমত আলী তার অনুভূতি ব্যক্ত করে সিলেট জেলা প্রশাসক জনাব সারওয়ার আলম, এডিসি জনাব মাসুদ রানা সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান ও আফসানা বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দর্পণ টিভি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, ক্লাবের ইসি মেম্বার ফয়সল মাহমুদ প্রমূখ।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ সম্মাননা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সিলেটের শতাধিক প্রবাসীকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের সংখ্যাই বেশি। কারণ তাদের অবদান বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ও বর্তমানে করছে।

উল্লেখ্য, মুহাম্মদ রহমত আলী এ সম্মাননা লাভ করায় তাকে বিভিন্ন মহল থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ প্রমুখ।

গোলাপগঞ্জে ভিশন কেয়ার ফাউন্ডেশন ইউ'কের উদ্যোগে ফ্রি চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত

গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধিঃ গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ি ইউনিয়নের হেতিমগঞ্জে ভিশন কেয়ার ফাউন্ডেশন ইউ'কের উদ্যোগে ফ্রি চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার জামিয়া ইসলামিয়া আইডিয়াল মাদ্রাসায় এই ফ্রি চক্ষু শিবিরটি সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে চলে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।

অন্ধ জনে দেহ আলো এই স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত এই ফ্রি চক্ষু শিবিরে ফুলবাড়ি ইউনিয়নের প্রায় ৩০০ জন গরীব দুঃখী অসহায় রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীদের ফ্রি চশমা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ৩০ জনের চোখের ছানি ফ্রি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

ফ্রি চক্ষু শিবির চলাকালীন সময়ে পরিদর্শনে আসে ভিশন কেয়ার ফান্ডেশনের অন্যতম ট্রাস্টি ও ইউরো বাংলার সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোহাম্মদ আব্দুল মুহাইমিন রাফি, লিলি ডিন, আবিদা সুলতানা লাকী, মায়মুনাহ মুনিম রিয়া, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী এহতেশামুল আলম জাকারিয়া, ফুলবাড়ি ইউনিয়ন এর বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত আসাদুজ্জামান পাপ্পু, জামিয়া ইসলামিয়া আইডিয়াল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুহিবুল্লাহ হুসনেগীর, হিলালপুর শাপলা সমাজ কল্যাণ সংঘের সভাপতি ইসমাইল আহমেদ, সাবেক সভাপতি সুলেমান আহমদ, টি ফাইভ সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক মামুন আহমদ।

এসময় উপকারভোগীরা এমন উদ্যোগের জন্য ভিশন কেয়ার ফাউন্ডেশন ইউকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হিলালপুর শাপলা সমাজ কল্যাণ সংঘ, টি ফাইভ সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জামিয়া ইসলামিয়া আইডিয়াল মাদ্রাসার

ব্যবস্থাপনায় এই চক্ষু শিবিরে আর্থিক সহযোগিতা করেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুন নুর, মোঃ দেলোওয়ার হোসেন, তালাত সিদ্দিকী, সেলিম উদ্দিন আহমদ, আবু তাহের, ফারুক মিয়া, সামছুল হক এহিয়া, খলিলুর রহমান, সুলতান হায়দার জসিম, সুহেল উদ্দিন, এম এ মুনিম জাহেদী ক্যারল।

ওসমানী বিমান বন্দর থেকে বিদেশী ফ্লাইট চালুর দাবীতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে স্মারক লিপি পেশ

বাংলাদেশ বিমানের ম্যানচেষ্টার টু সিলেট ফ্লাইট চালু রাখা এবং ওসমানী বিমান বন্দর থেকে বিদেশী ফ্লাইট চালুর দাবীতে গতকাল ১৪ জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসার ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস সমীপে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লী ফান্কশনেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনেল এয়ার পোর্টের পক্ষ থেকে এ স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠণের আহ্বায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরী ,যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মুনিম ,সদস্য সচিব এম এ রব ও সদস্য সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি। স্মারকলিপি গ্রহণ করেন বাংলাদেশ হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার ডঃ এম নজরুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাই কমিশনের কাউন্সেলর মীর নুরানী রূপমা ও কমার্সিয়েল কাউন্সিলার

তানভির মোহাম্মদ আজিম। বাংলাদেশ সরকারের বিমান বিষয়ক উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিনের কাছেও আরেকটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করা হয়। মাননীয় ডেপুটি হাই কমিশনার প্রতিনিধি দলের বক্তব্য অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে শ্রবণ করেন এবং তা বাংলাদেশে যথাযথ পৌঁছানোর আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই এ দাবীর সমর্থনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করা হয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে লিভারপুল মার্সিসাইড বিএনপি'র শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ফখরুল আলম, লিভারপুল থেকে: যুক্তরাজ্যে বিএনপি লিভারপুল মার্সিসাইড শাখা শাখার আয়োজনে সদ্য প্রয়াত বিএনপির চেয়ারপার্সন ও

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় এক শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

হয়েছে।

সংগঠনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ বেলাল উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম ভুইয়া কামাল এর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় এতে লিভারপুলের কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন ও দেশের মানুষের অধিকার রক্ষায় তাঁর ত্যাগের কথা স্মরণ করেন।তারা আরো বলেন- খালেদা জিয়া আজীবন গনতন্ত্রের জন্য আপসহীন লড়াই করে গেছেন। তাঁর এই শূন্যতা পুরণ হওয়ার মত নয়।

প্রয়াত বেগম খলেদা জিয়ার কর্মময় জীবনের আলোকিত অধ্যায়ের উপর বক্তব্য রাখেন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব নূর হোসেন, ফখরুল আলম, ডা রবিউল হক মিয়াজি, ওমর আলী, আতিক চৌধুরী, রাশেদ খাঁন, শাহিনুর রহমান রাজিব, আব্দুল মুকিত বাবর, আতিকুর রহমান, গাজী মোশারফ হোসেন, বকুল মিয়া, ইশতিয়াক, লিমন, শামীম পারভেস, হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা মরহুমার জীবনের উপর আলোচনা করেন এবং তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এতে লিভারপুল এর বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বিএনপির নেতৃবৃন্দরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়ার্ম হাব - এ আপনাকে স্বাগতম

idea Library Learning Information
TOWER HAMLETS

এখানে আপনি গরম চা-কফি পান করতে পারবেন, অন্যদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন এবং আমাদের স্টাফদের সাথে কথা বলে শীতকালে উষ্ণ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ওয়ার্ম হাব - এর লোকেশনসমূহ

আইডিয়া স্টোর - হোয়াইটচ্যাপেল
321 Whitechapel Rd, London E1 1BU
সোমবার - শুক্রবার সকাল ১০টা - ১২টা এবং বিকাল ৪টা - ৫টা
শনিবার সকাল ১০ টা - বেলা ১২টা পর্যন্ত

আইডিয়া স্টোর - ক্রিসপ স্ট্রিট
1 Vesey Path, London E14 6BT
সোমবার - শুক্রবার সকাল ১০টা - ১২টা এবং বিকাল ৪টা - ৫টা
শনিবার সকাল ১০ টা - বেলা ১২টা পর্যন্ত

আইডিয়া স্টোর - ক্রিসপ স্ট্রিট
1 Gladstone Place, Roman Road, London E3 5ES
সোমবার - শুক্রবার সকাল ১০টা - ১২টা এবং বিকাল ৪টা - ৫টা
শনিবার সকাল ১০ টা - বেলা ১২টা পর্যন্ত

আইডিয়া স্টোর - ওয়াটনি মার্কেট
260 Commercial Road, London E1 2FP
সোমবার - শুক্রবার সকাল ১০টা - ১২টা এবং বিকাল ৪টা - ৫টা
শনিবার সকাল ১০ টা - বেলা ১২টা পর্যন্ত

কুবিট টাউন লাইব্রেরী
52 Strattondale St, London E14 3HG
সোমবার - বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০টা - ১২টা এবং
বিকাল ৩:৩০টা - ৫:৩০টা
শনিবার সকাল ১০:৩০ টা - বেলা ১২টা পর্যন্ত

বেথনাল গ্রীন লাইব্রেরী
Cambridge Heath Rd, Bethnal Green, London E2 0HL
সোমবার - বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০টা - ১২টা
এবং বিকাল ৩:৩০টা - ৫:৩০টা
শনিবার সকাল ১০:৩০ টা - বেলা ১২টা পর্যন্ত

Cost of Living Help
For help and advice, visit:
www.towerhamlets.gov.uk/costofliving

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইউকে প্রতিনিধি দলের সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইউকে সিলেটের একটি প্রতিনিধি দল রবিবার (১৮ জানুয়ারি) সিলেট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের সিনিয়র সহসভাপতি ও বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রফেসর ডা. এম এ আহবাবের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সোয়েব আহমদ মতিন।

অনুষ্ঠানে পরিচিতি পর্ব শেষে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি প্রফেসর ডা. সুধাংশু রঞ্জন দে, যুগ্ম সম্পাদক আবু তালেব মুরাদ, উপপরিচালক ডা. এ মুনিম চৌধুরী, ইউকে কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান এবং গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর হক, জেনারেল সেক্রেটারি মনসুর আহমদ খান ও তাঁর সহধর্মিণী মেহেরুন্নেছা খান, জয়েন্ট সেক্রেটারি সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদি ক্যারল ও তাঁর মেয়ে মায়মুনাহ মুনিম রিয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের এক্সিকিউটিভ মেম্বার পলি রহমান, রিলিজিয়াস সেক্রেটারি শেখ ফারুক আহমেদ, এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও বৃটিশ পার্লামেন্টে সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, সুইডেনের বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ আইনবিদ মাহফুজ আহমদ খান এবং তাঁর সহধর্মিণী ডা. তাসনিম আকতার সিমিন, জিএসসি সিলেট চ্যাপ্টারের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক কয়েস আহমেদ সাগর, ইউকে কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. নেজাম উদ্দিন নজরুল, মোহাম্মদ মারুফ, ও মো. আব্দুল হালিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বৃটিশ পার্লামেন্টের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন তাঁর ছেলে ড. ওমর মোহাম্মদ শাফির পক্ষে হাসপাতালের উন্নয়ন তহবিলে এক লাখ টাকা অনুদানের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাজ্যের আগামী প্রজন্মকে হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানবিক সেবামূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। এ সময় উপস্থিত ইউকে কমিটির আরও অনেক সদস্য হাসপাতালের উন্নয়নে অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

মতবিনিময় সভা শেষে প্রতিনিধি দল হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং সার্বিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

ইউকে বার্মিংহামে হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) এর ঈসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত

রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন, শামসুল উলামা হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.) এর ১৮ তম ইন্তিকাল বার্ষিকী উপলক্ষে বার্মিংহামে ঈসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আনজুমান আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশন ও বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের উদ্যোগে গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি বৃহস্পতিবার বাদ ইশা স্যান্ডওয়েল গ্র্যান্ড মসজিদে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট ও লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল-হুমাইদীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দারুল হাদীস লতিফিয়া নর্থওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী।

এতে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা রুকন উদ্দিন আহমদ, সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদের পরিচালক আলহাজ্ব হাফিজ সাব্বির আহমদ, বার্মিংহাম আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হেড মাওলানা মাহবুব কামাল, আলমরক গাউছিয়া মাসজিদের খতিব মাওলানা আতিকুর রহমান, আস্টন আলবার্টট জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা মুফতি আব্দুস শহীদ, বার্মিংহাম আল ইসলাহর সাবেক সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম ও ডার্লিস্টন জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা সালেহ আহমদ মনসুরী।

মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খুরশেদ উল হক, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আব্দুল কাইয়ুম লেস্টার, ওয়ালছল আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা নোমান আহমদ, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা গুলজার আহমদ, মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, মাওলানা দুলাল আহমদ, বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারের ডাইরেক্টর আলহাজ্ব আব্দুল গফুর, লজেলস বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের প্রসিডেন্ট আলহাজ্ব আজির উদ্দিন আবদাল, হ্যান্ডসওয়ার্থ জামে মাসজিদের সেক্রেটারী মাষ্টার আব্দুল মুহিত, বার্মিংহাম আল ইসলাহর সেক্রেটারী হাফিজ রুমেল আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সান্ডওয়েল গ্রান্ড মাসজিদের ইমাম হাফিজ আব্দুল্লাহ আল নাঈম, হাফিজ হোসাইন আহমদ, আস্টন এডিংটন জামে মাসজীদের চেয়ারম্যান শফিক মিয়া চৌধুরী গণী ও আলমরক গাউছিয়া মাসজিদের চেয়ারম্যান সাদেক মিয়া মাসুম।

শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ছাত্র মুজাম্মিল আহমদ, নাশীদ পাঠ করেন দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ছাত্র মোস্তফা কামাল, কারী আবুল খায়ের, কারী মতিউর রহমান, হাফিজ হারুনুর রশিদ।

ইসালে সাওয়াব উপলক্ষে কোরআন শরীফ খতম, দুরুদ শরীফ খতম ও খতমে খাজেগান শরীফ হয়।

পরিশেষে মিলাদ শরীফ ও বিশেষ মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি হয়।

শতাধিক মাদরাসা শিক্ষার্থী পেল গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট ইউকে'র স্কলারশিপ বৃত্তি

আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট ইউকে'র স্কলারশিপ প্রজেক্টের আওতায় বৃত্তি পেয়েছে ১০৮ জন মাদরাসা শিক্ষার্থী। রবিবার বেলা ১১টার দিকে সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই স্থিত জালালাবাদ আইডিয়াল মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট ইউকে'র বাংলাদেশ কান্ট্রি ম্যানেজার আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট ইউকে'র চেয়ারম্যান, যুক্তরাজ্যস্থ ওয়েস্ট অব স্কটল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, বিশিষ্ট কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ ও নোয়াখালী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ভিজিটিং প্রফেসর ড. এএসএম আশরাফ মাহমুদ।

মাদরাসা শিক্ষার্থী মাছুম আহমদের কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন- যুক্তরাজ্যস্থ লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সাবেক ডিরেক্টর দেলোয়ার হোসেন খান, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, লন্ডন এডুকেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, স্থানীয় প্রতিনিধি, মাদরাসার শিক্ষ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. এএসএম আশরাফ মাহমুদ বলেন, গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট এ পর্যন্ত প্রায় বিশ্বব্যাপী দেড় কোটি মানুষকে সহযোগিতা করেছে। এখন পর্যন্ত অনেক প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং অনেকগুলো বাস্তবায়নও করা হয়েছে। হাফেজ তৈরির জন্য গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩ বছর ব্যাপী মেয়াদের বৃত্তির অংশ হিসেবে ১০৮ শিক্ষার্থীর হাতে মাসিক এ বৃত্তির টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট আশা করে এই আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাচ্চারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে কোরআনের আলো ছড়িয়ে দিবে। সমাজ থেকে সব ধরনের অপরাধ দূর হবে এবং প্রতিটি ঘরে কোরআনে হাফেজ তৈরি হবে। এসবের বিনিময়ে গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট শুধুমাত্র দোয়াটুকু প্রত্যাশা করে। বিজ্ঞপ্তি

বিমানের ম্যানচেষ্টার টু সিলেট ফ্লাইট চালু রাখা ও ওসমানী বিমান বন্দর থেকে বিদেশী ফ্লাইট চালুর দাবীতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ বিমানের ম্যানচেষ্টার টু সিলেট ফ্লাইট চালু রাখা ও সিলেটের ওসমানী বিমান বন্দর থেকে দ্রুত অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু রাখার দাবীতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সাউথ ইষ্ট রিজিওনাল কমিটির উদ্যেগে গত ১৯ শে জানুয়ারী বিকাল ২টায় পূর্ব লণ্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল রোডস্থ

আল হামরা রেস্টুরেন্টে এক সভা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সংগঠণের সাউথ ইষ্ট রিজিওনাল কমিটির আহ্বায়ক বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আলহাজ্ব হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আব্দুল বাছিত রফির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠণের পেট্রণ, কমিউনিটি নেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হাসনাত এম হোসেইন এমবিই ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীন সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী সিংকাপনী, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয়

কনভেনার কমিউনিটি লিডার ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী মাসুদ আহমদ, জিএসসি কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মাহবুব ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আজম আলী।
সভায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী, কমিউনিটি নেতা আব্দুল মুকিত, সাংস্কৃতিক সংগঠক সৈয়দ কাহের, ক্রীড়া সংগঠক সৈয়দ সায়েম করিম, ইউনিটি অব মৌলভীবাজার এর সাবেক সভাপতি আব্দুল মালিক, দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার ডাইরেক্টর শাহ শেরওয়ান কামালী, মাহবুব আলী খান স্মৃতি সংসদের সভাপতি আহমদ সাদিক, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি কেন্ট রিজিওনাল চেয়ারপার্সন মোখতার আলী, গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মাষ্টার আশরাফ চৌধুরী, টিভি উপস্থাপক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নুরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সংগঠক হেলেন ইসলাম, কবি আসমা মতিন, আজম আলী, বদরুল হক মনসুর, মাসুদ চৌধুরী, প্রমুখ।
সভায় প্রধান অতিথি সংগঠণের পেট্রণ, কমিউনিটি নেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হাসনাত এম হোসেইন এমবিই বলেন - বাংলাদেশ বিমানের ম্যানচেষ্টার টু সিলেট রুটে হঠাৎ করে ফ্লাইট বন্ধ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায়। এক শ্রেনীর সিলেট বিদ্বেষী সিন্ডিকেট অন্তর্বর্তী কালীন সরকারকে বেকায়দায় ফেলানোর জন্য এ জঘণ্য কাজ করে তিন লক্ষ প্রবাসীদের প্রতি অবিচার করেছে।
বিশেষ অতিথি প্রবীন সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী বলেন ২৪ বছর ধরে ওসমানী বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক হওয়ার পরও বিদেশী কোন ফ্লাইট ঐ তথাকথিত সিণ্ডিকেট ওঠা নামা করতে দিচ্ছেনা। ফলে বিমান লণ্ডন -সিলেট রুটে ১৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত প্রতি যাত্রীর কাছ থেকে ভাড়া আদায় করছে।ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে অনেক পরিবার দেশে যেতে পারছেন না । নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা দেশ বিমুখ হচ্ছে।
গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনার কমিউনিটি লিডার ও সাংবাদিক
মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন -আর সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবেনা। আঙ্গুলকে বাঁকা করতে হবে। কঠোর কর্মসূচী দিতে হবে। অনির্দিষ্টকালের জন্য রেমিট্যান্স ও বিমান বয়কট করতে হবে। তাই তিনি প্রবাসীদের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
সভাপতির বক্তব্যে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ ইষ্ট রিজিওনাল কমিটির আহ্বায়ক বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আলহাজ্ব হারুনুর রশীদ বৃহত্তর সিলেটবাসীর ন্যায্য দাবি মানা না হলে প্রবাসের ও দেশের সবাইকে নিয়ে দূর্বার আন্দোলন গড়ে গড়ে তুলা হবে বলে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে আজকের মিটিং সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

Frames subject to availability. Cannot be used with other offers. Second pair must be from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges) or 1.5 safety lenses for safety eyewear range. Both pairs must be purchased in one transaction. Varifocal/bifocal: same lenses in both pairs and pay for lenses in first pair only, except for SuperDigital, SuperDrive varifocals and SuperReaders 1-2-3 occupational lenses, SuperBoost and SuperSingle vision lenses, where you pay full lens price for the first pair and £35 for the second pair. 2for1 on safety eyewear is excluded for customers with a corporate eyecare voucher provided by their employer. Additional charge for extra lens options.

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে ট্রাস্ট ফান্ড কর্তৃক বৃত্তি প্রদান

১১৬ জন মেধাবী অস্বচ্ছল শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছেন

লন্ডন: ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে ট্রাস্ট ফান্ড এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান সোমবার ৫ই জানুয়ারি'২৬ বিকাল ৪ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩টি বিভাগ ও ৬টি ইনস্টিটিউটের মোট ১১৬ জন মেধাবী ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান পিএইচডি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে ট্রাস্ট ফান্ডের পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক এবং ট্রাস্টি ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান, নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ট্রাস্টি ব্যারিস্টার মো. আবুল কালাম, সহ-সভাপতি মির্জা আসাব বেগ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্ট ফান্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পিএইচডি।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুন্সি শামস উদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সাধারণ সম্পাদক এবং ট্রাস্টি ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান। তিনি বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি। প্রবাসে থেকেও আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব ও ঋণ অনুভব করি। তাই মেধাবী ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক অঙ্গীকার।"

তিনি আরও বলেন, "এই ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ প্রবাসী অ্যালামনিদের শ্রম, ভালোবাসা ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন। আমাদের প্রত্যাশা, এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং তাদের স্বপ্নপূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।"

পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস জাতীয় জাগরণ, গবেষণা ও নেতৃত্ব গঠনের ইতিহাস। আমাদের শিক্ষার্থীদের সাফল্যের পেছনে অ্যালামনিদের আন্তরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বমানের মানবসম্পদ তৈরির জন্য মানসিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সহায়তা অপরিহার্য। এই বৃত্তি সেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারাকে শক্তিশালী করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানবিক নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এই ধারাবাহিক সহযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, আজ যারা বৃত্তি পেল, তারা ভবিষ্যতে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।"

পরে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং একে একে তাঁদের হাতে বৃত্তি তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দু'জন শিক্ষার্থী তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অ্যালামনি সদস্য অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আজিজ উদ্দিন, অ্যালামনি সদস্য ও ভিয়েলাটেক্স গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আহসান কবির খান, নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. রফিক আহম্মেদ, সদস্যা আফসারুন সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত বাজেটের কারণে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হয় না উল্লেখ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আ্যলামনাই ইন দ্য ইউকের এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় বলে অবিহিত করেন।ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তাঁর আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আ্যলামনাই ইন দ্য ইউকের অন্যান্য যে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও বক্তব্য রাখেন।

২০২৪ সালে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে, ২০২৫ সালে ৫০ জন শিক্ষার্থীকে এবং এই বছর ২০২৬ সালের ৫ই জানুয়ারি ১১৬ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠান শেষে চা-চক্রের আয়োজন করা হয়।

লন্ডনে বিশিষ্ট সমাজসেবক ও কবি শতবর্ষী দবিরুল ইসলাম চৌধুরীর মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের শোক প্রকাশ

অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (ওবিই) পদকপ্রাপ্ত, বাংলাদেশের কৃতি সন্তান, দিরাইয়ের কুলঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা, বিশিষ্ট সমাজসেবক, প্রবাসের মুক্তিযোদ্ধের সংগঠক আলহাজ্ব দবিরুল ইসলাম চৌধুরীর মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনর মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান এবং ট্রেজারার এম আসরাফ মিয়া, সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রিজিওনাল নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত শোকবার্তায় গভীর শোক ও শোকাবহ পরিবারবর্গ এর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সহ মরহুম এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

শোকবার্তায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, দবিরুল ইসলাম চৌধুরী (ওবিই) আমাদের শ্রদ্ধেয় শতবর্ষী দবির চাচা,বিশ্বব্যাপী মানুষের কল্যাণে তহবিল সংগ্রহ, দানশীলতা ও মানবসেবার এক দীর্ঘ ও গৌরবময় যাত্রায় তিনি আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর জীবন ছিলো মানবতার সেবায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যাহা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

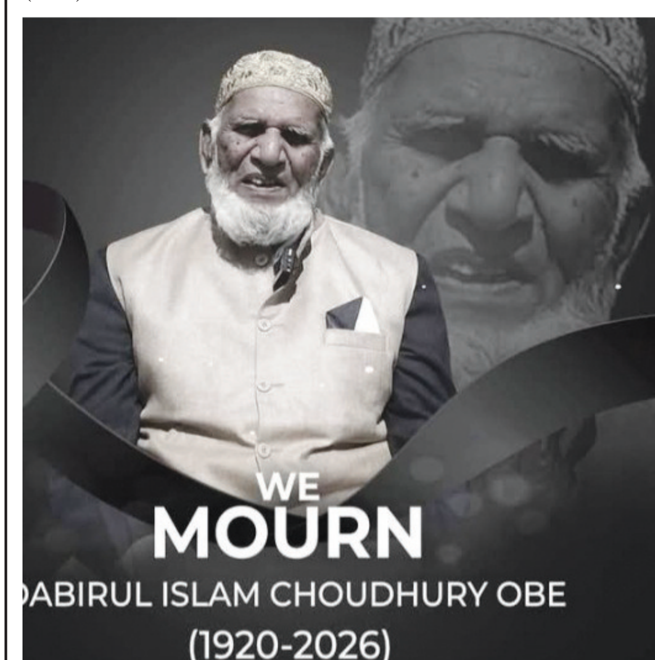

মরহুমের বড় ছেলে, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সাপ্তাহিক জনমত এর সম্পাদকমন্ডলীর চেয়ারম্যান, আতিক চৌধুরী তাঁর মরহুম পিতার রুহের মাগফিরাত কামনা করে কমিউনিটির কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯২০ সালের ১ জানুয়ারি সুনামগঞ্জের দিরাই থানার কুলঞ্জ গ্রামে জন্ম নেওয়া দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৫৭ সালে ব্রিটেনে পাড়ি জমান।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি দেশ ও প্রবাসে শিক্ষা, মানবকল্যাণ ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদান রাখেন।

১৯৫৭ সালে ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করার জন্য ব্রিটেন আসার পর, লন্ডনের বাইরে সেন্ট আলবানসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে কমিউনিটি–ভিত্তিক কাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। তিনি শুধু সমাজসেবক ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন উঁচুদরের চারণ কবি ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী; রচনা করেছেন বহু কবিতা।

করোনা মহামারীর কঠিন বছরেগুলোতে তার মানবিক কাজ বিশ্ববাসীর কাছে নতুন করে পরিচিতি পায়। ২০২০ সালের রমজানে রোজা রেখে তিনি তাঁর পূর্ব লন্ডনের বো এলাকার বাসার সামনের বাগানে ৯৭০ লুপ হেঁটেছিলেন, শুধু কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় নয়, মানুষের দুর্দশা বুঝে তাদের পাশে দাঁড়াতে অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে। এই প্রচেষ্টায় তিনি ৳৪২০,০০০-এরও বেশি অর্থ তহবিল সংগ্রহ করেন; এর অংশ বিশেষ ঘঐঝ–কে দেওয়া হয় এবং বাকিটা দশটিরও বেশি দেশের দরিদ্র, অসহায় ও দুর্ভোগে থাকা মানুষের সহায়তায় বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় পাঠানো হয়।

বাংলাদেশের সিলেট, দিরাই উপজেলার কুলন্জ চৌধুরী বাড়ির জমিদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ এলাকায় ১৮টি প্রাইমারী স্কুল ও একটি খেয়াঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। একবার তিনি সংসদ নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্ধিতা করেছিলেন, ১৯৭১-সালে সেন্ট আলবন্স এ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।

গত ১৩ জানুয়ারি রাত ১টা ২০ মিনিটে রয়েল লন্ডন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৬ বছর।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

অসহায় বয়স্ক বাসিন্দাদের পাশে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল শুরু হলো গরম খাবার পৌঁছে দেওয়ার নতুন উদ্যোগ

বারার একাকী বসবসাকারী, বয়স্ক এবং অসহায় বাসিন্দাদের ঘরে গরম খাবার পৌঁছে দি"ছ টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। এডাল্ট সোশ্যাল কেয়ার (প্রাপ্তবয়স্ক সামাজিক সেবা) কে উন্নত করতে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সমস্যা মোকাবিলায় ৩ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের অংশ হিসেবে সম্প্রতি চালু করা হয়েছে "মিলস অন হুইলস" সার্ভিস।

টাওয়ার হ্যামলেটসে পেনশন ক্রেডিট পাওয়া পেনশনারদের অনুপাত ইংল্যান্ডের মধ্যে সর্বো"চ, যা ৪২ শতাংশ।

মিলস অন হুইলস সার্ভিস বা পরিষেবার মাধ্যমে বাসিন্দাদের বাড়িতে পুষ্টিকর গরম খাবার সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হ"ছ, যা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা (ফুড ইনসিকিউরিটি) ও সামাজিক একাকীত্ব (সোশ্যাল আইসোলেশন) কমাতে ভূমিকা রাখছে এবং এ ধরনের সেবা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যাদের, তাদের জন্য মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করছে।

এই সার্ভিসের মাধ্যমে শত শত বাসিন্দা উপকৃত হ"ছন বলে আশা করা হ"ছ এবং এটি অন্যান্য সহায়তা কার্যক্রমের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে হোমকেয়ার, স্কুল ইউনিফর্ম অনুদান, এবং কম আয়ের পরিবারদের জন্য জ্বালানি সহায়তা। মিলস অন হুইলস সার্ভিস সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে কিংবা কাউকে রেফার করতে চাইলে ইমেইল করুনঃ
mealsonwheels@towerhamlets.gov.uk

সম্প্রতি নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান ৬৩ বছরের কর্নেলিয়া ম্যাকার্টির বাসায় গিয়ে নিজ হাতে গরম খাবারের পার্সেল তুলে দেয়ার মাধ্যমে খাবার সরবরাহের কর্মসূচি 'মিলস অন হুইলস' আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন।

এই সার্ভিসের সুবিধাভোগী কর্নেলিয়া ম্যাকার্টির তাঁর প্রতিক্রিয়ায় মিলস অন হুইলস সেবা চালু করায় কাউন্সিলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "আমি জানি অনেক কাউন্সিলই এই ধরনের প্রকল্পের জন্য তহবিল রাখতে পারে না। আমাদের মতো বয়স্ক বা একা বসবাসকারীদের জন্য এই ধরনের সার্ভিস শুধুই সাহায্য নয়, বরং অপরিহার্য। এটি শুধু খাবারের ব্যাপার নয়, এটি কেয়ার ও সংযুক্তির অনুভূতি প্রদান করে।"

তিনি বলেন, "আমি টাওয়ার হ্যামলেটসে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে বাস করছি এবং এখানে কমিউনিটির অনুভূতি অনন্য। কারো খোঁজ খবর নেওয়া এবং দেখাশোনা করা সত্যিই প্রয়োজনীয়।"

৯৪ বছর বয়সী জন ইজবি, যিনি প্রতিদিন খাবার পান, তিনি এই সার্ভিসকে অমূল্য হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার পরিবারের খুব বেশি সদস্য বাকি নেই, এবং প্রতিদিন আমার জন্য গরম ও সুস্বাদু খাবার পৌঁছাবে জানলে সত্যিই আমার মুখে হাসি ফোটে। এখন পর্যন্ত খাবারগুলো আমি খুব উপভোগ করেছি এবং স্টাফদের যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাই।"

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "মিলস অন হুইলস সার্ভিস পুনরায় চালু করতে পেরে আমরা গর্বিত। এটি আমাদের প্রতিশ্রুতির অংশ যে টাওয়ার হ্যামলেটসে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। বিনামূল্যে স্কুল খাবার থেকে শুরু করে শীতকালীন জ্বালানি সহায়তা এবং এখন বয়স্কদের জন্য গরম খাবার সরবরাহ পর্যন্ত, আমরা কমিউনিটি-ভিত্তিক সুশাসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মান স্'াপন করছি।"

রিসোর্স এবং জীবনযাত্রার ব্যয় সংক্রান্ত কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর সাইয়িদ আহমেদ যোগ করেন, "মিলস অন হুইলস সার্ভিসটি আমাদের সেই কৌশলের অংশ, যা বাসিন্দাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সমর্থন দেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি। আমরা অন্যান্য কাউন্সিলকেও মানুষকে প্রথমে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণ করার আহ্বান জানা"ছ।"

লন্ডনের পরিচিত মুখ ও শিক্ষক সৈয়দ রাকিব আর নেই

লন্ডন: কমিউনিটির প্রিয় মুখ, সমাজকর্মী, শিক্ষক সৈয়দ রকিব আহমেদ আর নেই। আজ শনিবার ভোররাতে নীরবে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর বয়স হয়েছিলো আনুমানিক ৭০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

আগামী কাল রবিবার, বাদ জোহর ইষ্ট লন্ডন মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে এসেক্সের গার্ডেন অফ পিসে শেষ শয়্যায় শায়িত হবেন কমিউনিটির প্রিয় মুখ সৈয়দ রকিব। জানাজার আগে ব্রিকলেন মসজিদে রাখা হবে মরহুমের মরদেহ। কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ এখানেই শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন তাদের প্রিয় সৈয়দ রকিব আহমেদকে।

একজন শিক্ষক হিসেবে স্যৈয়দ রকিবের পাঠ শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিলো না, ছিল মানবতা, দায়িত্ববোধ আর নৈতিকতার পাঠ। সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর হাত ছিল সদা প্রসারিত-নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, নিরব অথচ দৃঢ়। তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিটি হারালো এক আলোকবর্তিকা, একজন সুহৃদ।

তিনি ছিলেন, একজন স্বপ্ন-সন্ধানী, সমাজমানসের নির্মাতা, আর নীরব প্রেরণার প্রদীপ। সমাজের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা-তা ধর্ম-বর্ণের সীমানা ছাড়ানো।

এক সময় ছাত্র ইউনিয়ন ও সিপিবি'র কর্মী ও নেতা হিসেবে সেই তরুণ বয়স থেকেই তিনি দেখেছিলেন এক স্বপ্ন- একটি বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক সমাজ গড়ে ওঠার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন ছিল না কেবল কোনো ভাবনার নরম আলপনা; এ ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ।

উল্লেখ্য, সৈয়দ রকিব আহমেদ ১৯৮৭ সালে প্রথম লন্ডনে আসেন। দীর্ঘদিন শিক্ষকতায় পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। ১৯৮৮ সালে লন্ডনে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির শাখা গঠনে ও ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর যুক্তরাজ্য শাখা গঠনে অন্যতম নেতৃত্বদান করেন তিনি। তাঁর দেশের বাড়ী সিলেট জেলার ওসমানী নগর থানার ওসমানপুর গ্রামে।

যুক্তরাজ্যের সফল কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব হিসেবে সাংবাদিক মুহাম্মদ রহমত আলীর 'প্রবাসী সম্মাননা-২০২৫' লাভ

ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির অধিকার আদায়, সাংবাদিকতা, সাহিত্যচর্চা এবং সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাজ্যের সফল কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ রহমত আলীকে "প্রবাসী সম্মাননা-২০২৫" প্রদান করা হয়েছে।

সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি গত ২৭ ডিসেম্বর সিলেট নগরীর রিকাবীবাজারস্থ কবি নজরুল অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন অনুষ্ঠানে ছয়টি ক্যাটাগরিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত মোট ১০৩ জন সফল প্রবাসীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের সফল কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ক্যাটাগরিতে মুহাম্মদ রহমত আলী এই সম্মাননা লাভ করেন। এ সময় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরো কয়েকজন যুক্তরাজ্য প্রবাসী উক্ত সম্মাননা লাভ করেন।

জাঁকজমকপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালাদেশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল নাসের খান। সভাপতিত্ব করেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মোঃ সারওয়ার আলম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুছ চৌধুরী, পুলিশ সুপার কাজী আখতারুল আলম, ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ও ড. ওয়ালি তসর উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মাসুদ রানা।

দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকারভিত্তিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে মুহাম্মদ রহমত আলী প্রবাসী বাংলাদেশিদের কণ্ঠস্বর হিসেবে সুপরিচিত। তিনি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং বর্তমানে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (ইউকে শাখা)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও তিনি দর্পণ বুক লন্ডন-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্য-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং দর্পণ টিভি ইউকে-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মানবিক ও সমাজসেবামূলক ক্ষেত্রেও তার অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রবাসী বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্ট ও সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন-এর ট্রাস্টি। পাশাপাশি বিশ্বনাথ ওয়ান পাউন্ড হাসপাতাল-এর প্রতিষ্ঠাতা ডোনার সদস্য এবং আর এ ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। স্থানীয় গণমাধ্যম বিকাশে তার ভূমিকা স্মরণীয়-তিনি বিশ্বনাথ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

উক্ত সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রবাসী ব্যক্তিবর্গ, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুধীজন ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় সার্কিটা হাউসে প্রবাসীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও মোহাম্মদ রহমত আলী প্রবাসীদের নানা সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

HOME TUITION

Are you worried about Maths, Science and English?

No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.

- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.

Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .

Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে লন্ডনে বিক্ষোভ ব্রিটিশ এমপিদের সমর্থন

লন্ডন, যুক্তরাজ্য - বাংলাদেশ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন, সহযোগী কমিউনিটি ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সহায়তায়, গতকাল ২১ জানুয়ারি বিকেল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পার্লামেন্ট স্কয়ারে একটি

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের আয়োজন করে।
বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর চলমান নির্যাতনের প্রতিবাদে, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত পদ্ধতিগত সহিংসতা, বৈষম্য ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের বিষয়গুলোকে উল্লেখ করা হয়।
এই কর্মসূচিটি ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিবাদের পরবর্তী উদ্যোগ, যেখানে তীব্র শীত বৃষ্টি উপক্ষা করে ৫০০ জনের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ওই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী, পেশাজীবী, পরিবার, প্রবীণ অধিকারকর্মী এবং আন্তধর্মীয় প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়েছিলেন, যা বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতির বিষয়ে ব্রিটিশ প্রবাসী সমাজ ও বৃহত্তর নাগরিক সমাজের গভীর উদ্বেগকে তুলে ধরে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে এসেও অনেকে যোগাদান করেছেন।
২১ জানুয়ারি পার্লামেন্ট স্কয়ারে অনুষ্ঠিতব্য এই বিক্ষোভে কয়েকজন এমপিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় এর লক্ষ্য হলো আইনপ্রণেতা এবং সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে:

- বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বৈষম্য, লক্ষ্যভিত্তিক সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড এবং জনসংখ্যাগত হ্রাস।
- ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, যা এই নির্যাতনের মানবিক মূল্যকে স্পষ্ট করে।
- আন্তধর্মীয় ধর্মীয় কণ্ঠ চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তার এবং দীপু দাসের প্রকাশ্য গণপিটুনির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, যার পর পরিকল্পিত গণহত্যায় আরও ১৫ জন হিন্দু নিহত হন।

বাংলাদেশ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনের এক মুখপাত্র বলেন, “এই প্রতিবাদ কোনো দেশ বা ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। পার্লামেন্ট স্কয়ারে দাঁড়িয়ে আমরা বিবেকের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকার করে যে সংখ্যালঘুদের জীবন মূল্যবান এবং নীরবতা কোনো বিকল্প নয়।”
আয়োজকরা মানবাধিকার সংগঠন, ধর্মীয় নেতা এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনসহ সাধারণ জনগণের সবাইকে সংহতি প্রকাশের জন্য উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে মানবতা, ন্যায়বিচার এবং মৌলিক অধিকারের পক্ষে একসঙ্গে দাঁড়ানো যায়।
হাউস অব লর্ডসের সদস্য হিসেবে লর্ড পোপাট এবং মাননীয় ব্যারোনেস ভার্মা উপস্থিত ছিলেন। একই সঙ্গে হাউস অব কমন্সের সদস্য হিসেবে ম নাভেন্দু মিশ্রা ও জিম ডিকসন কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে তাঁদের সমর্থন জানান।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare
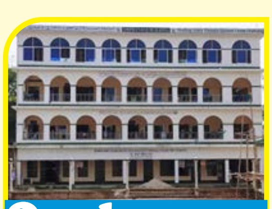
Orphanage

Madrasah
Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

উৎসবমুখর পরিবেশে সাপ্তাহিক দেশ'র যুগপূর্তি উদযাপন 'কমিউনিটির উন্নয়নে বাংলা মিডিয়ার অবদান অপরিসীম'

কে এম আবু তাহের চৌধুরী : উৎসবমুখর পরিবেশে যুগপূর্তি উদযাপন করলো ব্রিটেনের শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকা সাপ্তাহিক দেশ । ১০ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও

কমিউনিটির বিভিন্নস্তরের মানুষ দেশ পরিবারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং শেষ দিকে কেক কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে যুগপূর্তি উদযাপন করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বৃটিশ বাংলাদেশী এমপি আপসানা বেগম লন্ডনের বাংলা সংবাদ মাধ্যমগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সকলের প্রতি সহযোগিতার আহবান জানিয়ে বলেন, কমিউনিটির উন্নয়নে বাংলা মিডিয়ার অবদান অপরিসীম। তাই মিডয়াকে টিকিয়ে রাখেতে কমিউনিটিকে এগিয়ে আসতে হবে।

সম্পাদক তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ফয়সল মাহমুদ ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাম্মদ রহিম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের ও বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার।
অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী, দর্পন ম্যাগাজিন ও টিভির সম্পাদক রহমত আলী, বিবিসি বাংলার সাবেক সিনিয়র প্রডিউসার মাসুদ হাসান খান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট সম্পাদক ব্যারিষ্টার তারেক চৌধুরী, শাহজালাল ব্যাংকের ডাইরেক্টর ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের লাইফ মেম্বার হারুন মিয়া সিআইপি, স্পেকট্রাম ও সানরাইজ রেডিওর প্রেজেন্টার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিসবাহ জামাল, বিশিষ্ট টিভি উপস্থাপিকা উর্মি মাজহার, এটিএন বাংলা ইউকের হেড অব নিউজ সাঈম চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ, কবি ও সাংবাদিক সারওয়ার-ই-আলম, ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুজ হু সম্পাদক আব্দুল করিম গনি, পিসি স্কয়ার্স সলিসিটর্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর-এডভোকেট ইমতিয়াজ হোসাইন, সিনিয়র সাংবাদিক কামাল মেহেদী ও দ্যা সানরাইজ টুডে সম্পাদক এনাম চৌধুরী প্রমুখ।
সভায় বক্তারা বৃটেনে প্রিন্ট মিডিয়ার এ ক্রান্তিকালে ও ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে টানা বারো বছর সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা সফলভাবে পরিচালনার জন্য সম্পাদক তাইসির মাহমুদ ও পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। বক্তারা দেশ পত্রিকার সংবাদের মান ও গুরুত্ব, পত্রিকার সেট আপ, গেট আপ ও ডিজাইনের প্রশংসা করে বাংলা মিডিয়াকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কমিউনিটির সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বক্তারা বিলেত থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকায় বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞাপন প্রদানেরও আহ্বান জানান।
আপসানা এমপি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পাঠক ও দর্শকদের জন্য সত্য মিথ্যা নিরুপন কঠিন হয়ে পড়েছে, তাই আমাদেরকে সংবাদপত্র ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ মাধ্যমগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তিনি সাপ্তাহিক দেশ এর ১২ বছর পূর্তিকে গৌরবজনক অধ্যায় উল্লেখ করে বলেন, কমিউনিটির বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ ইস্যূতে সাপ্তাহিক দেশ গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রেখে আসছে। বিশেষ করে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল যখন কমিউনিটি ল্যাংগুয়েজ ফান্ড বাতিল করে দেয় তখন দেশ পত্রিকা প্রতিবাদ সমাবেশগুলোর রিপোর্ট গুরুত্বসহ প্রকাশ করে। আপসানা বলেন, বাংলা সংবাদপত্রে যখন কমিউনিটির বড় কোনো ঘটনার সংবাদ দেখতে পান, তখন মূলধারার সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের কাছে জানতে চান- কেন সংবাদটি মুল ধারার সংবাদ মাধ্যমে নেই। তাছাড়া তিনি সংসদে অনেক জনগুরুত্বপুর্ণ বিষয় উত্থাপন করেন। তিনি সাপ্তাহিক দেশ এর দীর্ঘায়ু কামনা করে বলেন, আমি আশাবাদী সাপ্তাহিক দেশ আরো কয়েকযুগ বেঁচে থাকবেন।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী বলেন যে, প্রিন্ট মিডিয়াকে বাঁচিয়ে রাখা একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ।সংবাদের বিস্তারিত জানতে হলে প্রিন্ট মিডিয়ার দরকার। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আবার নতুন প্রজন্মদের বাংলা ভাষা ও অন্যান্য কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা চালু করেছে। তাই তিনি সবাইকে ছেলে মেয়েদের বাংলা শিক্ষা দানের সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।
কে এম আবু তাহের চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে অতীতের মত সাপ্তাহিক দেশ প্রবাসী বাংলাদেশীদের সমস্যা,সম্ভাবনা ও সফলতা তুলে ধরবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদ উপস্থিত সাংবাদিক ও সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ১২ বছর টিকে থাকার মুল শক্তি কমিউনিটির মানুষের ভালোবাসা। এমন ভালোবাসা অব্যাহত থাকলে দেশ বেঁচে থাকবে আরো বহু বছর। তিনি বলেন- আমরা জাতীয়, আন্তর্জাতিক সংবাদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই কমিউনিটির মানুষের হাসি কান্নার সংবাদকে। যে খবরটি কোনো সংবাদ মাধ্যমেই আসছেনা, সেটি আসছে সাপ্তাহিক দেশ-এ। সংবাদটি হয়তো ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ছাপা হচ্ছে। কিন্ত সেটি সংবাদমূল্য হারাচ্ছে না। কারণ এটি অন্য কোনো মিডিয়ায় প্রকাশ হচ্ছেনা। যখন প্রকাশ হচ্ছে তখনই নতুন।
তিনি বলেন, অনেক সময় যখন কারো বাসায় কিংবা অফিসে যাই। দেখতে পাই টেবিলে শোভা পাচ্ছে সাপ্তাহিক দেশ। পাঠকের কোনো অর্জনের নিউজটি তিনি ফ্রেম করে ঝুলিয়ে রেখেছেন ঘরের দেয়ালে। যার কথা কেউ বলছেনা, আমরা তার কথা বলি। এটাই আমাদের টিকে থাকার শক্তি। এই শক্তির জোরেই বেঁচে থাকতে চাই আরো অনেক বছর। তিনি বলেন, দেশ পত্রিকা শুধু মুদ্রিত ভার্সনেই সীমাবদ্ধ নয়। অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায়ও রয়েছে আমাদের সক্রিয় অবস্থান। চব্বিশ ঘন্টাই সংবাদ আপলোড হচ্ছে। তাছাড়া সম্প্রতি আমরা দেশ অনলাইন টিভি'র যাত্রাও শুরু করেছি। সুতরাং যেকোনো সংবাদ খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা দর্শক-পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারছি। তিনি পত্রিকার অগনিত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নির্বাচনী ইশতেহারে রোহিঙ্গাসহ জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যু অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিজিওন্যাল স্টাডিজ, বাংলাদেশ (সিসিআরএসবিডি) উদ্যোগে এক গোলটেবিল আলোচনায় বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়। তারা বলেন, আসন্ন নির্বাচনে দলগুলোর পক্ষে গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে স্পষ্ট বক্তব্য থাকা দরকার।

রোহিঙ্গাদের কারণে বর্তমানে যে মানবিক, আর্থিক, সামাজিক বা পরিবেশগত সমস্যা চলছে, সামনের দিনগুলোতে এর সঙ্গে যদি রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যা যুক্ত হয়, তা বাংলাদেশের জন্য বিরাট বিপদ তৈরি করবে। পাশেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অস্থির এবং নানাবিধ সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের কারণে নাজুক। এ পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের ঘিরে রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সমস্যার সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের দক্ষিণড়পূর্বাঞ্চলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হবে, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। রোহিঙ্গা সমস্যার বিষয়টি কেবল মানবিক ত্রাণ সহায়তার পরিসরে দেখার সুযোগ নেই। এ সমস্যার দীর্ঘসূত্রতা ও বিস্তারের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি ও বিভিন্ন মাত্রার চ্যালেঞ্জও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কাজেই প্রত্যাবাসন কেবল রোহিঙ্গাদের জন্যই নয়, বাংলাদেশের জন্যও স্বস্তিদায়ক বিষয়।

২১ জানুয়ারি, বুধবার বিকালে চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিজিওন্যাল স্টাডিজ, বাংলাদেশ (সিসিআরএসবিডি) উদ্যোগে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস বায়েজিদ আরেফিন নগরে হল রুমে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় নিরাপত্তা ও রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন।

চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিজিওনাল স্টাডিজ বাংলাদেশ (সিসিআরএসবিডি) এর গোলটেবিল আলোচনার ধারণপত্রে চবি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও নিবার্হী পরিচালকড় সিসিআরএসবিডি প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, দলগুলোর উচিত জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়গুলো সামনে আনা। শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য লড়াই হলে গণতান্ত্রিক রূপান্তর নির্বিঘ্ন হতে পারবে না।

লিয়াকত আলী চৌধুরী সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার মীর হেলাল উদ্দিন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহড়সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রধান আলোচক: প্রফেসর ড. মো: কামাল উদ্দিন, উপড়উপাচার্য (প্রশাসন), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এবং ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ বিভাগীয় প্রধান, চবি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও নিবার্হী পরিচালকড় সিসিআরএসবিডি।

গোলটেবিল বৈঠকে অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিএইচপি শিপ ব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ড. মশিউর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী , চট্টগ্রাম, উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) ড. শরীফ আশরাফউজ্জামান, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, ইমন মোহাম্মদ, দপ্তর সম্পাদক, গণঅধিকার পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর, সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মারুফ (রুমী), সদস্য, রাজনৈতিক পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, সাগুফতা বুশরা মিশমা, কেন্দ্রীয় সদস্য ও সংগঠক (এনসিপি), অধ্যক্ষ মাওলানা খাইরুল বাশার, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চট্টগ্রাম মহানগরী। প্রফেসর মোহাম্মদ নুরুন্নবী, কর্মপরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চট্টগ্রাম মহানগরীর, ড. মাসরুর হোসাইন, কর্মপরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চট্টগ্রাম মহানগরী, একরামুল করিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম নগর কমিটি, বিএনপি।

সিসিআরএসবিডি'র পরিচালক প্রফেসর সরওয়ার জাহানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যা রাখেন মো. নাজমুল ইসলাম চৌধুরী, পরিচালক, সিসিআরএসবিডি। এছাড়াও প্যানেল আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো: এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, ডিন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিচালক, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা কেন্দ্র, সভাপতি, ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক, চ.বি. চ্যাপ্টার, কবি ওমর কায়সার সিনিয়র সাংবাদিক, কুমার সুই চিং প্রম্ন সাইন, চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মং রাজা মং প্রম্ন সাইন ফাউন্ডেশন, প্রফেসর ড. জাহেদুর রহমানড়সাধারণ সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বক্তারা আরও বলেন, সামগ্রিক বিবেচনায় রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি ও চ্যালেঞ্জিং ইস্যু। আন্তর্জাতিক সহায়তা হ্রাসের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে এত বড় শরণার্থী জনগোষ্ঠীকে বহন করা বাস্তবসম্মত নয়।

অপরদিকে, মিয়ানমারের সরকার আন্তর্জাতিক চাপে নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে চায়। কিন্তু এ সংকট সমাধানে আঞ্চলিক জোট যেমন আসিয়ান বা বিমসটেকড়তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। রোহিঙ্গা সমস্যাটি বাংলাদেশের জন্য বিশাল বোঝা হলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন দেশ এ নিয়ে নানা রকম পরিকল্পনা করেছে।

এ পরিকল্পনার মধ্যে সমস্যাটিকে প্রলম্বিত করার মতলবও রয়েছে। তাতে দেশগুলোর নানা রকমের আর্থিক, বাণিজ্যিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের সুবিধা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে সবাই মানবিকতার ধ্বনি উচ্চারণ করলেও তারা কাজের কাজ কিছুই করছে না। তাদের পক্ষ থেকে কিছু আলাপড় আলোচনা ও কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে সমস্যার নানা দিক নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে বটে, তবে সুরাহার পথ বের করা সম্ভব হচ্ছে না। যাবতীয় সমস্যা সামলাতে হচ্ছে এককভাবে বাংলাদেশকে।

তারা উল্লেখ করেন, ২০২৫ এর হিসাব অনুযায়ী, ৮ বছরে প্রায় ৪ লাখ জনসংখ্যা বেড়েছে ক্যাম্পগুলোতে। ক্যাম্পগুলোতে ২৪ ঘণ্টায় ১৩০ড়১৩৫ জন অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ছয়টি শিশুর জন্ম হচ্ছে, যা বছরে প্রায় ৫০ হাজার। ফলে প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য কূটনৈতিক বৈঠক, চুক্তি এবং আলোচনার পরও প্রত্যাবাসনের কোনো বাস্তব অগ্রগতি হয়নি। কেন? কারণ, কাগজেড় কলমে যে 'সমাধান'ড়এর কথা বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেইড় এটাই তুলে ধরেছে সাম্প্রতিক বাস্তবতা। যে প্রত্যাবাসন পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, তার ভিত্তি হলো ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড (এনভিসি) এমন এক পরিচয়পত্র, যা রোহিঙ্গাদের 'বিদেশি' হিসাবে চিহ্নিত করে। এ কার্ড তাদের মিয়ানমারের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। বরং এটিই তাদের বৈধভাবে বঞ্চিত করার এক আইনগত উপায়। তদুপরি, আরও রয়েছে ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনড়যা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছে।

তারা বলেন, বস্তুত বাংলাদেশ যখন রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য একটি শক্তিশালী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে, সে পরিস্থিতিতে সমস্যার নানামুখী বিস্তার ঘটছে। রোহিঙ্গাদের সঙ্গে স্থানীয়দের দূরত্ব ও দ্বন্দ্বের মতোই ক্যাম্পে আশ্রিতদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে স্বার্থ ও মতাদর্শভিত্তিক দল, উপদল। স্থানীয় রাজনীতির শক্তিবৃদ্ধিতে তাদের ব্যবহার করার কিছু প্রচেষ্টার কথাও জানা যাচ্ছে।

বিশেষত, সীমান্তঘেঁষা অঞ্চলে বসবাসকারী বর্তমান বাংলাদেশি ও সাবেক রোহিঙ্গা, যাদের পূর্বপুরুষ বেশ আগে আরাকান থেকে উচ্ছেদ হয়ে এসেছিল, তারা একটি উগ্র গোষ্ঠীগতড় জাতিগত উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। তারা আগে আসা এবং সম্প্রতি আসা রোহিঙ্গাদের নিয়ে একটি প্রেসার গ্রুপ তৈরি করছে। যদি রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফিরতে না পারে, তাহলে তাদের ক্যাম্প ভেঙে লোকালয়ে বসবাস করার ব্যবস্থা করতে কাজ করছে এরা। এদের পেছনে রয়েছে দেশি ও বিদেশি অর্থদাতা চক্র।

চট্টগ্রামে ৩ বছরের শিশুকে আছাড় দিয়ে হত্যার অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আব্দুল্লাহ নামে ৩ বছরের এক শিশুকে আছাড় দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় মস্তাননগর এলাকার মোস্তফা ভুঁইয়া বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল্লাহ ওই বাড়ির নুরুল আলম রাসেলের একমাত্র সন্তান। শিশুটির পরিবারের সদস্যদরা অভিযোগ করছেন, জায়গা জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন আছাড় দিয়ে তাকে মেরে ফেলে

অন্যদিকে স্থানীয় ও অভিযুক্তদের ভাষ্য, শিশুটির মানসিক ভারসাম্যহীন দাদা ঝগড়ার সময় নিজ নাতিকে না চিনে আছাড় দেয়। ঘটনা তদন্তে কাজ করছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ।

নিহত শিশুর দাদি জোৎস্না আরা বেগম অভিযোগ করে বলেন, আমাদের জায়গায় প্রতিপক্ষের লোকজন ঘর তুলছিল। আমি বাধা দিতে গেলে দ্বীন ইসলাম, তার ভাই ও স্ত্রী মিলে আমাকে মারধর করে। পরে তারা আমার ভারসাম্যহীন স্বামীকে মারতে যায়। আমি বাড়িতে ফেরার সময় দেখি আমার নাতি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। দ্বীন ইসলামরাই আমার স্বামীকে না পেয়ে নাতিকে আছাড় দিয়ে মেরে পালিয়েছে।

তবে আব্দুল্লাহ দাদা মোস্তফা বলেন, আমি কেন মারব? আমার একমাত্র নাতি সে। দ্বীন ইসলামই ওকে আছাড় দিয়ে ফেলে রেখে গেছে।

আটকের আগে দ্বীন ইসলামের স্ত্রী দাবি করেন, 'দুই পরিবার ঝগড়া লেগেছিল। এসময় বাচ্চাটার দাদি চিৎকার করে বলছিল, আমার নাতিকে মেরে ফেলছে। পরে তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। অথচ বিষয়টি আমরা জানিও না, শুনিও নাই।

জোরারগঞ্জ থানার ওসি কাজী নাজমুল হক জানান, পারিবারিক কলহে এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। সুরতহালে শিশু আবদুল্লাহর মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএনপিতে যোগ দিলেন অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। আজ বুধবার বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন তিনি। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিনি পাবনা-১ আসনে ১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদ এবং ১৯৯৬ সালে সপ্তম সংসদ নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হন।

তিনি ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

এছাড়া অধ্যাপক সাইয়িদ ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদে বাকশালের প্রার্থী, ২০০১ সালে অষ্টম সংসদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী, ২০১৪ সালে দশম সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে গণফোরাম থেকে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, 'চারিদিকে উগ্রবাদ যেভাবে উত্থান হচ্ছে তাতে একজন দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে আমি মনে করি, এখন বিএনপি একমাত্র দল যাকে সামনে এগিয়ে নেওয়া উচিত। সেজন্য আমি বিএনপিতে যোগ দিয়েছি।' তিনি জানান, পাবনা-১ আসনে প্রার্থী হয়েছে স্বতন্ত্র হিসেবে।

আবু সাইয়িদ বলেন, 'নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছি। দল বললে নির্বাচনে থাকব।'

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

মর্যাদা রক্ষায় সাংবাদিকদের ঐক্য জরুরী

বাংলাদেশে যেদিন থেকে দুইটি সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠন করা হয় , সেইদিন থেকেই সাংবাদিকদের সম্মান ভুলণ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে স্বাধীন সাংবাদিকতা দীর্ঘদিন ধরেই চাপের মুখে। চাপ শুধু রাষ্ট্র বা ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে আসছে তা নয়; নানা সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিও এখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এই চাপ আরও বেশি ঘনীভূত হয়েছে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ভেতরের অনৈক্যের কারণে। 'গণমাধ্যম সম্মিলন ২০২৬'-এ সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিকদের কণ্ঠে যে উদ্বেগ উঠে এসেছে, তা আসলে দীর্ঘদিনের জমে থাকা একটি বাস্তবতার স্বীকারোক্তি। এই সম্মিলন থেকে যেকোনো পরিস্থিতিতে স্বাধীন সাংবাদিকতা অব্যাহত রাখার ঘোষণাটি তাই সময়োপযোগী ও জরুরি বার্তা বহন করে।

সংবাদপত্রে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাগুলো শুধু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর আঘাত নয়; এগুলো আসলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর সরাসরি আক্রমণ। প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার-এ হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে, গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয়; এটি সংগঠিত এবং পরিকল্পিত। সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীর এই হামলাকে 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' বলেছেন। এই বাস্তবতায় কোনো গণমাধ্যমের নিজেকে নিরাপদ ভাবার সুযোগ নেই।

সম্মিলনে দেওয়া প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমানের বক্তব্য আমাদের পেশাগত মর্যাদা ও আত্মসমালোচনার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এসেছে। সাংবাদিকতাকে দালালি বা দলবাজির অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে হলে কেবল বাইরের চাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই হবে না; ভেতরের ক্লেদও পরিষ্কার করতে হবে। আর্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বনির্ভরতা, নৈতিক মানদণ্ড এবং পেশাগত আচরণবিধি শক্তিশালী না হলে ঐক্য টেকসই হবে না। ঐক্য যেন কোনো শূন্যগর্ভ স্লোগান না হয়-এই সতর্কতা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের বক্তব্যে স্বাধীন গণমাধ্যমের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বটি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। সরকার, প্রশাসন কিংবা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অনেক সময় ক্ষমতার প্রশংসার বলয়ে আবদ্ধ থাকে; সত্য কথাটি বলার সাহস দেখায় স্বাধীন সাংবাদিকতাই। এ কারণেই সংবিধানে স্বাধীন বিচার বিভাগ ও স্বাধীন গণমাধ্যমকে বিশেষ সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই দুই প্রতিষ্ঠান একে অপরের পরিপূরক। আদালত অবমাননা বা আইনি ক্ষমতা যেন কখনোই সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধের হাতিয়ার না হয়-গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থেই এটা জরুরি।

এ রকম প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়া একটি গভীর হতাশার বিষয়। সাংবাদিক সুরক্ষা আইন নিয়ে সর্বসম্মত সমর্থন থাকার পরও তা কার্যকর না হওয়া প্রমাণ করে প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতার ফারাক কত বেশি। সাংবাদিক সুরক্ষা আইন আজ আর বিলাসিতা নয়; এটি জরুরি প্রয়োজন। যে সরকার বা রাষ্ট্র সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাকে সেই ব্যর্থতার দায় নিতে হবে।

সব মিলিয়ে গণমাধ্যম সম্মিলন ২০২৬ আমাদের সামনে একটি স্পষ্ট সত্য তুলে ধরেছে-স্বাধীন সাংবাদিকতা রক্ষার লড়াই একক কোনো প্রতিষ্ঠানের নয়। এটি সমগ্র সাংবাদিক সমাজের সম্মিলিত লড়াই। এখন সময় এসেছে বিভাজনের দেয়াল ভেঙে, নৈতিক ও পেশাগত সংস্কারের পথে এগিয়ে একসঙ্গে দাঁড়ানোর। ঐক্যের প্রশ্নটি আর নৈতিক আহ্বান নয়, অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাংবাদিকদের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের সাংবাদিক ইউনিয়ন গুলো একটি একক প্লাটফর্ম তৈরী করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এতে এই পাশার সম্মান বাড়বে এবং গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে.

রাজনীতির সাতকাহন ও জনগণের আর্তনাদ

গোলাম মাওলা রনি

নিজের দুঃখের কাহিনি দিয়েই আজকের নিবন্ধটি শুরু করছি। সম্প্রতি ঢাকার একটি আবাসিক এলাকার বাসিন্দা হয়েছি। ধানমণ্ডির চল্লিশ বছরের সুখস্মৃতিকে পেছনে ফেলে নতুন বাড়িতে বসবাসের স্বপ্ন কিভাবে সামান্য সিলিন্ডার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ধূলিসাৎ হতে চলেছে, সেই কাহিনি বললেই বুঝতে পারবেন কিভাবে চলছে-কিংবা যেই লাউ সেই কদু নাকি আগেই ভালো ছিলাম ইত্যাদি কথাবার্তার কোনটি আপনার জন্য প্রযোজ্য।

আমি যে এলাকার বাসিন্দা হয়েছি সেটি বর্তমানে দ্রুত বর্ধনশীল উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ধনিক শ্রেণির আবাসিক এলাকা।

আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর পূর্বে আমি ১০ কাঠা জমি কিনেছিলাম, যেখানে একটি আবাসন কম্পানি ১০ তলার একটি নতুন ভবন নির্মাণ করেছে, যার অধিকটা আমি পেয়েছি। আমাদের ভবনে যাঁরা ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁরা সবাই অতি ধনী এবং ঢাকায় একাধিক বাড়ি, গাড়ি ও ফ্ল্যাট রয়েছে। ফলে আবাসন কম্পানি যথাসময়ে ফ্ল্যাটগুলো হস্তান্তর করলেও গত তিন-চার মাসে আমার কোনো প্রতিবেশী তাঁদের ফ্ল্যাটে উঠেননি কিংবা ভাড়া দেওয়ার জন্যও তোড়জোড় করেননি। ফলে বিশাল ভবনটিতে আমরা বুড়াবুড়ি বলতে গেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার দায়ে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছি।

রাজনীতির সাতকাহন ও জনগণের আর্তনাদআবাসন কম্পানিটি ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব একটি সার্ভিস কম্পানিকে দিয়েছে। সেই কম্পানির পাঁচজন নর-নারী তাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচজনের মধ্যে দুজন নারীকর্মী নিকটবর্তী বসুমতি এলাকায় থাকেন এবং সেখান থেকে এসে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বাকি তিনজন ভবনেই থাকেন এবং নিজেরা রান্নাবান্না করে খান।

তাঁরা যখন আমাদের ভবনে প্রথম রান্নাবান্না শুরু করেছিলেন তখন তাঁদের কম্পানির পক্ষ থেকে একটি গ্যাস সিলিন্ডার কিনে দেওয়া হয়েছিল, যা গত দেড় মাস আগে তাঁরা দুই হাজার টাকা দিয়ে রিফিল করেছিলেন। তিন-চার দিন আগে তাঁদের সিলিন্ডারের গ্যাস শেষ হয়ে যায়। প্রথমত, তাঁরা শত চেষ্টা করেও রিফিল করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, রিফিল করতে চার হাজার ২০০ টাকা লাগবে এই কথা শুনে তাঁদের ঘুম হারাম হয়ে যায়।

বিষয়টি তাঁরা কম্পানিকে জানান।

কম্পানি আবার আবাসন কম্পানিকে জানায়, কিন্তু দরিদ্র দারোয়ান ও কেয়ারটেকারদের গ্যাস সিলিন্ডার কেনার বাড়তি পয়সা দেওয়া অথবা সিলিন্ডার জোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব কেউ নিতে চান না। অধিকন্তু মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যেভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজনের পকেট শূন্য থাকে সেভাবে আমাদের ভবনের সাহায্যকারীদের পকেটও শূন্য। এ অবস্থায় তাঁরা দুদিন অভুক্ত থেকে ভবনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। উল্লিখিত ঘটনাটি আমার স্ত্রী যখন জানতে পারেন তখন তাদেরকে আমাদের বাসায় খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। নতুন এলাকার বাসিন্দা হওয়ার কারণে গৃহকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন খণ্ডকালীন বুয়া ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারী পাওয়া যাচ্ছে না-অথচ দুজন ড্রাইভার, তিনজন নিরাপত্তাকর্মী, একজন নার্স এবং পরিবারের ছয়জনসহ মোট ১২ জন মানুষের তিন বেলার আহার আয়োজন করতে গিয়ে আমার গৃহিণীকে যে কী পরিমাণ ধকল নিতে হচ্ছে তার দায় আমি কার ওপর দেব?

ঢাকা শহরে আমার ঘরসংসারের বয়স চল্লিশ বছরেরও বেশি। গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে অন্য সবার মতো ঢাকা শহরে আমার ঘরসংসার শুরুর প্রথম দিনগুলো রায় বাহাদুর কিংবা খানবাহাদুরদের মতো ছিল না। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মেহনত, লড়াই-সংগ্রাম, সফলতা, ব্যর্থতা এবং অর্জনের

> **তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করা হলো, ফ্লাইওভারে কয়টি লেন? তিনি যখন জানালেন, একদিকে দুটো করে মোট চারটি লেন। তাঁর জবাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বললেন, ওখানে হিউজ ট্রাফিক জ্যাম। কাজেই চার লেন নয়, মোট ছয় লেন হবে। এরপর তিনি ফাইল তলব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোককে বললেন, যাও ছয় লেনের ফ্লাইওভার তৈরি করার নকশা প্রস্তুত করো**

অভিজ্ঞতার আলোকে যদি অতীত নিয়ে চিন্তা করি, তবে দেখতে পাই যে চলমান সময়ের মতো এত দুর্বোধ্য, এত অনিশ্চয়তা, এত হাহাকার, অভাব-অভিযোগ, সন্ত্রাস, ভয়, আতঙ্ক ইত্যাদি অতীতে ছিল না। আমার পেশাগত বৈচিত্র্যের কারণে বাংলাদেশকে যেভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে তেমনি পৃথিবীর গত চার দশকের পরিবর্তন বিবর্তন ইত্যাদি দেখারও সুযোগ হয়েছে। খুব কাছে থেকে রাজা-উজির, হাতি-ঘোড়া, পাইক-পেয়াদা, কোতোয়াল-জল্লাদদের দেখেছি। কিন্তু চলমান সময়ের মতো আলুভর্তা মার্কা বিধি-ব্যবস্থা, নিয়ম-কানুন, হাঁকডাক ইত্যাদি দেখিনি।

আমার পেশাগত পথ চলা শুরু হয় এরশাদ জামানার মাঝামাঝি সময়, অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে যখন বাংলাদেশের সব কিছু নতুন করে ট্রান্সফর্মেশন হচ্ছিল। রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, কবিতা, রাষ্ট্রীয় শ্রেণিচরিত্র, আমলাতন্ত্রসহ আন্ডার ওয়ার্ল্ড বা অন্ধকার জগতের কারসাজির বনিয়াদ ওই সময়টিতে শুরু হয়েছিল। একদিকে নিত্যনতুন কাপোরেট হাউস, অন্যদিকে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কারওয়ান বাজারের চাঁদাবাজি, টানবাজারের পতিতাবৃত্তি, ধনীদের ক্লাবে মদ-জুয়ার আড্ডা, সংঘবদ্ধ চোরাচালানি, বিদেশে অর্থপাচার, রাজপথে গণতন্ত্রের আন্দোলন, বাংলাবাজারে সাহিত্য এবং প্রকাশনার রমরমা ব্যবসা। সারা দেশে কবি, গীতিকবি, জারি-সারি, যাত্রাপালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের দাপটের মধ্যেও জনজীবনে প্রাণের স্পন্দন ছিল। মানুষ টের পেত কখন বসন্ত আসছে। কিংবা রাতে ঘুমানোর আগে পরবর্তী দিবসের জন্য সুন্দর একটি স্বপ্ন চোখের পাতার ওপর বসিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার জীবনচক্র মানুষকে নতুনভাবে বাঁচাতে শেখাত।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন রহিমআফরোজ কম্পানি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বপ্ন দেখাত। প্রতিটি মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি, অর্থবিত্ত, শক্তি-সামর্থত, শ্রম-ঘাম এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে শরিক হতো। প্রাইভেট সেক্টরের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমলাতন্ত্রের কার্যক্রম, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতার এক অপূর্ব সেতুবন্ধের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ২০০৯ সালে কেমন ছিল তার একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আজকের নিবন্ধ শেষ করব।

ঘটনার দিন হোটেল সোনারগাঁওয়ের লবিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হলো। বাংলাদেশের শীর্ষ কনস্ট্রাকশন কম্পানি আব্দুল মোনেম লিঃ-এর কর্ণধার জনাব মোনেমের জ্যেষ্ঠ সন্তান সেদিন আমাকে দেখেই দৌড়ে এলেন। তিনি আমাকে অবাক করা যে তথ্যটি সেদিন জানালেন, তা শুনে আমি নিজেও হতবাক হয়ে গেলাম। তিনি জানালেন যে নেহাত সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, রাষ্ট্রের কী কী কাজ করছ। ভদ্রলোক প্রকল্পগুলোর নাম বলতে গিয়ে হোটেল র্যাডিসনের কাছাকাছি নির্মিতব্য ক্যান্টনমেন্ট রেলক্রসিং ফ্লাইওভার প্রকল্পটির কথা বললেন। তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করা হলো, ফ্লাইওভারে কয়টি লেন? তিনি যখন জানালেন, একদিকে দুটো করে মোট চারটি লেন। তাঁর জবাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বললেন, ওখানে হিউজ ট্রাফিক জ্যাম। কাজেই চার লেন নয়, মোট ছয় লেন হবে। এরপর তিনি ফাইল তলব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোককে বললেন, যাও ছয় লেনের ফ্লাইওভার তৈরি করার নকশা প্রস্তুত করো।

উল্লিখিত ঘটনার মতো অসংখ্য ঘটনা এরশাদ জামানা এবং বেগম জিয়ার আমলেও ঘটেছে, কিন্তু গত সতেরো মাসে কী ঘটেছে তার কাহিনি আমি জানি না। আমি যা জানি তা হলো, কোনো নতুন প্রকল্প তো দূরের কথা, ধোয়ামোছা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলোও ঠিকমতো হয়নি। উল্টো শুধু বিদ্যুৎ বিভাগে যে লোকসান হয়েছে তা দিয়ে আরেকটি পদ্মা সেতু তৈরি করা যেত। অন্যদিকে গত কয়েক মাসে এলপিজি সিলিন্ডার গ্যাসের জোগান, সরবরাহ ও মূল্যবৃদ্ধিজনিত সমস্যার কারণে জনদুর্ভোগ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার ছোট একটি ঘটনায় আমাদের আবাসস্থলে তিনজন দরিদ্র ও অভাবী মানুষকে দুদিন অভুক্ত থাকার যে দৃষ্টান্ত আমি নিজ চোখে দেখলাম, তা অতীতে কোনো জামানায় দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি।

সিলেটের ১৯ আসনে কে পেলেন কোন প্রতীক

সিলেট অফিস : উৎসবমুখর পরিবেশে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সারাদেশের ন্যায় বুধবার সিলেট বিভাগের ১৯টি সংসদীয় আসনের ১০২ প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ করেছে নির্বাচন কমিশন(ইসি)। সংশ্লিষ্ট জেলার রির্টানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এই প্রতীক বরাদ্দ দেন। প্রতীক বরাদ্দের মধ্য দিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনি ট্রেনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। ফলে বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করতে যাচ্ছেন প্রার্থীরা।

তথ্য মতে, সিলেট বিভাগের ১৯টি সংসদীয় আসনে মোট ১০২ জন সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। এর মধ্যে সিলেট জেলার ৬টি আসনে ৩২জন, মৌলভীবাজার জেলার ৪টি আসনে ২৩ জন, হবিগঞ্জ জেলার ৪টি আসনে ২৪ জন ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি আসনে ২৩ জন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন।

সিলেট জেলার ৬ আসনে ৩২ জন প্রার্থী: সিলেট জেলার ৬টি সংসদীয় আসনে গতকাল বুধবার দুপুরে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেন জেলা রির্টানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। ৬টি আসনের প্রার্থীরা হলেন, সিলেট-১ আসনে জামায়াতের মাওলানা হাবিবুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা), বিএনপির খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির (ধানের শীষ), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (কাস্তে), বাসদের প্রণব জ্যোতি পাল (মই), ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের শামীম মিয়া (আপেল), গণ অধিকার পরিষদের আকমল হোসেন (ট্রাক), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাহমুদুল হাসান (হাতপাখা) এবং বাসদ (মার্কসবাদী) সঞ্জয় কান্তি দাস (কাঁচি) প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। সিলেট-২ আসনে বিএনপির তাহসিনা রুশদী লুনা (ধানের শীষ), গণফোরামের মুজিবুর হক (উদীয়মান সূর্য), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির উদ্দিন (হাতপাখা), খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ মুনতাসির আলী (দেওয়াল ঘড়ি) ও জাতীয় পার্টির মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (লাঙ্গল) প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। সিলেট-৩ আসনে বিএনপির আব্দুল মালিক (ধানের শীষ), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আনওয়ারুল হক (হাতপাখা), জাতীয় পার্টির আতিকুর রহমান (লাঙ্গল), স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তাকিম রাজা (ফুটবল), খেলাফত মজলিসের মুসলেহ উদ্দিন রাজু (রিকশা) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাইনুল বাকর (কম্পিউটার) প্রতীক পেয়েছেন। সিলেট-৪ আসনে বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী (ধানের শীষ), জামায়াতের জয়নাল আবেদীন (দাঁড়িপাল্লা), জাতীয় পার্টির মুজিবুর রহমান (লাঙ্গল), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা সাঈদ আহমদ (হাতপাখা) ও গণ অধিকার পরিষদের জহিরুল ইসলাম (ট্রাক) প্রতীক পেয়েছেন। সিলেট-৫ আসনে জমিয়ত উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের উবায়দুল্লাহ ফারুক (খেজুর গাছ), স্বতন্ত্র প্রার্থী মামুনুর রশীদ (ফুটবল), খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আবুল হাসান (দেওয়াল ঘড়ি) ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগের বিলাল হোসেন (হারিকেন) প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। সিলেট-৬ আসনে বিএনপির এমরান আহমদ চৌধুরী (ধানের শীষ), গণ অধিকার পরিষদের জাহিদুর রহমান (ট্রাক), জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আব্দুন নূর (লাঙ্গল) ও জামায়াতের মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন (দাঁড়িপাল্লা) প্রতীক পেয়েছেন।

মৌলভীবাজারের ৪ আসনে ২৩ প্রার্থী : আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজারের ৪টি আসনের ২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে মৌলভীবাজার জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন। মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা-জুড়ি) আসনে বিএনপির নাসির উদ্দিন আহমেদ (ধানের শীষ), জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা), জাতীয় পার্টির আহমেদ রিয়াজ উদ্দিন (লাঙল), গণঅধিকার পরিষদের মো. আব্দুন নুর (ট্রাক), গণফ্রন্টের মো. শরিফুল ইসলাম (মাছ) ও স্বতন্ত্র হিসেবে বেলাল আহমদ (কাপ-পিরিচ) প্রতীক পেয়েছেন। মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনে বিএনপির মো. শওকতুল ইসলাম (ধানের শীষ), জামায়াতে ইসলামীর মো. সায়েদ আলী (দাঁড়িপাল্লা), স্বতন্ত্র প্রার্থী নওয়াব আলী আব্বাছ খান (ফুটবল), জাতীয় পার্টির মো. আব্দুল মালিক (লাঙল), স্বতন্ত্র প্রার্থী ফজলুল হক খান (কাপ-পিরিচ), স্বতন্ত্র প্রার্থী এম জিমিউর রহমান (ঘোড়া), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুল কুদ্দুস (হাতপাখা) এবং বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের সাদিয়া নোশিন তাসনিম চৌধুরী (কাঁচি) প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। মৌলভীবাজার-৩ (সদর-রাজনগর) আসনে বিএনপির এম নাসের রহমান (ধানের শীষ), জামায়াতে ইসলামীর মো. আব্দুল মান্নান (দাঁড়িপাল্লা), খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলাল (দেয়াল ঘড়ি) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির জহর লাল দত্ত (কাস্তে) প্রতীক পেয়েছেন। মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ) আসনে বিএনপির মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী (ধানের শীষ), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী শেখ নুরে আলম হামিদী (রিকশা), জাতীয় নাগরিক পার্টি ও ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী দাবিদার প্রীতম দাস (শাপলা কলি), বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহসিন মিয়া মধু (ফুটবল), জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ জরিফ হোসেন (লাঙল) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) মো. আবুল হাসান (মই) মার্কা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়বেন।

হবিগঞ্জের ৪টি আসনে ২৪ জন প্রার্থী : হবিগঞ্জের ৪টি আসনে মোট ২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন। প্রতীক পাওয়া প্রার্থীরা হলেন- হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. রেজা কিবরিয়া (ধানের শীষ), স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ সুজাত মিয়া (ঘোড়া), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রিকশা), ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের প্রার্থী মোহাম্মদ বদরুর রেজা (চেয়ার), জাতীয় সমাজ তান্ত্রিকদল বাসদ এর প্রার্থী কাজী তোফায়েল আহমেদ মোটরগাড়ি (কার)। হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ডা. আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (ধানের শীষ), খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আব্দুল বাছিত আজাদ (দেওয়াল ঘড়ি), স্বতন্ত্র প্রার্থী সাংবাদিক আফছার আহমেদ (ফুটবল), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ-এর প্রার্থী লুকমান আহমদে তালুকদার (মই), জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী (লাঙ্গল)। হবিগঞ্জ-৩ (সদর, শায়েস্তাগঞ্জ ও লাখাই) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব জি কে গউছ (ধানের শীষ), জামায়াতে ইসলামির প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি কাজী মহসিন আহমেদ (দাড়িপাল্লা), ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মহিব উদ্দিন আহমেদ সোহেল (হাতপাখা), জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল মুমিন চৌধুরী (লাঙ্গল), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের প্রার্থী শাহিনুর রহমান (ছড়ি), বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্টের প্রার্থী এসএম সরওয়ার (মোমবাতি)। হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সৈয়দ ফয়সল (ধানের শীষ), স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চৌধুরী (বিদ্রোহী) (ঘোড়া), বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্টের প্রার্থী মো. গিয়াস উদ্দিন (মোমবাতি), খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আহমদ আব্দুল কাদের (দেওয়াল ঘরি), বাংলাদেশ মুসলিম লীগের প্রার্থী শাহ মো. আল আমিন (হারিকেন), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ-এর প্রার্থী মুজিবুর রহমান (মই), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের প্রার্থী রাশেদুল ইসলাম খোকন (ছড়ি) ও ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের প্রার্থী রেজাউল মোস্তফা (আপেল)।

সুনামগঞ্জের ৫টি আসনে ২৩ জন প্রার্থী : সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি সংসদীয় আসনে ২৩ জন প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় লো প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ ঘোষণা করেন। সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান কামরুল (ধানের শীষ), জামায়াত মনোনীত প্রার্থী তোফায়েল আহমদ (দাঁড়িপাল্লা), বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মাওলানা মুজাম্মিল হক তালুকদার (বই), সুনামগঞ্জ-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. নাছির চৌধুরী (ধানের শীষ), জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ শিশির মনির (দাঁড়িপাল্লা), কমিউনিস্ট পার্টির নিরঞ্জন দাস (কাস্তে), সুনামগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ কয়ছর আহমদ (ধানের শীষ), মোহাম্মদ শাহীনুর পাশা চৌধুরী (রিকশা), স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আনোয়ার হোসেন (তালা), স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মাহফুজুর রহমান খালেদ তুষার (টেবিল ঘড়ি), খেলাফত মজলিস মনোনীত শেখ মুশতাক আহমদ (দেওয়াল ঘড়ি), এবি পার্টির মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ তালহা আলম (ঈগল), স্বতন্ত্র প্রার্থী হুসাইন আহমদ (ফুটবল), সুনামগঞ্জ-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জয়নুল জাকেরিন (মোটর সাইকেল), বিএনপি মনোনীত নূরুল ইসলাম (ধানের শীষ), জাতীয় পার্টির নাজমুল হুদা (লাঙ্গল), জামায়াত মনোনীত মো. সামছ উদ্দিন (দাঁড়িপাল্লা), ইসলামী আন্দোলনের শহিদুল ইসলাম (হাতপাখা), সুনামগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন (ধানের শীষ), জামায়াত মনোনীত আবু তাহির মুহাম্মদ আব্দুস সালাম (দাঁড়িপাল্লা), খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আব্দুল কাদির (দেওয়াল ঘড়ি), জাতীয় পার্টির জাহাঙ্গীর আলম (লাঙ্গল) ও এনপিপির মো. আজিজুল হক (আম) প্রতীক পেয়েছেন।

জাতীয় নির্বাচনের আগে শাকসু না হলে শাবিতে কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা

সিলেট অফিস : জাতীয় নির্বাচনের আগে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে এই ঘোষণা দেন তারা। এর আগে টানা বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচির পর মঙ্গলবার রাত থেকে পৃথক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেছেন। চেম্বার জজ আদালত শাকসু নির্বাচনের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তারা একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেবেন না বলে ঘোষণা দেন তারা।

স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২১ দিনের মধ্যে যেহেতু অন্য নির্বাচনের অনুমোদন নেই, তাই আমরা চাই যেন হাইকোর্ট শাকসু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেই বিধান বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত রাখবে। আমাদের নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করা হয়েছে অনেক আগেই। তাই আমরা যেকোনো মূল্য শাকসু চাই। কারো চাপ আমরা মেনে নেব না। জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে যদি শাকসু না দেওয়া হয়, তাহলে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী দেলোয়ার হাসান শিশির বলেন, গতকাল (মঙ্গলবার) আমাদের ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটি দলের প্ররোচনায় দুজন প্রার্থী ও একজন ভোটার হাইকোর্টে রিট করেন। এর ফলে প্রায় ৯ হাজার শিক্ষার্থীর গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা জোরালোভাবে দাবি জানাচ্ছি, হাইকোর্ট যেন অনতিবিলম্বে শিক্ষার্থীদের পক্ষে রায় দেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষে রায় না এলে ক্যাম্পাসে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করা হবে। শাকসু নির্বাচন শিক্ষার্থীদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এ অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

উল্লেখ্য, সবকিছু ঠিক থাকলে ২০ জানুয়ারি দীর্ঘ ২৮ বছর পরে শাকসু নির্বাচন হতো। কিন্তু, রোববার শাকসু নির্বাচনের এক স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর হাইকোর্টে রিট ও ছাত্রদলের ইসি ঘেরাও কর্মসূচির কারণে শঙ্কায় পড়ে এই নির্বাচন। এই সংবাদ শুনেই আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। পরে সোমবার বেলা ২ টায় হাইকোর্টের রিটে নির্বাচন ৪ সপ্তাহের জন্য স্থগিত হলে শিক্ষার্থীরা সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন। আর তার ২ ঘণ্টা আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা মেরে ভিসি, প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রারকে রাত ১ টা পর্যন্ত প্রায় ১৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন।

মওলানা ভাসানীর সংস্কৃতি দর্শন

আবদুল হাই শিকদার

সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চিরকালের লড়াকু নায়ক মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র জাতীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, তথা পরিবর্তনের কথা ভাবতেন। মওলানা বিশ্বাস করতেন, এই ঘুণেধরা সমাজ বদলানোর জন্য দরকার ব্যাপক গভীর সাংস্কৃতিক বিপ্লব। নিজ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে দরকার নিজস্ব সংস্কৃতির নিরলস চর্চা, বিকাশ ও সম্প্রসারণ। নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে তিনি বুঝতেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি, মাটির সংস্কৃতি। কৃত্রিমতার বাইরে যে আবহমান বাংলাদেশ তার অন্তরঙ্গ ও বহিরাঙ্গে প্রাণপঙ্কের মতো মিশে যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি।

ষাটের দশকে চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল নিজ দেশের কায়েমি স্বার্থের অচলায়তনের ভিত বিনষ্টে এগিয়ে যেতে। তার কাছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রতিভাত হয়েছিল বড় ধরনের হাতিয়ার হিসাবে :

'আর এই বিপ্লব মানুষকে লইয়া মানুষের জন্যই অনুষ্ঠিত হইবে।'

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে জরুরি কথা নিবন্ধে তিনি লেখেন:

'যে মানুষের জন্য এই বিপ্লব করা হয়, তাহারা কে?'

নিজেই উত্তর দিয়েছেন :

'তাহারা হইতেছে দেশের জনসাধারণ, যাহারা সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষিত ও নিগৃহীত হইতেছে। এই শোষণের অবসান ঘটাইয়া সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা কায়েম করিবার প্রাথমিক স্তর হিসাবে দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন।'

দেখা যাচ্ছে, মওলানা ভাসানীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল কথা সব ধরনের শোষণ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা। সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ে তোলা। এই কর্মকাণ্ড তার কাছে কখনো সামাজিক বিপ্লব, কখনো ইসলামি সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ফলে নাগরিক পরগাছা শ্রেণিভুক্ত বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে উদাসীন কেতাবি কমিউনিস্টরা অংশ নেয়নি এই প্রক্রিয়ায়। আর এ প্রক্রিয়ারই অংশ ছিল মওলানার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা, দর্শন, মহীপুরের 'হক্কুল এবাদ মিশন'। গড়ে তোলেন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, চিত্তরঞ্জন একাডেমী, নজরুল সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র।

কেউ যদি এ কথা ভেবে বসেন বা চিন্তা করেন, সামাজিক বিপ্লবই মওলানার একমাত্র উদ্দীপনা সৃষ্টির কেন্দ্র, তাহলে ভুল হবে। কারণ সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার যে সংস্কৃতি, এ দর্শনে মওলানা তার আসামজীবন থেকেই কাজ করে গেছেন নিরলস। বিভাগ-পূর্বকালে তিনি যখন বাংলা-আসাম সাহিত্য সম্মেলন করেছিলেন, তখনো তা ছিল তার সাংস্কৃতিক দীক্ষারই একটা দিক। পরবর্তীকালে এ ধারা তিনি অব্যাহত রাখেন। আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সব ধারাই বারবার আন্দোলিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে তার দ্বারা। একদিকে তার প্রতিটি সভা-সেমিনার, সম্মেলনের অত্যাবশ্যকীয় অংশ ছিল মেহনতি জনগণের উপস্থাপিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা, অন্যদিকে প্রচলিত ধারার লেখক না হয়েও তিনিই হয়ে উঠলেন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী ধারার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক এবং চালিকাশক্তি। অনুপ্রেরণার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমাদের দেশের সব কৃতী লেখক, কবি ও শিল্পী মওলানার অনুসারী হয়ে পড়েছেন।

মওলানার সাহিত্যপ্রেমও অতুলনীয়। দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছেন, ডেকেছেন, দেখেছেন অন্য অনেকের মতো বুদ্ধিজীবীদের, কবি-সাহিত্যিকদের, বিদেশি বার্ট্রান্ড রাসেল থেকে শুরু করে মাদাম রেম, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত, মনিকা ফিল্টন, মূলক রাজ আনন্দ, কাজী আবদুল ওদুদ, কুয়োমোজো, ইলিয়া ইরেন বুর্গ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ূন কবির, মফিজ উদ্দিন হাজারিকা থেকে শুরু করে দেশের তরুণতম কবি-লেখকও বারবার ছুটে গেছেন তার সান্নিধ্যে। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ভাষা আন্দোলন, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বারবার তিনি টেনে নিয়ে গেছেন স্বজনের শ্যামল উঠানে। সেজন্য এ কথা খুব বেশি বলা হয় না, আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন যতবার আমরা পর্যালোচনা করব, ততবারই স্বভাবসুলভ উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করবেন তিনি এ অঙ্গনকেও।

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন তো বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা এবং ইতিহাসই পালটে দেয়। রাজনৈতিক সম্মেলনের পাশে এ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মওলানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সংগীত সম্রাট আব্বাস উদ্দীন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিক্ষাচার্য ড. শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেনের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বরা। সারা দেশের কয়েকশ বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি এতে অংশ নেন। এ বুদ্ধিচর্চার পাশাপাশি আসন নিলেন আমাদের লোকসংস্কৃতির কৃতী পুরুষরা। রমেশ শীল থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন এ কাতারে। পরিবেশিত হয় বাউল, জারি, সারি, যাত্রাপালা, লাঠিখেলা ইত্যাদি।

মওলানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরের জনগণকে সামগ্রিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেবক, সেবিকা, কর্মী গড়ে তোলার দিকেও মনোযোগ দেন। মহীপুরের হক্কুল এবাদ মিশন থেকেই তাই তো শুরু করেন তার বিখ্যাত 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর কাজ। 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে জরুরি কথা' নিবন্ধটিতে ধরে রেখেছেন তার এ ক্ষেত্রের চিন্তাধারা। এ নিবন্ধে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের কর্মতৎপরতার ওপরই সাফল্য নির্ভর করছে-এ কথা বলছেন মওলানা। অর্থাৎ কোনো অবস্থায়ই ব্যর্থতার দায় জনগণের ওপর বর্তায় না। কর্মীদের ঔদ্ধত্য ও একগুঁয়েমি বিপ্লবের ব্যর্থতা ডেকে আনবে। মওলানা বিশ্বাস করেন :

'সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক যুগান্তকারী নতুন জীবনের দিশারি কর্মপন্থা।'

মওলানা লেখেন :

'সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করিবেন কাহারা? সাংস্কৃতিক বিপ্লব বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার প্রাথমিক দায়িত্ব কাহাদের? ইহার পরিচালনা এবং ইহাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব হইতেছে এই মহান বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকা ও কর্মীবৃন্দের।'

মওলানা মনে করেন, অংশগ্রহণকারীদের কর্মতৎপরতার ওপর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে। সুতরাং :

'এই মহান বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবে একটি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা কায়েমের পূর্বাভাস, তাহা জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিবার কঠিন দায়িত্ব বিপ্লবী কর্মীরা পালন করিবে।'

কর্মীদের কাজের ধরন কেমন হবে, পরিচালিত হবে কীভাবে, তা নিয়েও ভেবেছেন এই মহান মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক পুরুষ। এই প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন :

'কর্মীরা নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের জীবনের সাথে মিশিয়া তাহাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলিও তুলিয়া ধরিবে এবং উহা সমাধানের জন্য আন্দোলন করিবে। জনসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনা করিতে হইবে, তাহাদের কথা শুনিতে হইবে। এই ধরনের আলাপ-আলোচনা হইতেই কর্মীরা তাহাদের কাজের শক্তি পাইবে। মনে রাখিতে হইবে, জনসাধারণ তাহাদের সমস্যার কথা কর্মীদের চাইতে ভালোভাবে বুঝেন, কারণ তাহারাই এই সমস্যায় জর্জরিত। কর্মীরা যেন সব জান্তার ভাব লইয়া জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা না বলে, তাহা হইলে কর্মীরা জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করিবে এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপূরণীয় ক্ষতি করিবে। কর্মীরা বিনয়, সহানুভূতি ও ধৈর্য্যের সঙ্গে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনিয়া, পরে কী করণীয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। ঔদ্ধত্য ও একগুঁয়েমি বিপ্লবের ব্যর্থতা ডাকিয়া আনিবে।'

এই স্বাপ্নিক মহাপুরুষের ভাবনায় যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, তা কোনো সংস্কারমূলক কাজ ছিল না। তিনি জানতেন, সমাজের শোষণব্যবস্থার কাঠামো অটুট রেখে কেবল বাইরের দিকটা সংস্কার করলে দেশের মুক্তি হবে না।

এজন্যই :

'সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গতি প্রবাহিত হইবে।'

মজলুম জননেতার চিন্তাকাশের সবটুকুই জুড়ে ছিল দেশের কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের মঙ্গল কথা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মানচিত্র আঁকতে গিয়েও তিনি এ ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সজাগ।

তিনি লেখেন :

'স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের আর একটি বড় দায়িত্ব হইতেছে কৃষক জনসাধারণকে তাহার অধিকার সম্পর্কে আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রমেই সচেতন করিয়া তোলা। দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণহীন, সম্পদময় সুখী জীবন কৃষকের এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্মগত অধিকার। এই অধিকার হইতে যাহারা তাহাদের বঞ্চিত রাখিতেছে, তাহারাই হইতেছে অত্যাচারী শোষক শ্রেণির লোক। ইহাদের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি লইয়া সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালু রাখিতে হইবে।'

তাঁর মতে :

'দীর্ঘদিনের অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনার ফলে কৃষক জনসাধারণ ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদের অধিকার সম্পর্কে অবচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা একটি মারাত্মক অবস্থা। এই অবস্থার সুযোগে শোষক শ্রেণীগুলি নানারূপ ছোটখাটো সংস্কারমূলক ব্যবস্থার দ্বারা কৃষক আন্দোলনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টা করিবে। কৃষক সাধারণকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সমাজতান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থাই কেবলমাত্র তাহাদের সকল দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ অবসান ঘটাইবে আর কোনো ব্যবস্থাই কৃষক জীবনে উন্নয়ন ও প্রাচুর্য্যের ছোঁয়া আনিতে পারিবে না। সাংস্কৃতিক আন্দোলন জনজীবনে এক নতুন আশার সঞ্চার করিবে।'

মওলানার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল :

'সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণহীন, মহান সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। এই লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চলিতে থাকবে।'

এই জন্যেই :

'স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কোনো কারিগরি বিদ্যা, শিক্ষকতা, হাতের কাজ, যেমন কাঠমিস্ত্রির কাজ, লোহার কাজ, কামারের কাজ, নতুন ধরনের ঘর বাঁধার কাজ, রাস্তাঘাট নির্মাণের ও মেরামতের কাজ, টিউবওয়েল ও অন্যান্য মেশিনপত্র, যাহা গ্রামাঞ্চলে ব্যবহার করা হয়, তাহা মেরামত করার কাজ, মৎস্য চাষের কাজ, গ্রামের শিশু ও নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষাদানের কাজ, সেলাই, পশুপালন ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষার কাজ ইত্যাদি শিক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিবে।'

কারণ : 'সত্যিকার কাজের লোককে জনসাধারণ ভালোবাসেন। বাকসর্বস্ব ব্যক্তি বিপ্লবের পিঠে বোঝা।'

কর্মীদের দায়িত্ব ও কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জরুরি কথায় তিনি বলেছেন :

'কর্মীরা নিজেদের সংঘবদ্ধ করিবে। নিজেদের মধ্যে স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় ও সেই সম্পর্কে কর্মসূচি লইয়া আলাপ-আলোচনা করিবে। তারপর সাত দিনের একটি কর্মসূচি বা প্রোগ্রাম লইয়া ঐ প্রোগ্রাম কার্য্যে পরিণত করার জন্য আগাইয়া যাইবে। সুবিধা অনুযায়ী তিন দিন, সাত দিন, দশ দিন, পনেরো দিন এইভাবে কর্মসূচি বা প্রোগ্রাম করা উচিত। সময় নির্দিষ্ট করিয়া প্রোগ্রাম করিলে ওই প্রোগ্রাম শেষ করিবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হইলে ভুলত্রুটি কোথায় ছিল, তাহা আলোচনার মাধ্যমে শুধরিয়া লওয়া যায়। অনির্দিষ্টকালের প্রোগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে শেষ হয় না এবং উহার ফলে কর্মী ও জনমনে হতাশা দেখা দেয়।'

মওলানা মনে করতেন, কাজ ও কাজ সম্পাদন করার সময় আগেই নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত। তার মতে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারলে কৃষক ও কর্মী উভয়পক্ষই বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠবে।

এই কর্মবীর মনে করেন, কোনো কর্মীই সত্যিকার কর্মী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে জনসাধারণকে প্রকৃত সেবা করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে।

কোনো কাজ স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা ভালোভাবে না করতে পারলে সে বা তারা জনসাধারণের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে আর জনসেবক থাকে না। সুতরাং, হাতের কাজ ভালোভাবে করার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যে যোগ্য, দক্ষ, সৎ, বিনয়ী, কর্মঠ, ধৈর্যশীল, সচ্চরিত্র, নির্ভীক, বুদ্ধিমান ও সাহসী কর্মী দরকার, তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। আর তাই তার সাংস্কৃতিক চিন্তার বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে কর্মী ও কর্মীদের করণীয় সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা।

তিনি বিশ্বাস করেন :

'স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের আদর্শ কর্মী হইতে হইবে। আদর্শকর্মী তাহারাই-যাহারা জনসাধারণের বিশ্বাস, আস্থা ও সহানুভূতি অর্জন করে। জনসাধারণ দেখিতে চায়, কর্মীরা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতেছে। যে কর্মী তাহার কাজের মধ্যে জনহিতকর কাজের সত্যিকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, সে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সবচাইতে বড় বন্ধু।'

মওলানা জানেন, 'বিপ্লব বিপ্লব করে চিৎকার করলেই বিপ্লব হয় না। জনসাধারণকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত করতে হবে।'

বিপ্লব চরিতার্থ করার জন্য মহান নেতা আহ্বান জানান, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, খাদ্য গ্রহণে, বিলাসিতা বর্জনের। ডাক দেন সহজ-সরল জীবনযাপনের। পিকেটিং করতে বলেন মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের স্থানগুলোতে, জুয়ার আড্ডাসহ অনৈতিক কাজের কেন্দ্রগুলোতে। চোরাচালানি, ঘুসখোর, দুর্নীতিবাজদের প্রতিহত করার চিন্তাও তার ছিল।

তার এ চিন্তাচেতনা বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ হিসাবে, একইসঙ্গে বাংলাদেশের ওপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য সত্তর দশকে গঠন করলেন 'জোয়ান কর্মী শিবির'। সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও পরাজয়ের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষকে হুঁশিয়ার ও সচেতন করে তোলাই হবে যাদের কাজ।

নিজে প্রচলিত অর্থে লেখক ছিলেন না। তবু লিখেছেন। লেখার মর্যাদা তার মতো করে খুব কম নেতাই লিখেছেন। ১০টির মতো গ্রন্থের তিনি জনক।

মওলানাকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস। অঙ্কিত হয়েছে মূল্যবান ছবি। অন্য কথায় আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্য পুরোপুরিই প্রায়, একটা সময় পর্যন্ত আবর্তিত হয়েছে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে অথবা তার আদর্শ নিয়ে। মওলানাকে নিয়ে রাজনৈতিক গ্রন্থাদির সংখ্যাও কম নয়। সর্বোপরি বিশাল গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে যে লাখ লাখ মানুষ বাস করেন, তারা মওলানাকে নিয়ে রচনা করেছেন কিংবদন্তি, অজস্র গান।

বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, বিশেষ করে লোকসংস্কৃতি বিকাশের ও সংরক্ষণের যে তাগিদ মওলানা অনুভব করতেন, তা আমাদের এক অনুপ্রেরণার উৎস। আবার একইসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক লেনদেনের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ আর সাংস্কৃতিক মানবমণ্ডলী গড়ে তোলাও ছিল তার আরেক স্বপ্ন।

১৯৭২ সালে মওলানা বলেন :

১. বাঙালি জাতির জাতীয় সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। জাতীয় সংস্কৃতি যাতে গণমুখী হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে। এ জাতীয় সংস্কৃতি বাংলার গোটা জনগণ, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের সংঘাতময় জীবন ও নিরন্তর শ্রেণি-সংগ্রামের একটা সার্বিক প্রতিফলন হবে।

২. সামন্তবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং গণতান্ত্রিক চরিত্রের নতুন গণসংহতির বিকাশ এবং বিস্তারের জন্য আমাদের জনগণের সৃজনশীল প্রতিভাকে মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের কাজ রাষ্ট্র ও সরকার হাতে নেবে।

Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD

গ্রীনল্যান্ড সঙ্কটে ইউরোপের শিক্ষণীয় কি?

একবিংশ শতাব্দীর ভূ-রাজনীতিতে আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে যুক্তিবাদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের চাইতে 'লেনদেনভিত্তিক কূটনীতি' (Transactional Diplomacy) এবং গায়ের জোরেই প্রধান হয়ে উঠছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তন এবং গ্রীনল্যান্ড দখলের জেদ কেবল একটি দ্বীপের মালিকানা পরিবর্তনের দাবি নয়, এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর লিবারেল ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা বিশ্ব ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়ার এক মহড়া। এ পরিস্থিতি যে আটলান্টিক মহাসাগরের দুই তীরের বন্ধুত্বকে খাদের কিনারায় নিয়ে এসেছে তা-ই নয়, এ যেন বিশ্ব অর্থনীতির জন্যে এক অশনি সংকেত। শুধু তাই নয়, unpredictable ট্রাম্পের হুমকি বা আশ্বাস কোনো কিছুর উপরই ভরসা করা যায়না।

ভূ-রাজনীতির নতুন নাট্যমঞ্চ গ্রীনল্যান্ড কেন? বরফে ঢাকা একটি দ্বীপের জন্যে ট্রাম্প কেন নিজের দীর্ঘদিনের মিত্রদের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধে জড়াতে চাইছেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দু'টি শব্দের মধ্যে: সম্পদ ও নজরদারি। আর্কটিক অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বরফ গলছে। ফলে উন্মুক্ত হচ্ছে বিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ সম্পদ (Rare-earth metals) এবং লিথিয়ামের ভাণ্ডার যা বর্তমানের চিপ-যুদ্ধ (chip war) এবং সবুজ শক্তি বিপ্লবের প্রধান জ্বালানি। আধুনিক সভ্যতার প্রতিটি ইঞ্চি চিপের ওপর নির্ভরশীল। আপনার স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, গাড়ি থেকে শুরু ক'রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সুপারকম্পিউটার এবং অত্যাধুনিক মিসাইল বা যুদ্ধবিমানের চালিকাশক্তি হলো এই ক্ষুদ্র চিপ। এছাড়া ভৌগোলিকভাবে গ্রীনল্যান্ড হলো উত্তর মেরুর এমন এক 'ওয়াচ টাওয়ার', যেখান থেকে রাশিয়া ও চীনের ওপর সরাসরি নজরদারি সম্ভব। তাই ট্রাম্পের কাছে গ্রীনল্যান্ড কোনো দেশ নয়, এটি একটি অতিকায় 'রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট' যা যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সামরিক এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত করবে।

আমরা দেখে আসছি ট্রাম্পের কূটনীতির ষ্টাইল সবসময়ই 'বুলিং' বা ভয় দেখানোর ওপর ভিত্তি করে চলে। কারো সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার আগেই তাঁকে বুলি ক'রে তারপর আলোচনার টেবিলে বসেন। ডেনমার্ক যখন গ্রীনল্যান্ড বিক্রির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, ট্রাম্প তখন তাঁর সবচাইতে প্রিয় অস্ত্রটি বের করেছেন - শুল্ক বা ট্যারিফ। ট্রাম্পের কাছে শুল্কই যুদ্ধের হাতিয়ার। ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ডেনমার্ক, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি সহ আটটি ইউরোপীয় দেশের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। কতটুকু শুল্ক আরোপ করবেন বা আদৌ করে কিনা সেটা পরের কথা, তবে ইউরোপের সাথে আলোচনায় বসার আগেই তিনি বুলি করছেন পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণে আনতে। এটি ইউরোপকে হাঁটু গেড়ে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করার একটি রণকৌশল। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া ট্রাম্পের চিঠিটি ট্রাম্পের মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটায়। চিঠিতে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার না পাওয়ার ক্ষোভকেও গ্রীনল্যান্ড ইস্যুর সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। এটি আধুনিক ইতিহাসে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের চরম অবমাননা।

কথা হচ্ছে, ইউরোপ কেন ট্রাম্পের এমন অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে একযোগে পালটা আঘাত হানতে পারছে না? ইউরোপের হাতে যে একমাত্র বড় অস্ত্রটি রয়েছে, তা হলো 'অ্যান্টি-কোয়ার্সন ইনস্ট্রুমেন্ট' (ACI)। একে বলা হয় 'ট্রেড বাজুকা'। এটি এমন এক আইনি কাঠামো যা কোনো দেশের অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেইল মোকাবিলা করার জন্য তৈরি। এর মাধ্যমে ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ৯৩ বিলিয়ন ইউরোর পালটা শুল্ক বসাতে পারে। তাত্ত্বিকভাবে এটি মার্কিন টেক জায়ান্টদের ওপর বিশাল জরিমানা বা ইইউ বাজারে তাদের নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দেয়। কিন্তু বাস্তবতার জমিনে এই 'নিউক্লিয়ার অপশন' প্রয়োগ করা হবে একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এর মূল কারণ ইউরোপের 'ডিজিটাল সার্বভৌমত্বহীনতা' বা ইউরোপের 'ডিজিটাল বন্দিদশা'। এ এক অদৃশ্য শৃঙ্খল!

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বৃটেন সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হলেও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কার্যত জিম্মি। গুগলের সার্চ ইঞ্জিন, মেটার সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম), অ্যামাজন এবং মাইক্রোসফটের ক্লাউড কম্পিউটিং ছাড়া ইউরোপের ব্যাংক থেকে শুরু ক'রে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক যোগাযোগ এবং সেইসাথে ইউরোপের ডেটা এবং ক্লাউড অবকাঠামোর প্রায় ৮০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন কোম্পানিগুলোর হাতে। বৃটেনও এর বাইরে নয়, তাদের সরকারি সেবা থেকে শুরু ক'রে গোয়েন্দা কার্যক্রম পর্যন্ত মার্কিন প্রযুক্তির ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। সিলিকন ভ্যালির উপর এই অতি-নির্ভরশীলতা ইউরোপকে একটি 'ভ্যাসাল স্টেট' বা আজ্ঞাবহ অঞ্চলে পরিণত করেছে। ট্রাম্প জানেন, ইউরোপ গর্জাতে পারলেও কামড়াতে পারবে না, কারণ তাদের সমস্ত ডিজিটাল লাইফলাইন ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণে।

ইউরোপ যদি পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মার্কিন কোম্পানিগুলোর ওপর শুল্ক বসায়, তবে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশোধ হিসেবে তাদের সফটওয়্যার আপডেট বা ক্লাউড সার্ভিস বন্ধ করে দিতে পারে। এতে ইউরোপ ও বৃটেনের পুরো প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কাঠামো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অচল হয়ে পড়বে। গুগলের বিকল্প কোনো সার্চ ইঞ্জিন বা অ্যামাজনের বিকল্প কোনো শক্তিশালী ক্লাউড সিস্টেম ইউরোপের কাছে বর্তমানে নেই। বিকল্পহীন এই বাজারে পালটা আঘাত হানলে ইউরোপ নিজের পায়েই কুড়াল মারবে। সে কারণেই কিয়ার স্টার্মার একদিকে ইউরোপীয় সংহতির কথা বললেও, অন্য দিকে মার্কিন টেক বিনিয়োগ হারানোর ভয়ে 'বাজুকা' প্রয়োগে চরম অনীহা প্রকাশ করেছেন। ইউরোপ যতদিন নিজস্ব শক্তিশালী টেক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে পারছে ততদিন তারা অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেইলের পাশাপাশি টেক ব্ল্যাকমেইলিং এর স্বীকার হতে পারে।

বৃটিশ ও ইউরোপীয় নেতারা বুঝতে পারছেন, এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য যুদ্ধ মানেই বিশ্ব বাজারে ধস নামা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়া। জার্মানি ইতোমধ্যে তিন বছর ধরে মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্স এবং বৃটেনের অর্থনীতিও নড়বড়ে। এছাড়া ব্রেক্সিটের পর বৃটেন এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাঝামাঝি এক ভঙ্গুর অবস্থানে। এছাড়া ইইউ-এর অভ্যন্তরেও ফাটল স্পষ্ট। হাঙ্গেরির ভিক্টর অরবান বা স্লোভাকিয়ার রবার্ট ফিতসোর মতো নেতারা ট্রাম্পের সাথে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা করতেই বেশি আগ্রহী। ইউরোপীয় ঐক্যের এই ভাঙন ট্রাম্পকে গ্রীনল্যান্ড অভিযানে আরো সাহসী ক'রে তুলেছে।

ঠিক এই সময়েই ট্রাম্পের গ্রীনল্যান্ড উন্মাদনার পেছনে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং নজর ঘোরানোর কৌশলের মত সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। জেফরি এপস্টাইন মামলার নতুন নথি এবং তার ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারি নিয়ে যখনই যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর সমালোচনা বাড়ে, ট্রাম্প তখনই এমন কোনো বড় ইস্যু সামনে নিয়ে আসেন যা পুরো বিশ্বের নজর ঘুরিয়ে দেয়। 'গ্রীনল্যান্ড দখল' যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্টকে উসকে দেওয়ার এক অব্যর্থ উপায়। তিনি বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করছেন যেন তিনি কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা বাড়াচ্ছেন না, বরং চীন ও রাশিয়ার হাত থেকে উত্তর মেরুকে 'উদ্ধার' করছেন। এর ফলে অভ্যন্তরীণ চাপ থেকে রক্ষা পেয়ে তিনি নিজেকে একজন 'ডিল মেকার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছেন।

তবে শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প গ্রীনল্যান্ড দখল করবেন কিনা, করলে ইউরোপ কি করবে সে বিষয়ে ইউরোপ নিশ্চয়ই ভাবছে। ইউরোপ আত্মসমর্পণ করলে ইউরোপের গণতান্ত্রিক মর্যাদা শেষ হবে, আর পাল্টা লড়াই করলে অর্থনীতি পঙ্গু হবে। আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত হয়তো একটি 'মধ্যপন্থা' বা 'Transactional Deal' খোঁজা হবে। ডেনমার্ক হয়তো সার্বভৌমত্ব ছাড়বে না, কিন্তু তারা গ্রীনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রকে খনি উত্তোলনের একচ্ছত্র অধিকার এবং নতুন সামরিক ঘাঁটি গড়ার অনুমতি দেবে।

কিন্তু এতে কি সমস্যার সমাধান হবে? সম্ভবত না। কারণ ট্রাম্পের এই আচরণ ন্যাটোর (NATO) মতো পুরনো জোটগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা চিরতরে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। যদি একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর মিত্রদের ভূখণ্ড দখলের হুমকি দেন এবং বাণিজ্য দিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করতে চান, তবে ভবিষ্যতে সেই মিত্ররা অন্য কোনো শক্তির (যেমন চীন বা রাশিয়া) দিকে ঝুঁকে পড়বে কি না, তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

ইউরোপের এখন কী করা উচিত? ইউরোপের প্রথম কাজ হওয়া উচিত একটি শক্তিশালী ডিজিটাল প্রাচীর (Firewall) তৈরি করা। চীন যা করেছে নিজেদের ড্যাটা এবং টেক কোম্পানিগুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ইউরোপ যদি গুগল, মেটা বা অ্যামাজনের ওপর নির্ভরশীল না হতো, তবে আজ ইউরোপে ৫০০০ বিলিয়ন ডলারের অন্তত আধা ডজন কোম্পানি থাকত।

> 'ইউরোপের প্রথম কাজ হওয়া উচিত একটি শক্তিশালী ডিজিটাল প্রাচীর (Firewall) তৈরি করা। চীন যা করেছে নিজেদের ড্যাটা এবং টেক কোম্পানিগুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বর্তমান যুগে প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ নিজেদের ড্যাটার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ থাকা।'

গত ৪০ বছর ধরে ইউরোপীয় নেতারা তাঁদের নিজস্ব শিল্প গড়ে তোলার পরিবর্তে নিওলিবারেলিজম বা বাজার অর্থনীতির ওপর অন্ধ বিশ্বাস রেখেছেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র তাদের আজীবন রক্ষা করবে। কিন্তু হুয়াওয়ের সিইও যেমন বলেছিলেন, একটি দেশের যদি নিজস্ব ড্যাটা সুইচ না থাকে, তবে তার সেনাবাহিনী না থাকার মতোই অবস্থা। ইউরোপ আজ প্রযুক্তিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের দাসে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগে প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ নিজেদের ড্যাটার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ থাকা। মনে রাখতে হবে গ্রীনল্যান্ড সংকট কেবল একটি দ্বীপের লড়াই নয়, এটি একটি সতর্কবার্তা, এটি মূলত বদলে যাওয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় টিকে থাকার এক নিষ্ঠুর মহড়া।

লেখক Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক স্পীকার।

রবিবারের মধ্যে ভোট দিতে প্রবাসীদের প্রতি ইসির আহ্বান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে যেসব প্রবাসী ভোট দেবেন, তাদের আগামী রবিবারের (২৫ জানুয়ারি) মধ্যে ভোট দিয়ে তা পোস্ট অফিসে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার (২১ জানুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক।

এতে বলা হয়, রবিবারের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিকটস্থ পোস্ট অফিসে পাঠানোর জন্য প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রবাসী ভোটারদের প্রদত্ত ভোট সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে যথাসময়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কমিশন এই আহ্বান জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, এই তারিখের মধ্যে ব্যালট পোস্ট অফিসে জমা না দিলে নির্ধারিত সময়ে তা রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে। ওই দিন সাধারণ ব্যালটের সঙ্গে পোস্টাল ব্যালটও গণনা করবেন রিটার্নিং অফিসার।

ব্যাংকিং খাত থেকে ৩ লাখ কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে: গভর্নর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দুর্বৃত্তায়ন, অনিয়ম, পারিবারতন্ত্র ও সুশাসনের অভাবে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত থেকে প্রায় তিন লাখ কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। বুধবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে 'ব্যাংকিং খাত: বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এই টাকার বড় অংশ বিদেশে পাচার হয়ে গেছে বলে নিজের ধারণার কথাও জানান গভর্নর। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ব্যাংক খাতে পরিবারতন্ত্র ও অনিয়মের মাধ্যমে বিগত সময়ে ২০ থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলার দেশের বাইরে পাচার হয়েছে।

ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, বর্তমানে দেশে ৬১টি ব্যাংক আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। বাস্তবতা বিবেচনায় দেশের জন্য ১০ থেকে ১৫টি ব্যাংকই যথেষ্ট। ব্যাংকের সংখ্যা কমানো গেলে সুশাসন নিশ্চিত করা সহজ হবে।

তিনি আরও জানান, সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা কমিয়ে দুটিতে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে এবং বাকি ব্যাংকগুলো একীভূত করা হবে।

ব্যাংকিং খাতে কোনোভাবেই যেন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত প্রভাব না ফেলে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে বলে জানান গভর্নর। তিনি বলেন, যথাযথ সুশাসনের অভাবেই এই খাত ভেঙে পড়েছে। ব্যাংকিংয়ের সব ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার প্রয়োজন।

খেলাপি ঋণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী মার্চের মধ্যে খেলাপি ঋণের হার ২৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে সংশোধিত বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারি না হলে ব্যাংকিং খাতে আবারও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ফিরে আসতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি।

গভর্নর আরও জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ব্যাংক রেজ্যুলিউশন ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছে। এ তহবিলে ৩০ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকা জমা করা হবে। শুধু ব্যাংক নয়, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও রেজ্যুলিউশন কাঠামোর আওতায় আনা হবে।

নগদ লেনদেনবিহীন অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে ড. মনসুর বলেন, রাজস্ব ফাঁকির প্রধান উপায় ক্যাশ, তাই দেশে ক্যাশলেস সোসাইটি করতে পারলে বছরে রাজস্ব আদায় দেড় থেকে দুই লাখ কোটি টাকা বাড়বে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনার আহ্বান জানান গভর্নর।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি খাতকে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন বর্তমান গভর্নর। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শরীফ মোশাররফ হোসেন বলেন, ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা সংকট সবারই জানা। খেলাপি ঋণ বাড়ায় ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা কমে গেছে, যা বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভবিষ্যতে এই খাতকে আরও কঠোর নজরদারির আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ, সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. হেলাল উদ্দিনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

বিএনপির ৫৯ নেতাকে দলের সব পদ থেকে বহিষ্কার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে কেন্দ্রীয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৯ জন নেতাকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কৃতদের মধ্যে রয়েছেন রংপুর বিভাগের ৩ নেতা। তারা হলেন, দিনাজপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিরল উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা আ ন ম বজলুর রশিদ (দিনাজপুর-২), বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এ জেড এম রেজয়ানুল হক (দিনাজপুর-৫) ও সৈয়দপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ আরাফান সরকার রানা (নীলফামারী-৪)

রাজশাহী বিভাগের বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, মহাদেবপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী জনি (নওগাঁ-৩), বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু (নাটোর-১), নাটোর জেলা বিএনপির সদস্য ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজন (নাটোর-১), নাটোর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দাউদার মাহমুদ (নাটোর- ৩), পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির সদস্য ইসফা খাইরুল হক শিমুল (রাজশাহী-৫), লন্ডন জিয়া পরিষদের সহসভাপতি ব্যারিস্টার রেজাউল করিম (রাজশাহী-৫, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কে এম আনোয়ারুল ইসলাম (পাবনা-৩) ও পাবনা জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টু (পাবনা-৪)।

খুলনা বিভাগের বহিষ্কৃত নেতাদের মধ্যে রয়েছেন, দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লা (কুষ্টিয়া-১), নড়াইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম (নড়াইল-২), মনিরামপুর থানা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. শহিদ ইকবাল (যশোর-৫), বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি সদস্য ডা. শহীদুল আলম (সাতক্ষীরা-৩), বাগেরহাট জেলা বিএনপির সদস্য ইঞ্জি. মাসুদ (বাগেরহাট-১) ও বাগেরহাট জেলা বিএনপির সদস্য খায়রুজ্জামান শিপন (বাগেরহাট-৪)।

বরিশাল বিভাগের বহিষ্কৃতরা হলেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুস সোবহান (বরিশাল-১) ও বিএনপির ঢাকা বিভাগের প্রাথমিক সদস্য মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন (পিরোজপুর-২)।

ঢাকা বিভাগের বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মোহাম্মাদ দুলাল হোসেন (নারায়ণগঞ্জ-১), নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আতাউর রহমান খান আঙ্গুর (নারায়ণগঞ্জ-২), বিএনপির জাতীয় নিবাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম (নারায়ণগঞ্জ-৩), বিএনপির জাতীয় নিবাহী কমিটির সদস্য এ্যাড. মোহাম্মাদ আলী (টাঙ্গাইল-১), বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান খান আজাদ (টাঙ্গাইল-৩), টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ফরহাদ ইকবাল (টাঙ্গাইল-৫), নরসিংদী জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি জামাল আহমেদ চৌধুরী (নরসিংদী-৫), মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য মুমিন আলী (মুন্সিগঞ্জ-১) ও মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মো. মহিউদ্দিন (মুন্সিগঞ্জ-৩)।

ময়মনসিংহ বিভাগের বহিষ্কৃতরা হলেন, কিশোরগঞ্জ সদর থানা বিএনপির সদস্য রেজাউল করিম চুন্নু (কিশোরগঞ্জ-১), বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল (কিশোরগঞ্জ-৫), হালুয়া ঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সালমান ওমর রুবেল (ময়মনসিংহ-১), ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এবি সিদ্দিকুর রহমান (ময়মনসিংহ-১০), ভালুকা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোর্শেদ আলম (ময়মনসিংহ-১১), কেন্দুয়া উপজেলা বিএনপির সদস্য দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া (নেত্রকোনা-৩) ও শেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আমিনুল ইসলাম বাদশাহ (শেরপুর-৩)।

ফরিদপুর বিভাগের বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, মাদারিপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক লাভলু সিদ্দিকী (মাদারিপুর -১), শিবচর উপজেলা বিএনপির সদস্য কামাল জামাল নুরুউদ্দিন মোল্লা (মাদারিপুর -১), মাদারিপুর জেলা বিএনপির সদস্য মিল্টন বৈদ্য (মাদারিপুর -২), বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নাসিরুল হক সাবু (রাজবাড়ী-২), গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য এম এস খান মঞ্জু (গোপালগঞ্জ-২), গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য সিরাজুল ইসলাম সিরাজ (গোপালগঞ্জ-২) ও গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য এ্যাড. হাবিবুর রহমান হাবিব (গোপালগঞ্জ-৩)।

সিলেট বিভাগের বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য আনোয়ার হোসেন (সুনামগঞ্জ-৩), সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন (সুনামগঞ্জ-৪) সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা (বহিষ্কৃত) মামুনুর রশীদ (চাকসু) (সিলেট-৫), মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সদস্য মহসিন মিয়া মধু (মৌলভীবাজার-৪) ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ সুজাত মিয়া (হবিগঞ্জ-১)।

কুমিল্লা বিভাগের বহিষ্কৃতরা হলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এ্যাড. কামরুজ্জামান মামুন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির অর্থ বিষয়ক সম্পাদক কাজী নাজমুল হোসেন তাপস (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫), জেলা বিএনপির সাধারণ সদস্য কৃষিবিদ সাইদুজ্জামান কামাল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬), ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের উপদেষ্টা ইঞ্জি. আব্দুল মতিন (কুমিল্লা-২), চান্দিনা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আতিকুল আলম শাওন (কুমিল্লা-৭) ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম এ হান্নান (চাঁদপুর-৪)।

চট্টগ্রাম বিভাগের বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য এ্যাড: মিজানুল হক চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৪), চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিকুল ইসলাম রাহী (চট্টগ্রাম-১৪), চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক লিয়াকত আলী চেয়ারম্যান (চট্টগ্রাম-১৬), বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মফিজুর রহমান (নোয়াখালী-২), সাবেক সংসদ সদস্য প্রকৌশলী ফজলুল আজীম (নোয়াখালী-৬) ও নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার তানবীর উদ্দীন রাজীব (নোয়াখালী-৬)।

সিরিয়াল কিলার স্বীকারোক্তিতে লোমহর্ক তথ্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাভার মডেল থানার একদম নিকটেই সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টারে পরিত্যক্ত ভবনটি অবস্থিত। এ পৌর কমিউনিটি সেন্টারের পরিত্যক্ত ভবনটি যেন সিরিয়াল কিলিংয়ের হটস্পট। ভবনটিতেই আলোচিত ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলার মশিউর রহমান সম্রাট একের এক নৃশংশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছেন। এই ভবন থেকেই পুলিশ উদ্ধার করেছে অজ্ঞাত ৫টি মরদেহ। তার মধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। বাকি ৪ জনের পরিচয় এখনো শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত সম্রাটের আসল পরিচয় প্রকাশ করেছেন পুলিশ। সম্রাট নিজেকে 'কিং সম্রাট এবং মশিউর রহমান খান সম্রাট বলে দাবি করলেও পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী তার প্রকৃত নাম হচ্ছে সুরজ শেখ। প্রায় সময় সাভার মডেল থানার আশপাশে ঘুরে বেড়াতেন। সবশেষ গত রোববার জোড়া খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তারের পর তার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ্যে আসে। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) মো. আসাদুজ্জামান তার পরিচয় নিশ্চিত করেছেন। সম্রাট ওরফে সুরজ শেখ মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলুদিয়া ইউনিয়নের মোসামান্দা গ্রামের পান্না শেখের ছেলে। তিন ভাই চার বোনের মধ্যে দ্বিতীয় সুরজ শেখ। তার বড় বোনের নাম শারমিন। সুরজের পর আরেক বোন ও আরেক ভাই, তারপর আরও দুই বোন। তাদের নানাবাড়ি বরিশালে। হলুদিয়া ইউনিয়নের মোসামান্দা গ্রামের স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী খালেক শেখ তাদের আত্মীয়। গ্রামের সবাই তাদেরকে ভয়ঙ্কর এবং ডাকাত ফ্যামিলি হিসেবেই চিনেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) মো. আসাদুজ্জামান জানান, নিজ পরিচয় গোপন রেখে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাসমান নারীদের পরিত্যক্ত ওই ভবনের নির্জন স্থানে নিয়ে আসতো সিরিয়াল কিলার সম্রাট ওরফে সুরজ শেখ। সেসব নারী অন্য কারও সঙ্গে কিংবা অন্য কেউ তাদের সঙ্গে অনৈতিক কাজ করলে সে তাদেরকে হত্যা করতো বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে। এ ছাড়াও সে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, হত্যাকাণ্ডের তথ্য ও পরিচয়সহ সকল তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তার গ্রামের বাড়িতে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সর্বশেষ ঘটনার ৩-৪দিন আগে তানিয়া ওরফে সোনিয়া নামে এক ভবঘুরে তরুণীকে সে সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টারের পরিত্যক্ত ভবনে এনে রাখে। ওই তরুণীর সঙ্গে আরেক ভবঘুরে যুবক অনৈতিক সম্পর্ক করলে প্রথমে তাকে কমিউনিটি সেন্টারের দোতলায় নিয়ে হত্যা করে সম্রাট। এরপর ওই ভবঘুরে তরুণীকে নিচতলায় হত্যা করে লাশ কাঁধে করে নিয়ে দোতলার টয়লেটে ঢুকিয়ে দু'জনকে একসঙ্গে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে ভবনটির আশপাশে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাকে শনাক্তের পর অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হলে জিজ্ঞাসাবাদে সে ৬টি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলামের আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি শেষে সুরজ শেখ ওরফে সম্রাটকে সোমবার রাতেই জেলহাজতে পাঠিয়ে দেন আদালত। এদিকে, সিসিটিভি ফুটেজে যে তরুণীকে হত্যার পর কাঁধে করে নিয়ে যেতে দেখা যায়, সেই তরুণীর পরিচয় পাওয়া গেছে। হত্যার পর ভাইরাল হওয়া ওই তরুণীর আগের একটি সাক্ষাৎকার দেখে তার পরিবারের সদস্যরা সাভার মডেল থানায় ছুটে আসেন। সাভার মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, নিহতদের মধ্যে একজন তরুণী তানিয়া আক্তার। তার বাবার নাম মৃত জসীম। মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তানিয়া মায়ের সঙ্গে রাজধানীর উত্তরায় ভাড়া বাসায় থাকতো। চার বোন দুই ভাইয়ের মধ্যে সে ছিল দ্বিতীয়। গত ১লা জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিল বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

সাভার থানা পুলিশ জানায়, ভবঘুরে প্রকৃতির সম্রাট গত কয়েক বছর ধরে মূলত সাভার মডেল থানার সামনে, উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স, সাব- রেজিস্ট্রার অফিসের আশপাশ, সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টার ও পাকিজার মোড়ে ঘোরাফেরা এবং রাত্রিযাপন করতো। রোববার পৌর কমিউনিটি সেন্টারে জোড়া খুনের পর গ্রেপ্তারকৃত সম্রাট নিজের যে নাম, বাবার নাম সালাম এবং মায়ের নাম রেজিয়াসহ ব্যাংক কলোনী এলাকার বাড়ির ঠিকানা বলেছে, তার সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে ওই এলাকায় ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নাম মশিউর রহমান খান সম্রাট। সিরিয়াল কিলার সুরজ শেখ নিজের পুরো নাম ওই কাউন্সিলরের নামের সঙ্গে মিলিয়ে বলেছে। ঢাকা জেলা পুলিশের সাভার সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান আরও বলেন, ৬ খুনের কথা স্বীকার করলেও 'খুনের কারণ হিসেবে একেকবার একেক রকম দাবি করেছেন। সে একজন বিকৃত রুচির মানুষ, সাইকো প্যাথ।

এদিকে, গত ৩ মাসের ব্যাবধানে অবস্থিত সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টারের পরিত্যক্ত ভবনে ৫টি মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ভবনটিকে সিরিয়াল কিলিংয়ের হটস্পট বলে মনে করেন স্থানীয়রা। প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয়রা জানান, সাভার সরকারি কলেজ, সাভার প্রেস ক্লাব মুখোমুখে স্থানে অবস্থিত পৌর কমিউনিটি সেন্টারের পরিত্যক্ত ভবনে গত ৩ মাসে ৫ লাশ উদ্ধারের ঘটনায় আমরাও আতঙ্কে আছি। এ সব ঘটনায় কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এবং আগের হত্যাকাণ্ডগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে না পারায় এলাকাবাসীর মধ্যে হতাশা এবং ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গ্রিনল্যান্ড দখলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বৈঠকে তিনি ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আলোচনা করবেন বলে মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন। তিনি আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি, আমরা এমন একটি সমাধানে পৌঁছাব, যাতে ন্যাটো খুব খুশি থাকবে এবং আমরাও খুশি থাকব। কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন।

জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এটি জরুরি।'

গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য তিনি কতদূর যেতে প্রস্তুতড় এমন প্রশ্নে ট্রাম্প রহস্যজনক জবাব দেন। তিনি বলেন, 'আপনারা সময় হলে জানতে পারবেন।'

ট্রাম্প বারবার দাবি করে আসছেন যে রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে আর্কটিক অঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গ্রিনল্যান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ কারণে তার পরিকল্পনার বিরোধিতা করা ইউরোপীয় দেশগুলোর বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধের হুমকিও দিয়েছেন।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং দেশটির তেলসম্পদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ঘটনায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা ট্রাম্প কিউবা, কলম্বিয়া এবং ইরানের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। গ্রিনল্যান্ডে একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থাকায় দ্বীপটি দখলে নিতে প্রয়োজনে মার্কিন সেনাবাহিনী ব্যবহারের সম্ভাবনাও তিনি নাকচ করেননি।

পরিস্থিতি সম্পর্কে জানেন এমন সূত্র আগে রয়টার্সকে জানিয়েছে, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের আগ্রহ মূলত ইতিহাসে নিজের নাম স্থায়ী করার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত।

১৯৫৯ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড সবচেয়ে বড় পরিসরে সম্প্রসারণের লক্ষ্যেই তিনি এই উদ্যোগ নিচ্ছেন। ওই বছর রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডুইট আইজেনহাওয়ারের আমলে আলাস্কা ও হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম ও ৫০তম অঙ্গরাজ্য হয়।

ন্যাটোর শীর্ষ নেতারা সতর্ক করে বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের কৌশল জোটের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে। ট্রাম্প নিজেও গ্রিনল্যান্ড ইস্যুকে নোবেল শান্তি পুরস্কার না পাওয়ার বিষয়ে নিজের ক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কূটনৈতিক রীতিনীতি ভেঙে ট্রাম্প ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর পাঠানো একটি ব্যক্তিগত বার্তার লেখা প্রকাশ করেন।

ওই বার্তায় ম্যাখোঁ দাভোসের পর প্যারিসে জি৭ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তবে ট্রাম্প সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ম্যাখোঁ বার্তায় লিখেছিলেন, 'গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আপনি কী করছেন, আমি তা বুঝতে পারছি না।'

ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের নেতারা কৌশলগত এই দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য নানা প্রস্তাব দিলেও তাতে সন্তুষ্ট হননি ট্রাম্প। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি একটি সম্পাদিত ছবি পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায়ড়৫৭ হাজার জনসংখ্যার গ্রিনল্যান্ডে তিনি নিজ হাতে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা গেড়ে দিচ্ছেন।

বুধবার দাভোসে দেওয়া মূল বক্তব্যে ট্রাম্প দেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মানুষই অর্থনীতি পরিচালনায় তার ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এই বক্তব্যে ট্রাম্প বাড়ির উচ্চমূল্যের সমস্যা মোকাবেলায় একটি পরিকল্পনার কথা তুলে ধরবেন। প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, আমেরিকানরা বাড়ি কেনার অগ্রিম টাকা হিসেবে নিজেদের ৪০১(কে) অবসর সঞ্চয় পরিকল্পনার অর্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবাসন ব্যয় কমানোর উদ্যোগ ঘোষণা করবেন, তার অর্থনৈতিক কর্মসূচির সাফল্য তুলে ধরবেন, যা যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে।'

দাভোস সফরকালে ট্রাম্প সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড ও মিসরের নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করবেন বলেও জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। বৃহস্পতিবার তিনি 'বোর্ড অব পিস' উদযাপন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। এই বোর্ডটি ট্রাম্প নিজেই গঠন করেছেন, যার লক্ষ্য ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির প্রেক্ষাপটে গাজা পুনর্গঠন।

তবে গাজার বাইরে বৈশ্বিক সংকটেও এই বোর্ড কাজ করতে পারেড়এমন মন্তব্য করে ট্রাম্প কিছু উদ্বেগের জন্ম দিয়েছেন। কারণ, সাধারণত এ ধরনের ভূমিকা জাতিসংঘ পালন করে থাকে।

মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, তিনি জাতিসংঘকে পছন্দ করেন, তবে সংস্থাটি 'কখনোই তার পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি'। বৃহস্পতিবার রাতেই তিনি ওয়াশিংটনে ফিরে যাবেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ঘৃণার রাজনীতি জনগণের দৃষ্টি ঘোরানোর কৌশল

পোস্ট ডেস্ক : দক্ষিণ এশিয়ায় সামপ্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একের পর এক সহিংসতা ও মানবিক বিপর্যয় আইন শাসনের ভাঙনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলাদেশে কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে (যা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়) এক হিন্দু ব্যক্তিকে মুসলিম জনতার গণপিটুনিতে মৃত্যু, ভারতে ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী বিজেপি'র এক নেতার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বার্ষিক বড়দিনের অনুষ্ঠানে হামলা, জোরপূর্বক ধর্মান্তরের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এক অন্ধ নারীকে লাঞ্ছিত করা, কিংবা নেপালে মোবাইল চুরির মিথ্যা অভিযোগে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার মতো ঘটনাগুলো তারই উদাহরণ।

দুঃখজনকভাবে, রাজনৈতিক স্বার্থে যখন নেতারা নিপীড়ন ও প্রতিশোধের চক্রকে ব্যবহার করেন, তখনই এ ধরনের ঘটনার জন্ম হয়। সংখ্যালঘু সমপ্রদায়, শরণার্থী, অভিবাসী কিংবা প্রতিবেশী দেশকে 'শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করে অনুসারীদের উস্কে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য একটাই- অর্থনৈতিক অনিরাপত্তা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়া।

নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক উপ-পরিচালক মিনাক্ষী গাঙ্গুলি এক প্রতিবেদনে এসব কথা লিখেছেন।

'এ ক্রস সাউথ এশিয়া, লিডারস আর প্রমোটিং হেইট টু ডিসট্র্যাক্ট সিটিজেনস ফ্রম ইকোনমিক ইনসিকিউরিটি' শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে মিনাক্ষী গাঙ্গুলি লিখেছেন, ঘৃণার এই রাজনীতি অনেক সময় দেশের সীমানার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে হিন্দুর ওপর হামলার অভিযোগে ভারতের বহু নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করেন, আবার ভারতে মুসলমানদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সরব হন বাংলাদেশিরা। এমনকি খেলাধুলার অঙ্গনও এর বাইরে থাকেনি। জাতীয়তার কারণে বাংলাদেশের এক ক্রিকেটারকে আইপিএল থেকে বাদ দিতে ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশের পর বাংলাদেশ সরকার জানায়, ভারতে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলতে তাদের জাতীয় দল নিরাপদ নাও থাকতে পারে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিনের বৈরী সম্পর্কের কারণে ক্রিকেট ও সংস্কৃতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলতি

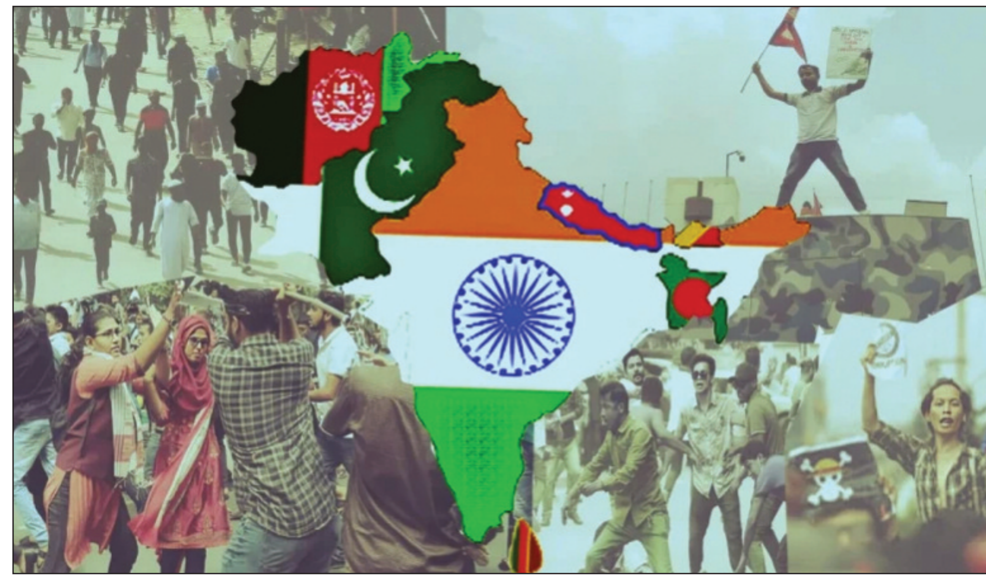

বছরের এপ্রিলে জম্মু ও কাশ্মীরে হিন্দু পর্যটকদের ওপর হামলার জেরে পরিস্থিতি ভয়াবহভাবে সামরিক সংঘাতে রূপ নেয়। দুই দেশের জনগণের ক্ষোভে ঘি ঢেলেছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

অনলাইন ঘৃণা: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে অ্যালগরিদমকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার করে রাজনৈতিক মতাদর্শীরা যে অসন্তোষ উস্কে দিচ্ছেন তা এখন স্পষ্ট। আইন মানা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করা কিংবা বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করাকে তারা 'অপ্রয়োজনীয় তোষণ' হিসেবে তুলে ধরছেন। এসব কৌশল ব্যর্থ হলে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ বেছে নেন, আগেই ভেঙে ফেলেন সেই প্রতিষ্ঠানগুলো, যেগুলো তাদের লাগাম টানতে পারতো।

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালে সামপ্রতিক বছরগুলোতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে অর্থনৈতিক স্থবিরতায় জর্জরিত জনগণের ক্ষোভে ক্ষমতাসীন নেতারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। আবার ভারত, পাকিস্তান কিংবা মালদ্বীপের মতো দেশে শঙ্কিত শাসকরা বিক্ষোভ দমনে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করেছেন।

ঘৃণা ছড়িয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা না করে নেতারা চাইলে অধিকার রক্ষা করে বাস্তব উন্নয়নের কঠিন পথ বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তা করতে অনিচ্ছুক।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের দমননীতির পর সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে একটি ছোট আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তবে সংস্কারের অঙ্গীকার নিয়ে দায়িত্ব নেয়া অন্তর্বর্তী সরকারও দ্রুত দিশা হারায়, জনতার প্রতিশোধমূলক দাবিতে তারা অচল হয়ে পড়ে। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশ নিতে না দেয়ায় বাংলাদেশিরা আবারো পছন্দের নেতা নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। যা আগের তিনটি নির্বাচনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি।

তরুণদের বিক্ষোভ: নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ থেকে সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া বিক্ষোভে ৭৬ জন নিহত হন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন, 'জেন-জি' আন্দোলনকারীদের পছন্দে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। কিন্তু পরিবর্তন না আসায় হতাশ আন্দোলনকারীরা আবার রাজপথে নেমেছেন। তাদের আশঙ্কা, আসন্ন নির্বাচনে সেই পুরনো দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারাই ক্ষমতায় ফিরবেন।

শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালে গণ-অভ্যুত্থানে গোটাবাইয়া রাজাপাকসের সরকার উৎখাতের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট হন অনুঢ়া কুমারা দিশানায়েকে। তিনি দুর্নীতি দমন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও জবাবদিহির প্রতিশ্রুতি দিলেও জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের ভাষ্য অনুযায়ী, তার সরকার এখনো কঠোর সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রয়োগ করছে, যা মূলত সংখ্যালঘু তামিল ও মুসলমানদের লক্ষ্য করে ব্যবহৃত হয়। পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন, নজরদারি, ভয়ভীতি ও মানবাধিকারকর্মীদের দমন অব্যাহত রয়েছে।

ভারতে দুই মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার পরও বিজেপি ভোটের রাজনীতিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদকে আরও উস্কে দিচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারে নেতাদের ঘৃণামূলক বক্তব্যের পর সমর্থকরা মুসলমান হত্যা, খ্রিষ্টান বিদ্রূপ, শিখ ও দলিতদের নিপীড়নে জড়িয়ে পড়লেও সরকার তা নিয়ন্ত্রণে অনাগ্রহী। বিক্ষোভ দমনে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপপ্রয়োগ ও আদালতের আদেশ অমান্য করে সম্পত্তি ভাঙচুরও ঘটছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ঘৃণা ছড়ানো, পক্ষপাতদুষ্ট বিচারব্যবস্থা ও মানবাধিকার স্থগিত রাখলে সহিংসতা আরও বাড়বে। শেষ পর্যন্ত জনরোষ এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, যেখানে কোনো শাসককে প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। নেতাদের উচিত বিভাজন নয়, বরং সাম্য প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা করা। মানুষের জীবনে বাস্তব উন্নতিই বিভাজন নয়।

গাজায় ছড়িয়েছে বিপজ্জনক ভাইরাস

পোস্ট ডেস্ক : গাজার এক জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সোমবার সতর্ক করে বলেছেন, উপত্যকাজুড়ে একটি বিপজ্জনক শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এতে প্রাণহানি ঘটছে এবং ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

গাজা সিটির আল শিফা মেডিকেল কমপ্লেক্সের চিকিৎসা পরিচালক মোহাম্মেদ আবু সালমিয়া আনাদোলুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর ঘটনা হাসপাতালগুলোতে নথিভুক্ত হচ্ছেড়বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক মানুষ এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোগা রোগীদের মধ্যে।

আবু সালমিয়া বলেন, 'আমরা এক নজিরবিহীন স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি। পরিস্থিতি এমন গতিতে অবনতি হচ্ছে, যা আমরা আগে কখনো দেখিনি।'

তিনি জানান, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা করোনাভাইরাসের সঙ্গে

সম্পর্কিত কোনো একটি ধরন বলে ধারণা করা এই ভাইরাসটি সব বয়সী মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তীব্র অপুষ্টি, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাত এবং টিকাদানের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এই বিস্তারে ভূমিকা রাখছে।

আবু সালমিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী তীব্র উপসর্গ দেখা যাচ্ছেড় যার মধ্যে রয়েছে উচ্চ জ্বর, তীব্র জয়েন্ট ও হাড়ের ব্যথা, লাগাতার মাথাব্যথা এবং বমি।

অনেক ক্ষেত্রে এই অসুস্থতা তীব্র নিউমোনিয়ায় রূপ নিচ্ছে।

তিনি বলেন, 'এই জটিলতাগুলো প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে, বিশেষ করে তাঁবুতে বসবাসকারী বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর ক্ষেত্রেড়যেখানে ঠান্ডা, আর্দ্রতা কিংবা অতিরিক্ত ভিড় থেকে কোনো সুরক্ষা নেই।'

আবু সালমিয়া জানান, গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর ১০০ দিনেরও বেশি সময় পার হলেও এই ধস আরো দ্রুততর হয়েছে বলে তিনি সতর্ক করেন।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, হাসপাতালগুলো ন্যূনতম চিকিৎসা সামগ্রীরও চরম ঘাটতির মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'অপারেশন থিয়েটারে জীবাণুমুক্ত গজ নেই। অ্যান্টিবায়োটিক মারাত্মকভাবে সংকটাপন্ন। ক্যানসারের ওষুধ পুরোপুরি অনুপস্থিত, একইভাবে কিডনি ডায়ালাইসিসের রোগী ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসাও নেই।'

তিনি আরো জানান, একটি ক্রমবর্ধমান মানসিক স্বাস্থ্য সংকট তৈরি হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে এবং মানসিক রোগীদের ওষুধ প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতড়্যা শুধু রোগীদের জন্য নয়, পুরো সমাজের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে।

আবু সালমিয়া যোগ করেন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ঘাটতির কারণে গাজার প্রায় ৭০ শতাংশ চিকিৎসা পরীক্ষাগার আর কার্যকর নেই। ফলে চিকিৎসকেরা নিয়মিত রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাও করতে পারছেন না।

ভোটের মাঠে জোটের লড়াই শুরু

জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (জাপা), জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) মোট ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে। দলীয় ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে ২৯৮টি সংসদীয় আসনে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ১ হাজার ৯৭২ জন। সীমানা জটিলতার কারণে পিছিয়ে থাকা পাবনার দু'টি আসনে এখনো প্রার্থী চূড়ান্তের প্রক্রিয়া চলছে। পাবনা-১ আসনে সাতটি এবং পাবনা-২ আসনে পাঁচটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় কী করা যাবে, আর কী করা যাবে না-সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে আচরণবিধিতে। প্রথমবারের মতো পোস্টার ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে অপচনশীল দ্রব্য দিয়ে ব্যানার, লিফলেট ও ফেস্টুন তৈরি করা যাবে না। পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানারে নিজের প্রতীক ও ছবি ছাড়া অন্য কারও ছবি ব্যবহার করা যাবে না। তবে কোনো প্রার্থী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত হলে তিনি তার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি ব্যবহার করতে পারবেন, যা অবশ্যই পোর্ট্রেট আকারের হতে হবে। এবার প্রথমবারের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কেউ প্রচার চালাতে পারবেন। তবে শর্ত হলো- প্রচারণা শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নাম, অ্যাকাউন্ট আইডি, ই-মেইলসহ শনাক্তকরণ তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে। অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করা যাবে না। এ ছাড়া ভোটের স্বার্থে ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা যাবে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো কনটেন্ট প্রকাশ বা শেয়ারের আগে তার সত্যতা যাচাই করতে হবে। ভোটারদের বিভ্রান্ত করা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্রহনন বা সুনাম ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য তৈরি, প্রকাশ বা প্রচার করা নিষিদ্ধ। এছাড়া, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশে জনসভা বা প্রচারণা; সংসদীয় আসনে ২০টির বেশি বিলবোর্ড ব্যবহার; নির্বাচনের দিন ও প্রচারকালীন সময়ে ড্রোন ব্যবহার করা যাবে না। অন্যদিকে, অন্তর্বর্তীকালীন/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা কোনো প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে পারবেন না।

মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ৩৪২২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন ২৫৮৫ জন। মনোনয়নপত্র বাতিল হয় ৭২৬ জনের। এর মধ্যে আপিল করেছেন ৬৩৯ জন। আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেয়েছেন ৪৩১ জন।

সরকারি আদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে অংশ নেয়নি। অংশ নেয়নি আওয়ামী লীগের সমমনা দলগুলোও। এর আগে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ২৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৪টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬২টি আসনে জয় পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। ওই নির্বাচন 'আমি-ডামি' হিসাবে পরিচিতি পায়। তখন বিএনপি, জামায়াতসহ বাকি নিবন্ধিত দলগুলো অংশ নেয়নি। এবার বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলনসহ অন্য দলগুলো অংশ নিয়েছে।

ইসির তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, রংপুর অঞ্চলের ৩৩টি আসনে মোট প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছেন ২৯ জন, রাজশাহী অঞ্চলের (পাবনা ১ ও ২ ব্যতীত) ৩৮টি আসনে মোট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছে ২৩ জন, খুলনা অঞ্চলের ৩৬ আসনে মোট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন মোট ৩৫ জন, বরিশাল অঞ্চলের ২১ আসনে মোট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন ২১ জন, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৩৮ আসনে মোট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছে ৪৩ জন, ঢাকা অঞ্চলের ৪১টি আসনে মোট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন ৪৯ জন, ফরিদপুর অঞ্চলের ১৩ আসনে মোট ১৬ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন, সিলেট অঞ্চলের ১৯ আসনে মোট প্রত্যাহার করেছেন ২৮ জন, কুমিল্লা অঞ্চলের ৩৫ আসনে প্রত্যাহার করেছেন মোট ৪২ জন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২৩ আসনে মোট ১৯ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়, ঢাকা-১২ আসনে এবার সর্বোচ্চ ১৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩ জন প্রার্থী রয়েছেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে। এবার নির্বাচনে সর্বনিম্ন দুজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন পিরোজপুর-১ আসনে। অন্যদিকে খুলনা-১, ঢাকা-৯, ঢাকা-১৪, গাজীপর-২ আসনে রয়েছে ১২ জন করে প্রার্থী। ১১ জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঢাকা-৫ আসনে, ঢাকা-৭, ঢাকা-১১, ঢাকা-১৬, ঢাকা-১৭, নারায়ণগঞ্জ-৩, গোপালগঞ্জ-২, ফেনী-২, নোয়াখালী-৫, চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি আসনে। ১০ জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঠাকুরগাঁও-৩, রংপুর-৫, গাইবান্ধা-৩, খুলনা-৩, টাঙ্গাইল-৪, ঢাকা-১৮, নরসিংদী-৫, নারায়ণগঞ্জ-৫, মাদারীপুর-১, মাদারীপুর-২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬, কুমিল্লা-৫, নোয়াখালী-৬, চট্টগ্রাম-৯, চট্টগ্রাম-১১ আসনে।

এবারের নির্বাচনে ১১৯টি প্রতীকের মধ্যে ৫৬টি প্রতীক রাখা হয়েছে স্বতন্ত্রদের জন্য। এক্ষেত্রে একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী একই প্রতীকের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রথমে তাদের মধ্যে আলোচনা করে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। সমঝোতা না হলে লটারির মাধ্যমে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়। তবে কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী আগে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে, তিনি তার পছন্দের প্রতীক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাওয়ার সুযোগ পান, যদি না সেই প্রতীক আগে থেকেই কাউকে দেওয়া না হয়ে থাকে।

শুরু হলো পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান

প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ দেয়ার মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান। ২৫শে জানুয়ারির মধ্যে ভোট দিয়ে প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালট পোস্ট অফিসে দিতে হবে। এবার, ভোট দিতে নিবন্ধন করেছে ৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৪২ জন প্রবাসী। এ বিষয়ে বুধবার ইসি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে, আগামী ২৫শে জানুয়ারির মধ্যে পোস্টাল ব্যালট পোস্ট করা না হলে নির্ধারিত সময়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি হবে। এজন্য প্রবাসী ভোটারদের আগামী ২৫শে জানুয়ারির মধ্যে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিকটস্থ পোস্ট অফিসে পাঠাতে হবে।

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে যত অভিযোগ: এদিকে, এখনো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। যার মধ্যে রয়েছে- বিএনপি, জামায়াত, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, এনসিপি, জাতীয় পার্টিও। বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা ইউসুফ আশরাফ বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকার অভিযোগ দিয়েছি। কিছু দলের প্রার্থীরা আচরণবিধি ভঙ্গ করলেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এ থেকে বোঝা যায় নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই। এছাড়া, দলটির অভিযোগ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির কারণে সুষ্ঠু নির্বাচন হুমকির মুখে। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের জামিনে মুক্তি দিয়ে মাঠে সক্রিয় করা হচ্ছে। দলটির প্রার্থী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে হামলা, হুমকি এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে।

কোন দলের কতজন প্রার্থী

ইসির নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ও নিবন্ধন স্থগিত আছে। আর ৮টি দল প্রার্থী না দেওয়ায় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৫১টিতে দাঁড়ায়। সর্বশেষ ২০২৪ সালের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৩৮টি দল অংশ নিয়েছিল।

নির্বাচনে অংশ নেওয়া ৫১টি দলের মধ্যে বিএনপির ২৮৮ প্রার্থী দলীয় প্রতীক 'ধানের শীষ' বরাদ্দ পান। জামায়াতে ইসলামীর 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীকের প্রার্থী ২২৫ জন। চরমোনাইর পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের 'হাতপাখা' প্রতীকের প্রার্থী ২৫৯, জাতীয় পার্টির 'লাঙ্গল' প্রতীকের ১৯৬ প্রার্থী, গণঅধিকার পরিষদের 'ট্রাক' প্রতীকের ৯২ প্রার্থী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) 'কাস্তে' মার্কার ৬৩ প্রার্থী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) 'মই' প্রতীকের ৩৭ প্রার্থী, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির 'তারা' মার্কার ৩১ প্রার্থী, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) 'শাপলা কলি' প্রতীকের ৩০ প্রার্থী, গণসংহতি আন্দোলনের 'মাথাল' প্রতীকের ১৭ প্রার্থী, নাগরিক ঐক্যের 'কেটলি' প্রতীকের ১২ প্রার্থী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের 'রিকশা' প্রতীকের ২৯ প্রার্থী, খেলাফত মজলিসের 'ঘড়ি' মার্কার ১৪ প্রার্থী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির 'কোদাল' প্রতীকের ৭ প্রার্থী, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) 'ছাতা' প্রতীকের ৭ প্রার্থী, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) 'ঈগল' প্রতীকের ৫ প্রার্থী, বাংলাদেশ নেজামে ইসলামী পার্টির 'বই' মার্কার ৩ প্রার্থী এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির (বিডিপি) ২ প্রার্থী 'ফুলকপি' প্রতীকে লড়বেন।

এছাড়া বাংলাদেশ জাসদের প্রার্থীরা 'মোটরগাড়ি', আমজনতার দলের প্রার্থীরা 'প্রজাপতি', ইনসানিয়াত বিপ্লবের প্রার্থীরা 'আপেল', বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির প্রার্থীরা 'রকেট', বাংলাদেশ মুসলিম লীগ 'হারিকেন',

জনতার দল 'কলম' এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি 'একতারা'-সহ অন্য দলের প্রার্থীরা নিজ নিজ দলীয় প্রতীকে লড়ছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতীক

ইসির প্রতীক তালিকার ১১৯টি থেকে দলীয় ৬০টি বাদে অন্য প্রতীকগুলো স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এতে ফুটবল, হাঁস, কলস, ঘুড়ি ইত্যাদি প্রতীক বরাদ্দ পান তারা।

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে আলোচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা পেয়েছেন 'হাঁস' প্রতীক। ঢাকা-১২ আসনে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম নীরবকে 'ফুটবল' প্রতীক দেওয়া হয়েছে। ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও এনসিপি থেকে পদত্যাগ করা ডা. তাসনিম জারা প্রতীক পেয়েছেন 'ফুটবল'।

২৯৪ আসনে সমঝোতা ১০ দলের

দফায় দফা বৈঠক, টানা দেনদরবার ও টানাপড়েনের পর আসন বন্টনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য জোট। সমঝোতা হয়েছে ২৯৪ আসনে। আর ৬টি আসন উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

গত ১৫ই জানুয়ারি রাতে জোটের পক্ষ থেকে ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। সে সময় ইসলামী আন্দোলনের জন্য ৪৭টি আসন ফাঁকা রাখা হয়। তবে ইসলামী আন্দোলন পৃথকভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়ে ২৫৯ আসনে হাতপাখা প্রতীকে প্রার্থী দিয়েছে। এ অবস্থায় দলটির জন্য ফাঁকা রাখা ৪৭টি আসনের মধ্যে আরও ৩৬টি নিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। যার মাধ্যমে মোট ২১৫ আসনে নির্বাচন করবে জামায়াতে ইসলামী। ফাঁকা রাখা বাকি আসনগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি পেয়েছে আরও একটি আসন, মোট তিনটি। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আগের ২০টিসহ নতুন করে পেয়েছে ৩টি, মোট ২৩টিতে জোটবদ্ধ নির্বাচন করবে দলটি। তবে আরও ছয়টি আসনেও উন্মুক্ত নির্বাচন করবে দলটি, যেখানে শরিক দলের প্রার্থীও থাকবে।

নিভে গেল শাকিলের স্বপ্ন

আর বাসার ভাড়া জোগানোর পাশাপাশি দেশে সংসারকে সাপোর্ট করার দায় ছিল তার কাঁধে। তাই পড়াশোনার ফাঁকে জীবিকার তাগিদে ঘুরত তার সাইকেলের চাকা, কাঁধে ঝুলে থাকত ফুড ডেলিভারি ব্যাগ।

নিজের কাঁধে ঝুলন্ত সেই ব্যাগেই ছিল তার স্বপ্ন, পরিবারকে ভালো রাখার কষ্ট, বোনদের ভবিষ্যৎ গড়ার দৌড় আর নিজের জীবন বদলে ফেলার গল্প।

কিন্তু লরির এক আঘাতে কমার্শিয়াল রোডের পাশে পড়ে থাকা সেই ব্যাগটি সেদিন হয়ে ওঠে নিস্বপ্ন, রক্তাক্ত শরীরের পাশে পড়ে থাকা ব্যাগ যেন শুধু একটি পরিবারের নয়, বিলেতে পড়তে আসা হাজারো সংগ্রামী শিক্ষার্থীর বুকে আঘাত করার এক কান্নার গল্প।

যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বাংলাদেশি ছাত্র নাফিজুল হক শাকিল। রয়েল লন্ডন হাসপাতালে গত পাঁচ দিন বেঁচে থাকার সংগ্রামে পরাজিত হয়ে গতকাল সোমবার রাতে চলে গেছেন পরপারে। গত ১৪ জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে সাইকেলে করে ফুড ডেলিভারি কাজ শেষে ফেরার পথে তিনি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন।

লন্ডন পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, একটি প্রাইভেট কারের দরজা হঠাৎ খুলে গেলে শাকিল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যান। ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি লরি তাকে সজোরে আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে আহত অবস্থায় দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান। টানা পাঁচ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত গত ১৯ জানুয়ারি রাতে তিনি মারা যান।

নাফিজুল হক শাকিল লন্ডনের সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে যুক্তরাজ্যে এলেও আর্থিক সংকটের কারণে পড়াশোনার পাশাপাশি তাকে ফুড ডেলিভারি কাজ করতে হতো।

নিহত শাকিল বাংলাদেশের সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার গাছবাড়ি ব্রাহ্মণগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা। শাকিল ছিলেন মা-বাবার একমাত্র পুত্রসন্তান। মর্মান্তিক এ মৃত্যুতে বাবুমা হারান তাদের স্বপ্নের ভরসা, আর তিন বোন হারান তাদের একমাত্র ভাইকে।

কনজারভেটিভ পার্টি থেকে বরখাস্ত হলেন

রবার্ট জেনরিক। দলের বর্তমান নেত্রী কেমি ব্যাডেনক জেনরিকের সদস্যপদ স্থগিত করার পাশাপাশি সংসদীয় পদ (হুইপ) থেকেও তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করেছেন। জেনরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি কট্টর ডানপন্থি দল রিফর্ম ইউকে'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে কনজারভেটিভ পার্টিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রবার্ট জেনরিকের ঘনিষ্ঠ মহলের মাধ্যমেই এই ষড়যন্ত্রের প্রমাণ টোরি শীর্ষ নেতৃত্বের হাতে আসে। এমনকি জেনরিকের তৈরি করা একটি খসড়া ইস্তফাপত্রও ফাঁস হয়ে যায়, যা দলটির জন্য চরম অবমাননাকর বলে দাবি করেছেন দলীয় চেয়ারম্যান কেভিন হলিনরাক। জেনরিকের এই আচরণকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নেতৃত্বের লড়াইয়ে হারার পর থেকেই জেনরিক দলের ভেতরে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছিলেন।

রবার্ট জেনরিকের রিফর্ম ইউকে-তে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা এখন তুঙ্গে। রিফর্ম নেতা নাইজেল ফারাজ সরাসরি কোনও ঘোষণা না দিলেও স্বীকার করেছেন যে, গত কয়েক মাস ধরে জেনরিকের সঙ্গে তার নিয়মিত আলোচনা চলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জেনরিকের এই বহিষ্কার টোরি পার্টির ভাঙনের চূড়ান্ত সংকেত হতে পারে।

১৯৮২ সালে জন্ম নেওয়া পেশায় আইনজীবী রবার্ট জেনরিকের ক্যারিয়ার শুরু থেকেই বিতর্কে মোড়ানো। বিশেষ করে ২০২৫ সালে শ্যাডো জাস্টিস সেক্রেটারি থাকাকালীন হামিদ কোসকুন কর্তৃক কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় তার অবস্থান তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়। সে সময় বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এই উগ্র কর্মকাণ্ডের এক প্রকার সাফাই গেয়েছিলেন তিনি, যা ব্রিটিশ মুসলিম সমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিন সন্তানের জনক জেনরিকের স্ত্রী মিশেল বার্কনার একজন সফল মার্কিন আইনজীবী।

কেমি ব্যাডেনকের নেতৃত্বের জন্য এটি একটি বড় অগ্নিপরীক্ষা। জেনরিককে বরখাস্ত করে তিনি কড়া বার্তা দিতে চাইলেও দলের ভেতরের বিভাজন এখন স্পষ্ট। বিশ্লেষকদের ধারণা, প্রভাবশালী নেতাদের দলত্যাগ এবং রিফর্ম ইউকে-র উত্থানে ঐতিহ্যবাহী এই টোরি পার্টি অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে, যার প্রতিফলন ২০২৬ সালের স্থানীয় নির্বাচনে দেখা যেতে পারে।

টোরি পার্টির চলমান এই অস্থিরতা নিয়ে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কনজারভেটিভ পার্টি নেত্রী ডা. আনোয়ারা আলীর মন্তব্য জানতে চাওয়া হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সানগ্লাস পরা নিয়ে আলোচনায়

সানগ্লাস পরার কারণ ফ্যাশন ছিল না। বরং চোখের সমস্যার কারণে নীল আভাযুক্ত অ্যাভিয়েটর ধাঁচের সানগ্লাস পরে সভার মঞ্চে ওঠেন মাখোঁ। প্রায় ১৮ মিনিট ধরে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি নিজে চশমা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে চর্চা বাদ যায়নি।

কেউ কেউ মাখোঁর সানগ্লাসকে একটি রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখেছেন। তাদের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের চেষ্টা ও শুল্ক আরোপের হুমকির মুখে ফরাসি প্রেসিডেন্ট কঠোর ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

অনেকে আবার সানগ্লাস পরা মাখোঁকে 'টপ গান' সিনেমায় টম ক্রুজের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অ্যাভিয়েটর চশমার কথাও বলছেন। যদিও বিশ্বনেতাদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় বাইডেনকে কখনো সানগ্লাস পরতে দেখা যায়নি।

সম্প্রতি ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার সময়ও মাখোঁকে সানগ্লাস পরা অবস্থায় দেখা যায়। ফরাসি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মাখোঁর চোখের ভেতরের রক্তনালি ফেটে গেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ অবস্থাকে 'সাবকনজাংটিভাল হেমোরেজ' বলা হয়। আমেরিকান একাডেমি অব অপথ্যালমোলজি অনুযায়ী, আঘাত, কাশি, হাঁচি, উচ্চ রক্তচাপ অথবা রক্ত পাতলা করার ওষুধের কারণে এটি হতে পারে। সাধারণত দুই সপ্তাহের মধ্যে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই সেরে যায়।

এ বিষয়ে জানতে এমানুয়েল মাখোঁর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল নিউইয়র্ক টাইমস। তবে তাৎক্ষণিক সাড়া পায়নি।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো

ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নতুন সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে মতপ্রকাশ বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌম অধিকার।

বাংলাদেশে সবপক্ষের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ততার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আপনারা জানেন, আমরা সবার সঙ্গে কথা বলি। ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক- সবার সঙ্গে কথা বলার আমাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এখানে রাজনৈতিক পরিসরের সবদিক থেকেই গত ২০ বছর ধরে আমার বন্ধু রয়েছে। আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ যে, ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে যেই জয়ী হোক না কেন, তার সঙ্গেই আমরা কাজ করবো। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ জানিয়ে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে আমরা এখানে ব্যাপক পরিবর্তন দেখছি। আমার মনে হয় আমরা সামনে আরও পরিবর্তন দেখতে থাকবো। আপনারা জানেন, বাংলাদেশের জনগণ কথা বলেছে এবং ১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তারা আবারও তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ পাবে। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। আবারও বলছি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসা ও নিরাপত্তা। আর সে কারণেই আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাকে এই পদে নির্বাচন করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে এখানে আসার সুযোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় আছেন উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, আপনাদের সবার সঙ্গে কাজ করতে, এই আলোচনা চালিয়ে যেতে আমি আগ্রহী।

২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ: আপনি যেহেতু এর আগে ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন, আপনি বাংলাদেশকে ভালোভাবে জানেন। জুলাই গণ-অভুত্থ্যান পরবর্তী বাংলাদেশ নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী? জানতে চাইলে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, আমি প্রথমবার বাংলাদেশ সফর করি ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তখন আমি একজন পর্যটক হিসেবে মার্কিন দূতাবাসে থাকা আমার কিছু বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, নৌকা ভ্রমণ করেছিলাম। ঢাকায়ও বেশ কিছু জায়গা ঘুরেছি। আমার মনে আছে, তখন গুলশানে কেবল একটি উঁচু ভবন ছিল। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আমার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আমি ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন দূতাবাসের ডেস্ক অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। আমার বিএনপি সরকার, ১/১১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, আর এখন এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আশাবাদী। ২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে আমরা এখানে ব্যাপক পরিবর্তন দেখেছি এবং আমি মনে করি আমরা পরিবর্তন দেখতে থাকবো। ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, বাংলাদেশি জনগণ কথা বলেছে, ১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বাংলাদেশি জনগণ আবার মতামত দেয়ার সুযোগ পাবে। আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি শোনার জন্য তার সাথে সম্প্রতি সাক্ষাতের পর তিনি বলেন যে, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সকল বাংলাদেশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিচার বিভাগের জন্য তার পরিকল্পনা এবং উভয় দেশের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। উল্লেখ্য, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নয়া মার্কিন দূত রোহিঙ্গা পরিস্থিতি সরজমিন দেখতে যাবেন। তবে তিনি কখন কোন ক্যাম্পে যাচ্ছেন তা তাৎক্ষণিক নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

দেশের মানুষের হাতে নগদ ৩ লাখ কোটি

স্বাভাবিক পরিণতি। "খারাপ ব্যাংকগুলো বাদ দিলে গড় লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও ১০০ শতাংশের ওপরে। বর্তমানে আমাদের সামগ্রিক তারল্য রয়েছে ১৫৭ দশমিক ৫২ শতাংশ। সিটি ব্যাংকিয়ের তারল্য ২১৬ শতাংশের‌ও সত্যিই বিস্ময়কর," বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ নেওয়ার আগ্রহ কম। এর পেছনে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও উচ্চ মূল্যস্ফীতি বড় কারণ ছিল। তবে এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতি ১২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে নেমে প্রায় ৮ শতাংশে এসেছে। যদিও খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ে এখনও উদ্বেগ রয়েছে।"

সরকারি ঋণ প্রসঙ্গে মাসরুর আরেফিন জানান, ঋণের চাহিদা না থাকায় ব্যাংকগুলোর হাতে থাকা আমানত রাখার একমাত্র বাস্তবসম্মত উপায় ছিল সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ। "এটি পুরোপুরি বৈধ ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। সরকারকেও তখন অর্থের প্রয়োজন ছিল," বলেন তিনি।

তার মতে, এটি একটি সাময়িক পরিস্থিতি। নির্বাচনের পর অর্থনীতিতে আবার গতি ফিরবে। "আমার ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা বলছে—সবকিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসবে," যোগ করেন তিনি।

ব্যাংক খাতে লুটপাট, অর্থপাচার, নির্দেশিত ও ভুয়া ঋণের কঠোর সমালোচনা করে এবিবি চেয়ারম্যান বলেন, "এসব অনুশীলন অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সংকটের মধ্যেও ১০ থেকে ১৫টি ব্যাংক তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ও আঞ্চলিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।" এর মধ্যে দুই-তিনটি ব্যাংককে বৈশ্বিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বিবেচনা করা যায় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যাংকিং খাতে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও থাকা প্রয়োজন হলেও বর্তমানে তা নেমে প্রায় ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা উদ্বেগজনক।" তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাস্তবমুখী ও ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনী স্মরণে

টাকা দান করে গেছেন। তিনি ছিলেন লণ্ডনের পিকাডেলী মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, সিংকাপনী মাওলানা ব্রাদার্স এণ্ড সন্স ট্রাস্টের সভাপতি, স্কুল গভর্নর ও ক্যাটারিং ব্যবসার অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে একজন প্রবাসী সংগঠক ও দাতা হিসাবে তিনি অনেক কাজ করেছেন। সততা, পরোউপকারিতা, ধর্ম ভীরুতা ও দান করা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট। তিনি সিংকাপনী মাওলানা পরিবারের সন্তান ছিলেন।

বক্তারা -অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করেন এবং রুহের মাগফিরাত করেন।

সভায় দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী।

দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ওবিই-এর

করা হয়। জানাজায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন, যা মরহুমের প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা ও সম্মানের বহিঃপ্রকাশ। জানাজার নামাজে ইমামতি করেন বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মরহুমের সংগ্রামী, মানবিক ও দীনি জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ব্রিকলেন মসজিদের ইমাম মাওলানা মারুফ আহমদ এবং মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। পরিবারের পক্ষ থেকে আবেগঘন বক্তব্য প্রদান করেন মরহুমের পুত্র আতিক চৌধুরী।

কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন একজন স্বভাবজাত ও প্রখর প্রতিভাসম্পন্ন কবি। মানুষ, সমাজ কিংবা যে কোনো ঘটনা তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে কবিতায় অনুপ্রাণিত করত। শত শত কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর গভীর দখল ছিল এবং তিনি শেক্সপিয়ারের কবিতাও অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ সাহিত্যাঙ্গনে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি যুক্তরাজ্যের সেন্ট অ্যালব্যান্স অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন, সভা-সমাবেশ ও মিছিলে সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি হাজার হাজার পাউন্ড অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে জমা দেন।

১৯৫৭ সালে যুক্তরাজ্যে আগমনকারী এই মনীষী ব্যক্তি প্রবাসজীবনে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন নিরলসভাবে। বেনিফিট ফরম পূরণ, দোভাষী হিসেবে সহায়তা এবং সামাজিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য মানুষের জীবন সহজ করেছেন। নিজ জন্মভূমি সুনামগঞ্জের দিরাই-শাল্লা অঞ্চলে তিনি ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেন।

কোভিড-১৯ মহামারির সংকটকালেও তিনি মানবসেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাঁটা কর্মসূচির মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন দাতব্য খাতে দান করেন। ১০৬ বছর বয়সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়ও তিনি শয্যাশায়ী থেকেও ইবাদত ও দোয়ায় মগ্ন ছিলেন।

জমিদার পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনে কোনো অহংকার ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, পরহেজগার এবং নিয়মিত ইবাদতকারী। তাঁর জীবন ছিল মানবতা, সেবা ও নৈতিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ওবিই-এর ইন্তেকালে ব্রিটেনসহ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোকাহত মানুষের কণ্ঠে একটাই দোয়া- মহান আল্লাহ যেন তাঁকে ক্ষমা করেন এবং পরকালে সর্বোচ্চ জান্নাত দান করেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক বছরে ফেরত এলেন

ফেরত আসা এই ৩৬ জনের মধ্যে নোয়াখালী জেলার ২১ জন, লক্ষ্মীপুর জেলার ২ জন এবং মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, বরগুনা, ফেনী, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও নেত্রকোনা জেলার একজন করে রয়েছেন। এ নিয়ে ২০২৫ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা দাঁড়ালো ২৯৩ জনে। যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানের ধারাবাহিকতায়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানো এই দলে একজন নারীও রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে ব্র্যাক মাইগ্রেশন। মূলত ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের একাধিক দফায় নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ফেরত পাঠানো এসব ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই বিদেশ যাত্রার প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। তারা প্রথমে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিয়ে বৈধভাবে ব্রাজিলে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাদের শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। ব্র্যাকের তথ্য অনুযায়ী, ফেরত আসা এই ব্যক্তিরা জনপ্রতি ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করেছিলেন।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরীফুল হাসান এই সামগ্রিক অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, গত কয়েক দফায় যারা ফেরত এসেছেন, তাদের অনেকেই প্রথমে ব্রাজিল গিয়ে সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যান। প্রশ্ন হলো, সরকার যখন ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমোদন দেয়, তখন তারা সত্যিই ব্রাজিলে কাজ করতে যাচ্ছেন, নাকি সেটিকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন সেটি খতিয়ে দেখা উচিত। এই যে একেকজন ৪০ থেকে ৫৫ লাখ টাকা খরচ করে শূন্য হাতে ফিরে আসছেন, এই দায় কার? যেসব এজেন্সি এই কর্মীদের পাঠিয়েছে এবং যারা এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালে বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়ে ১ হাজার ৩২০ জন বাংলাদেশি ব্রাজিলে গেলেও তাদের মধ্যে ৯৫১ জনই ছিলেন নোয়াখালী জেলার, যাদের একটি বড় অংশ মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে শরীফুল হাসান বলেন, ২০২৫ সালে জনশক্তি ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে মোট ১ হাজার ৩২০ জন বাংলাদেশি ব্রাজিলে যান, এর মধ্যে নোয়াখালী জেলারই ৯৫১ জন। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের একটি বড় অংশ মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারকে আরও সতর্ক হওয়া উচিত। মার্কিন আইন অনুযায়ী বৈধ কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে চার্টার্ড বা সামরিক ফ্লাইটে করে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়, যা সাম্প্রতিক সময়ে আরও দ্রুততর হয়েছে।

নাটোরে কলেজ শিক্ষককে গলা কেটে

স্থানীয়দের ভাষ্য।

ইফতে খায়ের আলম বলেন, "বাড়ির সামনে দুর্বৃত্তরা তাকে কুপিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে আমরা জেনেছি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছেছে, তারা কাজ করছে।" কারা, কী কারণে রেজাউল করিমকে হত্যা করে থাকতে পারে, সে বিষয়ে এখনো কোনো ধারণা পায়নি পুলিশ।

টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেনডেন্টস

সন্ধ্যা ৬টায় দলটির উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দলের চেয়ার মিসেস লিলিয়ান কলিন্স, তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস ইনডিপেনডেন্ট পার্টি সব সময় জনগণের পাশে থাকবে। আমরা স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার ও কমিউনিটির কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিতে চাই। তিনি দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ ভিশন তুলে ধরেন। দলের সেক্রেটারী মোহাম্মদ হামিদ সাংগঠনিক কাঠামো ও দলের লক্ষ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সময় তার সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির ট্রেজারার আলী হোসেন দিপু। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত কাউন্সিলরদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। নতুন করে দলে যোগদানকারী কাউন্সিলররা হলেন, কাউন্সিলর সাইফ উদ্দিন খালেদ (ব্রমলি নর্থ), কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী (ল্যান্সবুরি), কাউন্সিলর কবির হোসেন (স্পিটালফিল্ডস ও বাংলাটাউন) অনুষ্ঠানে কমিউনিটির প্রতিনিধিরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। এসময় নতুন দলের কাছে কমিউনিটির সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, ফারহাদ আহমেদ, নেহা গুপ্তা, সৈয়দ হাসান। বক্তারা স্থানীয় সমস্যা, বাসস্থান, শিক্ষা, যুব উন্নয়ন ও কমিউনিটির প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দলের নেত্রী লিলিয়ান কলিন্স আনুষ্ঠানিকভাবে টাওয়ার হ্যামলেটসের জন্য মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। আগামী নির্বাচনে ব্যারিস্টার আফজাল জামি সৈয়দ আলীর নাম ঘোষণা করা। যিনি ব্যারিস্টার জামি নামেই বেশি পরিচিত। এসময় ব্যারিস্টার জামি তার বক্তব্যে বলেন,

"আমি জনগণের সঙ্গে থেকে, জনগণের জন্য কাজ করতে চাই। টাওয়ার হ্যামলেটসকে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বরা হিসেবে গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য।"

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে একটি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নের উত্তর দেন মেয়র প্রার্থী, দলীয় নেতৃবৃন্দ, কাউন্সিলর ও নির্বাহী সদস্যরা।

অনুষ্ঠানের শেষার্ধে দলের নেত্রী লিলিয়ান কলিন্স অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং নতুন রাজনৈতিক যাত্রায় সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

নতুন এই রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ টাওয়ার হ্যামলেটসের রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশে এবার ক্ষমতায় আসতে

জনপ্রিয়তায় বিএনপি'র ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই)-এর ডিসেম্বরের এক জরিপে দেখা গেছে, বিএনপি'র প্রতি সমর্থন ৩৩ শতাংশ এবং জামায়াতের প্রতি ২৯ শতাংশ।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশি সংস্থা ন্যারেটিভ, প্রজেকশন বিডি, আইআইএলডি এবং জাগরণ ফাউন্ডেশন পরিচালিত যৌথ জরিপে দেখা গেছে, বিএনপি ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং জামায়াত ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ সমর্থন নিয়ে প্রায় সমানে সমান অবস্থানে রয়েছে।

জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট যদি বিজয়ী হতে পারে, তবে তা হবে দলটির জন্য এক অভাবনীয় ঘুরে দাঁড়ানো। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে জামায়াতকে চরম দমনপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ওই সময়ে দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়, শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি দেয়া হয় অথবা কারারুদ্ধ করা হয় এবং হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়।

হাসিনা সরকারের আমলের বিতর্কিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের ভিত্তিতেই এই দমন-পীড়ন চালানো হয়। যা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার অপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালে গঠিত হয়েছিল।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, গত নভেম্বরে সেই একই ট্রাইব্যুনাল ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনাকে চব্বিশের ছাত্র আন্দোলনে ১৪০০-এর বেশি মানুষকে হত্যার আদেশ দেয়ার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে বর্তমানে তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতে নির্বাসনে আছেন হাসিনা। ড. ইউনূস সরকারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও নয়াদিল্লি এখন পর্যন্ত হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য হস্তান্তরে রাজি হয়নি।

দশকের পর দশক দমনপীড়ন শেষে জামায়াতের পুনরুত্থান: ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন দেয়ার বিষয়টি আজও বাংলাদেশের অনেক মানুষকে ক্ষুব্ধ করে। তবে ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়া এবং পরে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের কারামুক্তি দলটিকে রাজনীতিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সক্রিয় করে তুলেছে।

ফরিদপুরের ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক আল জাজিরাকে বলেন, হাসিনার শাসনামলে আমাদের নেতাকর্মীরা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। অনেক নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। জামায়াত-শিবিরের অসংখ্য কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, এখন পরিস্থিতি বদলেছে। মানুষ আমাদের ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তারা আমাদের সততাকে মূল্যায়ন করছে। এ কারণেই তারা আমাদের ভোট দেবে।

১৯৪১ সালে বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়দ আবুল আলা মওদুদীর হাত ধরে জামায়াতের যাত্রা শুরু হয়। এরপর এটি একটি আঞ্চলিক আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র শক্তিতে পরিণত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থানের কারণে ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জামায়াতকে নিষিদ্ধ করে।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় এলে জামায়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। খালেদা জিয়ার আমলেই জামায়াতের তৎকালীন নেতা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়। ২০০১ সালে জামায়াত আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটে যোগ দেয় এবং সরকারের দু'টি মন্ত্রিত্ব লাভ করে।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের বিচার শুরু করেন। মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, সাবেক আমীর মতিউর রহমান নিজামী ও সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। এই ক্র্যাকডাউন দলটির নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দেয় এবং টানা ১৫ বছর তাদের রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করে রাখে।

চব্বিশের অভ্যুত্থানের পর দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। বর্তমান আমীর ডা. শফিকুর রহমান, নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে দলটি আগামী নির্বাচনের জন্য শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে।

জামায়াতের নায়েবে আমীর ডা. তাহের আল জাজিরাকে বলেন, গত ৫৫ বছর ধরে বাংলাদেশ মূলত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দ্বারা শাসিত হয়েছে। মানুষ উভয়ের শাসনের অভিজ্ঞতা নিয়েছে এবং অনেকের মধ্যেই হতাশা তৈরি হয়েছে। তারা এখন দেশ পরিচালনার জন্য নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তি চায়।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ায় যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, জামায়াত সেখানে নিজেদের বিএনপি'র প্রধান বিকল্প হিসেবে তুলে ধরছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের সাফল্য এই ধারারই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে।

ডা. তাহেরের দেয়া তথ্যমতে, বাংলাদেশে জামায়াতের প্রায় ২ কোটি সমর্থক রয়েছে, যার মধ্যে নারীসহ নিবন্ধিত সদস্য বা 'রুকন' সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার। এই বিশাল সাংগঠনিক কাঠামোই নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি'র মতো শক্তিগুলোকে জামায়াতের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে আগ্রহী করেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগণের এই আগ্রহ বজায় থাকলে আমরা বিশ্বাস করি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবো।

ইসলামপন্থি শক্তির উত্থান ও উদ্বেগ: জামায়াতের এই শক্তিশালী পুনরুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে- বাংলাদেশ কি একটি ইসলামপন্থি শক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত? সমালোচকদের শঙ্কা, ক্ষমতায় এলে দলটি শরিয়াহ আইন কার্যকর করতে পারে কিংবা নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

তবে জামায়াত নেতারা এসব আশঙ্কা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তাদের দাবি, তারা দেশের বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের আলোকেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এবং সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেবেন। দলটির নায়েবে আমীর ডা. তাহের বলেন, আমরা ক্ষমতায় এলে সবার সম্মতিক্রমে গৃহীত সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করবো। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দমনে যেখানে নতুন আইনের প্রয়োজন হবে, আমরা তখন তা পর্যালোচনা করবো।

তিনি জামায়াতকে একটি 'রক্ষণশীল' দল হিসেবে তকমা দেয়ার বিরোধিতা করে নিজেদের 'মডারেট' বা মধ্যপন্থি ইসলামী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। তার মতে, আদর্শ চাপিয়ে দেয়ার চেয়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমেই তারা দেশ পরিচালনা করতে চান।

ডা. তাহের জানান, এনসিপি এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধজয়ী বীর অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সঙ্গে তাদের জোট মূলত একটি প্রজন্মের মেলবন্ধন। এটি একাত্তরের স্বাধীনতার স্পৃহার সঙ্গে চব্বিশের গণ-আকাঙ্ক্ষাকে একীভূত করার প্রচেষ্টা, যা কোনো কট্টর আদর্শিক অবস্থান নয়।

নিজেদের মুসলিম সমর্থক গোষ্ঠীর বাইরেও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে জামায়াত এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে। দলটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তারা একজন হিন্দু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। খুলনা-১ আসন থেকে কৃষ্ণ নন্দী নামে এক হিন্দু নেতাকে প্রার্থী করে দলটি বার্তা দিতে চাইছে যে, তারা সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক আসিফ বিন আলী মনে করেন, বাংলাদেশের ভোটাররা আগের চেয়ে অনেক বেশি ধর্মপ্রাণ হলেও তারা রাজনৈতিকভাবে বেশ বাস্তববাদী। আল জাজিরাকে তিনি বলেন, সমাজের একটি বড় অংশ ইসলামী ভাবধারার দিকে ঝুঁকছে ঠিকই, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কোনো রক্ষণশীল ইসলামী নেতৃত্বের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। বাংলাদেশে মধ্যপন্থি ও বাম ঘরানার ভোটারদের সংখ্যা এখনো অনেক বেশি, যারা রাষ্ট্রকে কট্টর ইসলামী ধাঁচে পুনর্গঠনের যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করবে।

আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক থমাস কিন মনে করেন, জামায়াতের বড় সুযোগ তাদের ইসলামী পরিচয়ে নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল ও 'পরিচ্ছন্ন' রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের ভাবমূর্তি তুলে ধরার মাঝে। বিশেষ করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভোটারদের কাছে এটি একটি বড় আকর্ষণ হতে পারে।

তবে কিন সতর্ক করে বলেন, দলটির অতীত বিতর্ক এবং কিছু আদর্শিক অবস্থান এখনো অনেক ভোটারের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ। তার মতে, আগামী নির্বাচনে জামায়াত হয়তো তাদের ইতিহাসের সেরা ফল করতে যাচ্ছে। কিন্তু জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আমি এখনো সন্দিহান। কারণ এর আগে কোনো নির্বাচনেই তারা ২০টির বেশি আসন বা ১২ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্নিপরীক্ষা: আসন্ন নির্বাচন এবং সেখানে জামায়াতের ফলাফল প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে- বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অগ্নিপরীক্ষা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের থমাস কিন সতর্ক করে বলেছেন, হাসিনা সরকারের পতনের পর ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে যে টানাপড়েন তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনে বিএনপি'র চেয়ে জামায়াত নেতৃত্বাধীন সরকার বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। তিনি বলেন, ভারত নির্বাচনের পর একটি নতুন শুরুর অপেক্ষায় আছে, কিন্তু ক্ষমতায় জামায়াত থাকলে বিএনপি'র তুলনায় সেটি বেশি কঠিন হবে। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মারপ্যাঁচে জামায়াত এবং ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি'র (নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদী দল) পক্ষে একসঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত দুরূহ হবে।

কিন আরও উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, অভিবাসন, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং পানি বন্টনের মতো দীর্ঘস্থায়ী ইস্যুগুলো ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তাপ ছড়াবেই।

ইসলামে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাচারের গুরুত্ব

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

ইসলাম মানুষের জীবনকে ভারসাম্য, সৌন্দর্য ও মর্যাদার পথে পরিচালিত করে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেই ইসলাম মধ্যপন্থা ও শালীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে অসংখ্য নিয়ামত দান করেন, সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও প্রকাশও ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, তবে শর্ত হলো তা হতে হবে সম্পূর্ণ অহংকার ও অপচয়মুক্ত।

এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত একটি চমৎকার হাদিস পাওয়া যায়।

যেখানে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন তিনি ভালোবাসেন যে সেই নিয়ামতের প্রভাব তার জীবনে ও আচরণে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠুক। তিনি কৃত্রিম দারিদ্র্য ও লোক-দেখানো অভাব প্রদর্শন অপছন্দ করেন, (বাস্তবে অভাব না থাকা সত্ত্বেও) বারবার অনুনয়কারী (মানুষকে বিরক্তকারী) ভিক্ষুককে ঘৃণা করেন; আর তিনি সংযমী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও নিজেকে কৃত্রিম অভাব প্রদর্শন থেকে বাঁচিয়ে চলা ব্যক্তিকে ভালোবাসেন।' (বায়হাকি)

এই হাদিসে আল্লাহর দৃষ্টিতে পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কয়েকটি আচরণ স্পষ্ট করা হয়েছে।

প্রথমত, নিয়ামতের প্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ধন-সম্পদ, মর্যাদা বা সামর্থ্য দান করেন, তখন তিনি ভালোবাসেন যে তার প্রভাব বান্দার জীবনে দৃশ্যমান হোক। অর্থাৎ বান্দা তার অবস্থা অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন ও শালীন পোশাক পরবে, খাবারদাবারে কৃপণতা করবে না এবং জীবনযাপনে সৌন্দর্য বজায় রাখবে। এটাই আল্লাহর নিয়ামতের শোকর। কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং তোমার প্রতিপালকের যে নিয়ামত (পেয়েছ), তার চর্চা করতে থাক। (সুরা : দুহা, আয়াত : ১১)

তাফসিরবিদদের মতে, অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রচার করলে তাতে শরিয়তে কোনো দোষ নেই, বরং তা প্রশংসনীয় কাজ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মহানবী (সা.)-এর প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন, এ আয়াতে তাঁকে তা প্রচার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দুটি আচরণ ইসলামে নিন্দিত। একটি হলো নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও নিজেকে জীর্ণ, করুণ ও হীনভাবে উপস্থাপন করা। আরেকটি হলো বাস্তবে অভাবী না হয়েও কৃত্রিমভাবে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা জাহির করে মানুষের সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করা।

এ দুটি আচরণ আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার শামিল এবং সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা নষ্ট করে। এ ধরনের ভান করা হয় সাধারণত নিজের সম্পদ দিয়ে কাউকে সহযোগিতা করার ভয়ে কিংবা কৃত্রিম দরিদ্রতা দেখিয়ে অন্যের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার আশায়।

তৃতীয়ত, অযথা মানুষের কাছে হাত পাতা। হাদিসে এসেছে, মহান আল্লাহ যাচঞাকারী ভিক্ষুক তথা, বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে বারবার অনুনয়কারী ভিক্ষুককে অপছন্দ করেন। ব্যস্ত সড়ক কিংবা বাজারগুলোতে সাধারণত এ রকম কিছু ভিক্ষুক দেখা যায়, যারা মানুষের মানিব্যাগ হাতে নেওয়ার সময় দল বেঁধে তাদের সামনে গিয়ে তাদের বিরক্ত করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তাদের ভিক্ষা দিতে বাধ্য করে। বাস বা ট্রেন স্টেশনে অনেক সময় যাত্রীরা নিজেদের পরিবার ও লাগেজ-ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে বেকায়দায় থাকে, তখনো এসব ভিক্ষুক তাদের অনবরত বিরক্ত করতে থাকে। অথচ বাস্তবে অভাবী হলেও মানুষকে বিব্রত করে ভিক্ষা আদায় অনুচিত, বরং সেসব অভাবীকে সহযোগিতা করা উচিত, যারা অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও মানুষকে বিব্রত করে পয়সা উসুল করতে পারে না। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, (আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে) উপযুক্ত সেই সব গরিব, যারা নিজেদের আল্লাহর পথে এভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে (অর্থের সন্ধানে) তারা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। তারা যেহেতু (অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারো কাছে) সওয়াল করে না (ভিক্ষা চায় না), তাই অনবগত লোকে তাদের বিত্তবান মনে করে। তুমি তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। (কিন্তু) তারা মানুষের কাছে না-ছোড় হয়ে সওয়াল করে না। তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করো, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭৩)

চতুর্থত, আত্মসংযম ও লজ্জাশীলতা। আল্লাহ যেসব লজ্জাশীলকে ভালোবাসেন, যারা হারাম থেকে নিজেকে বাঁচায় এবং প্রয়োজনে কষ্ট সহ্য করেও মানুষের কাছে হাত পাতে না। এটি মুমিনের আত্মমর্যাদা ও ঈমানের পরিচায়ক।

সবশেষে বলা যায়, ইসলাম না দারিদ্র্য পূজা শেখায়, না বিলাসিতার অনুমোদন দেয়; বরং ইসলাম শেখায় আল্লাহর নিয়ামত গ্রহণ করা, তা সংযমের সঙ্গে উপভোগ করা, শোকর আদায় করা এবং আত্মমর্যাদা ও ভারসাম্য বজায় রেখে জীবন যাপন করা। এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও বাস্তবমুখী শিক্ষা।

ঈমান সুরক্ষায় করণীয়

মাইমুনা আক্তার

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম। তাই তো মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়েই ইসলামে দিকনির্দেশনা রয়েছে। মুমিনের জন্য সেই দিকনির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক। যেসব জিনিসকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, মুমিনের উচিত, সেসব বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

ইসলামে একে উত্তম ধার্মিকতা বিবেচনা করা হয়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'আবু জার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তদবিরের (বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা) তুল্য কোনো জ্ঞান নেই, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার তুল্য ধার্মিকতা নেই এবং সচ্চরিত্র তুল্য কোনো আভিজাত্য নেই।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২১৮)

এখানেই শেষ নয়, দৈনন্দিন জীবনে যেসব বিষয়ের বিধান মুমিনের কাছে সন্দেহজনক, মুমিনের দায়িত্ব হলো সেসব বিষয়ও এড়িয়ে চলা। এতে তার ঈমান-আমল সুরক্ষিত থাকবে।

মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। নু'মান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বিন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে।

আর যে সন্দেহজনক বিষয়গুলোতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ সংরক্ষিত চারণভূমির আশপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখ যে প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে আল্লাহর জমিনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়।

জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরাটি হলো অন্তর। (বুখারি, হাদিস : ৫২)

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, নিজের দ্বিনকে সুরক্ষিত রাখতে নিষিদ্ধ জিনিস যেমন পরিত্যাগ করতে হবে, তেমনি সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব, প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলোও সতর্কতামূলক ত্যাগ করা। নিজের ঈমান-আমলকে যতটা সম্ভব পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন।

নবীজি (সা.)-এর ঘোষণায় সর্বসেরা ব্যক্তি কে?

পোস্ট ডেস্ক : মানুষ সাধারণত 'সেরা' বলতে বোঝে- যার সম্পদ বেশি, ক্ষমতা বেশি, প্রভাব বেশি; কিন্তু আল্লাহর রাসুল (সা.) সেরার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। তিনি এমন এক গুণকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, যা মানুষের হক আদায়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত- ঋণ পরিশোধে উত্তম আচরণ। যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে নেওয়া দায় দায়িত্বশীলভাবে, সৌন্দর্যের সঙ্গে ও সময়মতো পরিশোধ করে- নবীজি (সা.) তাকেই বলেছেন সর্বসেরা। এই ঘোষণা শুধু অর্থনৈতিক নৈতিকতার শিক্ষা নয়; বরং এটি ইমান, আমানতদারি ও আখিরাতের প্রস্তুতির প্রতিফলন।

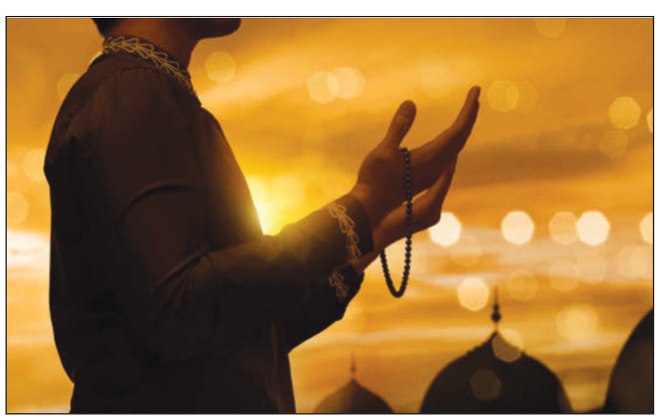

হাদিসে নবীজি (সা.) ঋণ পরিশোধের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন- মানুষের কাছে দায় শোধ করার সৌন্দর্যই একজন মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। নবীজি (সা.)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা-

ءًاضَق مْكُنَسْحَأ مْكَرَايِخ نَّإِ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম (সর্বসেরা) সেই ব্যক্তি, যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।' (বুখারি ২৩০৫)

কুরআনে ঋণ ও দায়িত্বশীলতার নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঋণের বিষয়ে দীর্ঘতম আয়াত নাজিল করেছেন, যা নিজেই প্রমাণ করে যে- ঋণ পরিশোধের বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের নির্দেশ-

اَيّ اَهُّيَأَ نَيْذِلّا اوُنَمآ اَذِإ
مُتْنَيَادَت نٍيْدَبِ ىلِإِ لٍجَأَ
ىًّمسَم هُوْبُتُكْافَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ লেনদেন করো, তখন তা লিখে নাও।' (সুরা আল-বাকারা: আয়াত ২৮২)

এই আয়াত ঋণের স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি ইসলামের গভীর গুরুত্ব তুলে ধরে।

ঋণ পরিশোধে গাফিলতি: কঠিন সতর্কবার্তা

ঋণ শোধে অবহেলা শুধু দুনিয়াবি অন্যায় নয়-এটি আখিরাতের জবাবদিহির বিষয়। তাছাড়া যেখানে ঋণ পরিশোধের ফজিলত এত উত্তম, সেখানে অবহেলা ও টালবাহানা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে কঠোর হুঁশিয়ারি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

مٌلْظُ يِّنِغَلْا لُطْمَ

'সক্ষম ব্যক্তি হয়েও ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা জুলুম।' (বুখারি ২৪০০, মুসলিম ১৫৬৪)

ঋণ ও আখিরাতের হিসাব

হে মুমিন! হাদিসে প্রমাণিত যে, ঋণ শুধু দুনিয়ার বিষয় নয়; এটি মৃত্যুর পরেও মানুষের পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে। নবীজি (সা.) আরও সতর্ক করে বলেছেন-

هِنِيْدَبِ ةٌقَلَّعَمُ نِمِؤْمُلْا سُفْنَ
هُنْعَ ىَضقْيُ ىّتَحَ

'ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মুমিনের আত্মা (আখিরাতের পথে) ঝুলে থাকে।' (তিরমিজি ১০৭৮)

সুতরাং ঋণ পরিশোধে আমাদের করণীয়

১. প্রয়োজন ছাড়া ঋণ না নেওয়া: বিলাসিতা বা অহংকারের জন্য নয়।

২. ঋণ নিলে সময়মতো পরিশোধের দৃঢ় নিয়ত: কথা ও কাজের মিল রাখা।

৩. সক্ষম হলে আগে শোধ করা: সুযোগ পেলেই বিলম্ব না করা।

৪. সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিশোধ: কড়া আচরণ নয়; কৃতজ্ঞতা ও বিনয়।

৫. লিখিত চুক্তি করা: ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে।

৬. মৃত্যুর আগে দায়মুক্ত হওয়া: যেন আখিরাতে বোঝা না থাকে।

নবীজি (সা.) যখন কাউকে 'সর্বসেরা' বলেন, তা কোনো পদ-পদবির স্বীকৃতি নয়- এটি ইমানের মানদণ্ড। যে ব্যক্তি মানুষের টাকা ও হক নিয়ে খেলাধুলা করে না, বরং সুন্দরভাবে শোধ করে- সে দুনিয়াতেও সম্মানিত, আখিরাতেও নিরাপদ।

আজ সিদ্ধান্ত আমাদের! আমরা কি কেবল ধার নেব, না দায়িত্বও বহন করব? মনে রাখি, নবীজি (সা.)-এর ঘোষণায় সর্বসেরা সেই ব্যক্তি, যে ঋণ পরিশোধে উত্তম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সর্বসেরা ব্যক্তির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৩.০১.২৬ শুক্রবার	6:31	7:48	01:00	2:47	4:44	7:30
২৪.০১.২৬ শনিবার	6:30	7:47	12:45	2:49	4:46	7:30
২৫.০১.২৬ রবিবার	6:29	7:46	12:45	2:50	4:48	7:30
২৬.০১.২৬ সোমবার	6:28	7:45	12:45	2:52	4:49	7:30
২৭.০১.২৬ মঙ্গলবার	6:26	7:43	12:45	2:54	4:51	7:30
২৮.০১.২৬ বুধবার	6:25	7:42	12:45	2:55	4:53	7:30
২৯.০১.২৬ বৃহস্পতিবার	6:23	7:40	12:45	2:57	4:55	7:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ভুল স্বীকার করলেন ইংলিশ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৫ সালের অক্টোবরে নিউজিল্যান্ড সফরে ইংল্যান্ডের ওয়ানডে সিরিজ চলাকালে বিতর্কে জড়ান দলটির অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। তৃতীয় ম্যাচের আগের রাতে একটি নাইটক্লাবে মদ্যপ অবস্থায় স্থানীয় এক বাউন্সারের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

এ ঘটনায় তাকে ৩০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয় এবং মাঠের বাইরের আচরণের জন্য চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দেয় ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। তবুও অধিনায়কত্ব বজায় রাখতে পারায় নিজেকে 'ভাগ্যবান' মনে করছেন ব্রুক।

বর্তমানে বিশ্বকাপের ঠিক আগে সীমিত সংস্করণের সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করছে ইংল্যান্ড দল। সেখানেই গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিউজিল্যান্ডে ঘটে যাওয়া সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার দায় সরাসরি স্বীকার করেন ব্রুক।

তিনি বলেন, একজন খেলোয়াড় হিসেবে যেমন, তেমনি একজন অধিনায়ক হিসেবেও এটি ছিল বড় ভুল এবং সম্পূর্ণ অপেশাদার আচরণ। সামনে থেকে উদাহরণ তৈরি করার দায়িত্ব তার ছিল বলেও স্বীকার করেন তিনি।

নিজের ভুল মেনে নিয়ে সতীর্থ, সমর্থক এবং ইসিবির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান ইংলিশ অধিনায়ক। ব্রুক জানান, ঘটনার পর তিনি অনেক ভেবেছেন এবং বুঝেছেন যে তার আচরণ ছিল অনুচিত। দূর-দূরান্ত থেকে বিপুল অর্থ ব্যয় করে যারা দলকে সমর্থন করতে আসেন, তাদের প্রতিও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না বলেও আশ্বাস দেন।

ঘটনার সময় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে ম্যাচের প্রস্তুতিতে ছিল ইংল্যান্ড। আগের রাতে ব্রুকসহ কয়েকজন খেলোয়াড় বাইরে পানাহার করতে গিয়েছিলেন। অ্যাশেজ শুরুর তিন সপ্তাহ আগে সেটিই ছিল ইংল্যান্ডের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। সে রাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রুক জানান, তিনি একাই একটি নাইটক্লাবে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে একজন বাউন্সার তাকে আঘাত করে। তিনি বলেন, পুরোপুরি মাতাল না হলেও এক গ্লাস বেশি পান করেছিলেন এবং শুরু থেকেই তার মনোভাব সঠিক ছিল না।

ঘটনার পর ধারণা করা হচ্ছিল, অধিনায়কত্ব হারাতে পারেন ব্রুক। তবে সেটি না হওয়াকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করেন তিনি। ব্রুক জানান, তিনি কখনো স্বেচ্ছায় অধিনায়কত্ব ছাড়ার কথা ভাবেননি, তবে কর্তৃপক্ষ যদি তাকে সরিয়েও দিত, তা মেনে নিতেন। শর্ত শুধু একটাই, তিনি যেন ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে পারেন। দল ও অধিনায়ক হিসেবে নিজের আচরণ যে গ্রহণযোগ্য নয়, তা তিনি আবারও স্বীকার করেন।

২০১৮ সালে নাইটক্লাব কাণ্ডে জড়ানো সাবেক ইংল্যান্ড টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকসের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার কথাও জানান ব্রুক। তিনি বলেন, স্টোকস তার কাজে সন্তুষ্ট না হলেও পরিস্থিতি বুঝতে ও সামনে এগোতে সহায়তা করেছেন।

মদ্যপান সংস্কৃতি নিয়ে ব্রুক বলেন, দলের মধ্যে বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যেকে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেয়। শুধু মদ্যপান নয়, সফরে গলফ খেলা, ক্যাফেতে যাওয়া ও কফি খাওয়ার মতো কর্মকাণ্ডও করেছেন তারা।

ভিনি-এমবাপ্পে জ্বলে উঠতেই স্বরূপে ফিরল রিয়াল

পোস্ট ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুর্দান্ত এক জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। মঙ্গলবার রাতে তারা মোনাকোকে ৬-১ গোলে হারায়। এই ম্যাচে সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে দুটি গোল করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই জয়ে ক্লাবের ভেতরের চাপ অনেকটাই কমেছে।

ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও এদিন ফিরেছেন স্বরূপে। লেভান্তের বিপক্ষে আগের ম্যাচে নিজ মাঠে সমর্থকদের দুয়ো শুনেছিলেন তিনি। এবার সেই ভিনিসিয়ুসই একটি দারুণ গোল করেন। রিয়াল লিগ পর্বে শীর্ষ আটে থাকার লড়াই আরও শক্ত করল।

নতুন কোচ আলভারো আরবেলোয়ার অধীনে এটি রিয়ালের টানা দ্বিতীয় জয়। জাবি আলোনসোর জায়গায় দায়িত্ব নেওয়ার পর দল খেলেছে চোখধাঁধানো আক্রমণাত্মক ফুটবল।

রিয়ালের হয়ে গোল করেন জুড বেলিংহাম ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। ভিনিসিয়ুসের ক্রসে আত্মঘাতী গোল করেন মোনাকোর থিলো কেরার। এই ম্যাচটি ছিল চলতি মৌসুমে রিয়ালের সেরা পারফরম্যান্সগুলোর একটি।

এমবাপ্পে দারুণ ফর্মে আছেন। দল কঠিন সময়েও তিনি নিয়মিত গোল করেছেন। এই ম্যাচে দুই গোল করে ইউরোপিয়ান গোলদাতার তালিকায় তিনি এগিয়ে গেলেন। এটি ছিল তার ১০ম ও ১১তম গোল।

ম্যাচের পঞ্চম মিনিটেই গোল করেন এমবাপ্পে। বক্সের ভেতর থেকে নিখুঁত

শটে তিনি বল জালে পাঠান। গোল করার পর সফরকারী ফরাসি সমর্থকদের দিকে তাকিয়ে ক্ষমাও চান।

মোনাকোর হয়ে আনসু ফাতি একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই আবার আক্রমণে যায় রিয়াল। দ্রুত পাল্টা আক্রমণ থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন এমবাপ্পে।

মোনাকো কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে। জর্ডান তেজের একটি শট ক্রসবারে লাগে। রিয়ালের গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া কয়েকটি ভালো সেভ করেন।

বিরতির পরপরই তৃতীয় গোল পায় রিয়াল। ভিনিসিয়ুস সুযোগ তৈরি করে দেন মাস্তানতুয়োনোর জন্য। তিনি সহজেই গোল করেন। ৫৫ মিনিটে স্কোরলাইন হয় ৪-০। ভিনিসিয়ুসের ক্রস থেকেই আত্মঘাতী গোল করেন কেরার। ভিনিসিয়ুস পরে পঞ্চম গোলটি করেন।

গোলের পর কোচ আরবেলোয়ার সঙ্গে আলিঙ্গন করেন তিনি। ম্যাচের শুরুতে কিছু দুয়ো শোনা গেলেও পরে তা থেমে যায়।

মোনাকোর হয়ে একটি গোল শোধ দেন তেজে। এরপর ৮০ মিনিটে শেষ গোলটি করেন জুড বেলিংহাম। গোলরক্ষককে কাটিয়ে তিনি সহজে বল জালে পাঠান। এই বড় জয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল রিয়াল মাদ্রিদ।

পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনে আগ্রহী নন ডেভিডপুত্র ব্রুকলিন

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটিশ সেলিব্রিটি দম্পতি ডেভিড ও ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের ছেলে ব্রুকলিন পেল্টজ-বেকহ্যাম সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্টে পারিবারিক বিবাদ নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেন। ২৬ বছর বয়সী ব্রুকলিন জানান, তিনি তার বাবা-মার সঙ্গে পুনর্মিলন করতে আগ্রহী নন।

ইনস্টাগ্রামের একাধিক পোস্টে ব্রুকলিন অভিযোগ করেন, তার বাবা-মা ও তাদের টিম সংবাদমাধ্যম ব্যবহার করে তাকে আক্রমণ করেছেন এবং তার স্ত্রী নিকোলা পেল্টজের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করলেও এখন সত্য বলার প্রয়োজন অনুভব করছেন।

ব্রুকলিন বলেন, 'আমি বছরের পর বছর নীরব ছিলাম। কিন্তু আমার বাবা-মা ও তাদের টিম বারবার প্রেসে কথা বলেছে। তাই নিজের পক্ষে কথা বলা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।' তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'আমি আমার পরিবারের সঙ্গে মিটমাট করতে চাই না। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি নিজের পক্ষে দাঁড়াচ্ছি।'

ব্রুকলিনের অভিযোগের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে স্ত্রী নিকোলা পেল্টজের সঙ্গে তার সম্পর্ক। ব্রুকলিন বলেন, তার পরিবার ধারাবাহিকভাবে নিকোলাকে অসম্মান করেছে। এমনকি তাদের বিয়েতেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, বিয়ের পোশাক নিয়ে

জটিলতার কারণে শেষ মুহূর্তে নিকোলাকে অন্য পোশাক খুঁজতে বাধ্য করা হয়।

তিনি আরো অভিযোগ করেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে তার মা ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম তাদের নাচের সময়কালীন পরিস্থিতি বিব্রতকর করে তোলেন। ব্রুকলিনের দাবি, তার স্ত্রীর সঙ্গে নাচার কথা থাকলেও তার মা মঞ্চে উঠে তার সঙ্গে নাচতে শুরু করেন।

ব্রুকলিন আরো জানান, গত বছরের মে মাসে বাবা ডেভিড বেকহ্যামের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে লন্ডনে গেলেও তাকে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তার অভিযোগ, বড় আয়োজন ও ক্যামেরা ছাড়া বাবা তার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি এবং শর্ত দেওয়া হয়, নিকোলা সেখানে থাকতে পারবেন না।

এসব বিষয়ে ডেভিড ও ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বিবিসি তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। উল্লেখ্য, ডেভিড ও ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের চার সন্তান-ব্রুকলিন, রোমিও (২৩), ক্রুজ (২০) ও হার্পার সেভেন (১৪)।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের 'বিকল্প' স্কটল্যান্ড

পোস্ট ডেস্ক : নিরাপত্তা শঙ্কায় আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত সফর করবে না বাংলাদেশ। এমন অচলাবস্থা কাটানোর জন্য দু'দিন আগে আইসিসি কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে বৈঠক করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। এমন অবস্থায় এএফপি জানিয়েছে, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্বকাপে অংশ না নিলে সেই জায়গায় সুযোগ দেয়া হবে স্কটল্যান্ডকে। একই খবর ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোরও। গতকাল তারা জানায়, বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না খেললে বিকল্প হিসেবে খেলতে পারে স্কটল্যান্ড। ইএসপিএনক্রিকইনফো আরও জানায়, আগামী বুধবারের মধ্যে

বাংলাদেশ ভারত সফর করবে কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে আইসিসি। এদিকে এএফপির খবর, বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেললে, সুযোগ না পাওয়া দলগুলোর ভেতর থেকে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কধারী স্কটল্যান্ডকে নেয়া হবে।

বাংলাদেশকে আইসিসির কঠোর বার্তা

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৬ আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে বাংলাদেশকে এক দিন সময় দিয়েছে আইসিসি। আগামীকালের মধ্যে ভারতে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না নিলে বিকল্প দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

নিরাপত্তাশঙ্কায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার পর আজ এ নিয়ে আইসিসি বোর্ডসভায় ভোটাভুটি হয়েছে। ভোটে বাংলাদেশের জায়গায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিকল্প দল নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে সেটি কার্যকরের আগে বিসিবিকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়েছে। এ জন্য এক দিন সময় দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ খবর দিয়েছে ক্রিকইনফো।

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিকল্প নেই

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী

একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্প্রতি বরিশালে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেছেন, নির্বাচনি ট্রেন ট্র্যাকে উঠে গেছে। এটাকে ট্র্যাকচ্যুত করতে পারে রাজনীতিবিদ ও তাদের মনোনীত প্রার্থীরা। তারা যদি আইন মেনে চলেন এবং সদাচরণ করেন, তাহলে নির্বাচন নিয়ে কোনো ঝুঁকি থাকবে না। তিনি আরও বলেন, রাজনীতিবিদরা উত্তেজনা সৃষ্টি না করলে, সহিংসতায় লিপ্ত না হলে এবং এমপি হওয়ার জন্য অপকৌশল বন্ধ করলে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব। তিনি আরও বলেছেন, সুশাসন নিশ্চিত করা না গেলে জনগণকে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রতিবারই আন্দোলনে নামতে হবে।

আলোচনা সভায় তার এ বক্তব্য নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যেসব আবশ্যিক শর্ত রয়েছে তা কি পূরণ হয়েছে? আর এসব শর্ত সম্পন্ন করার দায়িত্ব কার? আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ ও নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা যদি গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিতে পারতেন এবং জনমতকে শ্রদ্ধা করতেন, তাহলে কি বারবার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে সাধারণ মানুষকে আন্দোলন করতে হতো?

বহু রক্তের বিনিময়ে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা দীর্ঘদিন জাতির ঘাড়ে চেপে থাকা স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছি। জনগণ গণতন্ত্রে উত্তরণের আশায় মগ্ন রয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৬ বছর এ দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। ২০০৯ সালে যে মানুষটির বয়স ছিল ১৮ বছর, তিনি অন্তত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। ২০১৪ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ১৫৩ জন সংসদ-সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অবশিষ্ট ১৪৭টি আসনে নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে দিনের ভোট রাতে দেওয়া হয়। রাত ১০টা থেকে শুরু করে তিনটার মধ্যে ৮০ শতাংশ ব্যালট পেপারে সিল দিয়ে বাক্সে ভরা হয়। ২০২৪ সালে নির্বাচন ছিল ডামি নির্বাচন। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর নির্বাচনি ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য নির্বাচন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বিগত স্বৈরাচারী সরকার যদি ভোট কারচুপির মাধ্যমে জনগণের মতপ্রকাশ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করত, তাহলে তাদের এমন করুণ পরিণতি ভোগ করতে হতো না। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চারটি আবশ্যিক উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে (ক) স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, (খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) জনসংখ্যা এবং (৪) সরকার। রাষ্ট্রের সবচেয়ে দুর্বল এবং একমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণ হচ্ছে সরকার। জনগণ হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক। আর সরকার হচ্ছে জনগণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আমানতদার মাত্র। কিন্তু সরকার যদি নিজেকে রাষ্ট্রের মালিক ভেবে বসে, তাহলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা আমরা বিগত সরকার আমলে প্রত্যক্ষ করেছি। তারা দেশটাকে নিজস্ব সম্পত্তি বলেই মনে করত। তারা ছাড়া কেউ যেন এ রাষ্ট্রের পরিচালকের আসনে বসতে পারবে না। তারা নির্বাচনকে কলঙ্কিত করে চিরদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন থাকার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু রাষ্ট্রের মূল মালিক যে জনগণ, তারা যদি কোনো কারণে সরকারের ওপর বিরক্ত হয়, তাহলে তার পরিণতি কী হতে পারে, বিগত সরকার তা ভালোভাবেই টের পেয়েছে। আগামী দিনে যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করবে, তারাও যদি পূর্ববর্তী সরকারের মতো দেশটাকে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বিবেচনা করে এবং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নে সামান্যতম দ্বিধা বা গাফিলতি করে, তাহলে তাদের পরিণতি পূর্ববর্তী সরকারের চেয়েও করুণ হতে পারে। তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হবে জাতিকে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়া; যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের নির্বাচিত সরকার নয়, তারা জাতির সংকট মুহূর্তে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাসীন হয়েছে। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জাতিকে সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন উপহার দিয়ে দেশে রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। যদি তারা এ দায়িত্ব পালনে ন্যূনতম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তাহলে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। আর যদি তারা সঠিকভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে জাতিকে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারে, তাহলে ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দেড় বছর একটি অনির্বাচিত সরকারের জন্য খুব একটা কম সময় নয়। এখন মূল্যায়ন করার সময়ে এসেছে এ দীর্ঘ সময়ে প্রশ্নাতীত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অনুষ্ঠানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা কতটা সক্ষম হয়েছে। নির্বাচনে যেসব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করবে, তাদের জন্য কি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা সম্ভব হয়েছে? কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অভিযোগ করছে, অন্তর্বর্তী সরকার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির পরিবর্তে বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলো সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যও এ ধরনের অভিযোগ করে থাকে। তবে এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের দেশে অতীতে দেখা গেছে, নির্বাচনে কোনো দলের জয়লাভ করার সম্ভাবনা থাকলে নির্বাচনে অনুষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তারা সেই দলের প্রতি এক ধরনের আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন। আগামী নির্বাচনে যেন এমন কোনো নজির সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। বিগত সরকার আমলে অনুষ্ঠিত ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমন সরকারি কর্মকর্তাদের প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হতো, যারা প্রশ্নাতীতভাবে সরকারদলীয় সমর্থক হিসাবে পরিচিত। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা ইচ্ছা করলে নির্বাচনকে বিতর্কিত করে ফেলতে পারেন। আবার সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে কারও পক্ষে নির্বাচনে কারচুপি করা সম্ভব হয় না। নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুরোপুরি প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করে।

নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাকে দুভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রথমত, অনুষ্ঠিত নির্বাচন গণমানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য। সাধারণ মানুষ নির্বাচনে নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে কি না। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে হলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সম-অধিকার থাকতে হবে। অর্থাৎ এমন ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে, যেখানে একজন মানুষ চাইলেই নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে। আর ভোটাররা তাদের ইচ্ছামতো পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। নির্বাচনে সম-অধিকারের বিষয়টি অনেকভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। নির্বাচনকে যদি অন্তত ৫টি শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করা না যায়, তাহলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় টাকার খেলার কথা। আমাদের দেশে নির্বাচন মানেই টাকার খেলা। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে বিপুল অঙ্কের টাকা থাকতে হয়। ভোটারদের সন্তুষ্ট করার জন্য টাকা ব্যয় করতে হয়। এ অবস্থায় যারা গরিব বা স্বল্প সম্পদের মালিক, তাদের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং জয়লাভ করা সম্ভব হয় না। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পেশিশক্তির ব্যবহার। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পেশিশক্তি প্রদর্শন করার মাধ্যমে ভোটারদের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করে থাকে। তৃতীয় নম্বর প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতা এবং আঞ্চলিকতার প্রচার-প্রচারণা। চতুর্থ হচ্ছে, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং কারসাজি বন্ধ করা। আমাদের দেশ দীর্ঘদিন ধরে এসব সমস্যার কারণে নির্বাচনি ব্যবস্থাটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। যতক্ষণ নির্বাচনব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা না যাবে এবং বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করা না যাবে, ততক্ষণ আমরা নির্বাচনি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য করতে পারব না। পঞ্চমত, ঋণখেলাপিদের নানা কৌশলে নির্বাচনের আগে ঋণখেলাপি মুক্ত হিসাবে দেখানো। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে ব্যাংক ২ শতাংশ নগদ ডাউন পেমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে ২ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১০ বছরের জন্য খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ দিয়েছে। এ সুযোগ না দিলে অনেক রাজনৈতিক নেতা, যারা বিভিন্ন ব্যাংকে ঋণখেলাপি, তাদের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হতো না।

গণ-অভ্যুত্থানের পরও আমরা দেশের সামাজিক কাঠামো এবং নির্বাচনি ব্যবস্থা নিয়ে আমূল সংস্কার করতে পারিনি। সামাজিক কাঠামো আগের মতোই রয়ে গেছে। এ মুহূর্তে ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট প্রদান এবং ভোটগণনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কারচুপি বা কারসাজি না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। এটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাধা হতে পারে। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পেশিশক্তির ব্যবহার বন্ধ করার জন্য বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করা খুবই জরুরি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে তেমন কোনো সাফল্য অর্জিত হয়নি। এমনকি দেশে কয়েকটি বেআইনি অস্ত্রের কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের সময় কারাগার থেকে অনেক আসামি পালিয়ে গেছে। তারা অস্ত্র নিয়ে গেছে। সেই অস্ত্র এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কাজেই আগামী নির্বাচনে কোনো কোনো শক্তি জয়লাভের জন্য এসব অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনের জন্য পেশিশক্তির ব্যবহারের আশঙ্কা রয়েই গেছে। অবস্থা এমন থাকলে পুরোপুরি ভালো এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রত্যাশা করা যায় না।

তবে এ মুহূর্তে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান দায়িত্ব হবে কারও প্রতি অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সহযোগিতা করবেন, এটাই সবার কাম্য।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Starmer warned of Labour rebellion

Post Report : A former minister has warned the prime minister could face a "mass rebellion" if the government waters down promised reforms of the leasehold system in England and Wales.

Justin Madders told the BBC Labour must stick to its pledge to cap ground rents - an annual fee leaseholders must pay to their freeholder.

Labour's election manifesto promised "to tackle unregulated and unaffordable ground rent charges" but there are concerns the government may row back on a cap because of the potential impact on pension funds.

The government insisted it would legislate to deliver on this pledge and would "set out further details in due course".

It comes after former Housing Secretary Angela Rayner urged the government to stick to its manifesto pledge and cap ground rents, external.

Ministers had promised a draft bill would be published before the end of the year, aimed at reforming the leasehold system in England and Wales and moving towards abolishing it.

However this was delayed, with the issue of ground rents believed to be behind the hold up.

There are around five million leasehold homes, where people own the right to occupy the property via a lease for a certain number of years from a freeholder.

Ground rents - which can often be hundreds of pounds a year - were abolished for most new residential leasehold properties in England and Wales in 2022 but they remain for existing leasehold homes.

It is common for a lease to include a clause that the ground rent increases by a certain percentage or RPI inflation at fixed intervals, which can make it difficult to sell or get a mortgage for a property.

In 2024, when Labour was in opposition, the current Housing Minister Matthew Pennycook said his preference was for ground rents to be capped at a peppercorn rate - meaning a nominal sum such as £1 a year.

However, campaigners now believe a cap of £250 a year is more likely.

Some reports have suggested there are divisions between the Treasury and housing department over the issue, with officials concerned about the impact of a cap on pension funds which own freehold properties.

Treasury sources acknowledged there were difficulties over where to draw the line over annual charges.

But they played down the idea of tensions between departments and said ministers were trying to strike the right balance.

Madders - a close ally of Rayner who worked alongside the former housing secretary on the Employment Rights Bill - said Labour had "a clear manifesto commitment" and "a lot of backbenchers feel very strongly about this".

In December, he coordinated a letter from more than 80 Labour MPs urging the prime minister to cap ground rents.

Madders, who was an employment minister until last September's reshuffle, said capping rents at a peppercorn would be the ideal scenario but "the risk of elongated legal challenge is quite significant" so he could accept a limit of £250 a year.

If there was no cap he said there was "no way" the government would be able to get the bill through Parliament and "I think there will be a mass rebellion".

The MP for Ellesmere Port and Bromborough added that he would personally be willing to rebel over the issue.

Fellow Labour MP Florence Eshalomi, who chairs the Commons Housing Committee which will scrutinise the draft law, said the bill's delay was disappointing and "the government need to stop dragging their feet".

She urged the government to "honour that commitment it made to leaseholders" to "end the feudal leasehold system".

Council considers legal challenge

Post Desk: Protest marches against the plans have happened in Crowborough on a near-weekly basis.

"Despite our strong objections, the [Home Office] minister [Alex Norris] has not listened to us," said Partridge.

He added the site was likely to open within the next few days.

Partridge said in a video posted on Facebook that the council was seeing if it could legally challenge the decision.

But, he continued: "We all have to recognise that it is very likely that the camp will open.

"Whilst we know a lot of people will be angry, frightened and worried about this, we're going to have to try and find a way to make the best of it and certainly not make matters worse."

He called on the community to come together "in the way we did when the Afghan families and Ukrainian refugees arrived".

"Crowborough showed the best of itself through its collective spirit of togetherness, empathy, support and kindness," Partridge said.

"As difficult as many of us may find it, I ask that the same spirit comes to the fore again."

"We must all take responsibility for making our community feel safe and secure and as a council we will continue to work with the police and other local authorities to help with that."

UK homes to get £15bn for solar and green tech to cut energy bills

Households will be eligible for thousands of pounds' worth of solar panels and other green tech to lower their energy bills, the government has announced.
The long-awaited Warm Homes Plan promises to provide £15bn to households across the UK

over the next five years, as well as introducing new rights for renters.
The government has said it wants to create a "rooftop revolution", tripling the number of homes with solar, and lifting one million people out of fuel poverty.
The plan has been strongly welcomed by the energy and finance industry, but the Conservative Party said the scheme will "saddle households with high ongoing running costs".
First touted back in 2024, the Warm Homes Plan promised to tackle the "national emergency" of rising energy bills, but it has taken two years for the final detail to be published.
The government announced that the plan, published on Wednesday, will focus on funding solar panels, heat pumps and batteries for households across the UK via low-interest loans and grants.
For able-to-pay households even with the grants there are likely to be additional costs of installing the technologies. For a heat pump after the subsidy households pay on average £5,000.
But for an average three bedroom semi-detached home, installing these three technologies, could save £500 annually on energy bills, it estimates.
Although social charity Nesta, and green energy charity, MCS Foundation, have estimated, external it could be more than £1000.
"A warm home shouldn't be a privilege, it should be a basic guarantee for every family in Britain," said Prime Minister Sir Keir Starmer.
Ed Miliband said the "cost of living crisis is the biggest issue the country faces" and that "upgrading homes is a crucial part of getting bills down".
Speaking to BBC Breakfast on Wednesday, the Energy Secretary said the move was aimed at "expanding the choices that people have, so something like a heat pump or a solar panel isn't just in the reach of the wealthiest".

Measures in the plan include:

Extending the Boiler Upgrade Scheme by a further year to 2029/30, offering £7,500 grants for air source heat pumps
Additional £600m for low-income households to receive funding for the full cost of solar panels and batteries taking the total available to £5bn
Low and zero-interest loans for households irrespective of income
The plan has been strongly welcomed by the energy industry, workers' unions, and the finance sector, who see the long-term financial commitment by the government as crucial for driving private investment into green technologies.
"£15 billion is a substantial commitment, it provides certainty to investors and businesses in the energy market," said Dhara Vyas, chief executive of trade body Energy UK.
Camilla Born, CEO of Electrify Britain - a joint campaign group from Octopus and EDF to encourage switching to electric heating - also welcomed the announcement and said it will help cut bills long-term but said "the bad side is that it is a plan, and we need delivery".
Some of the schemes are already distributing grants, but for new funding the government has yet to decide how or when households will receive the money. It said that "further engagement with the finance sector" is needed this year.
Richard Tice, Reform deputy leader, strongly criticised the plan and said it was: "A scandalous waste of up to £15bn of taxpayers' cash primarily buying Chinese made solar panels, batteries and heat pumps, that is bad for British industry."
Two thirds (68%) of the solar panels imported by the UK came from China in 2024, according to HMRC trade data.
Miliband told the BBC that work was underway to "diversify" supply chains and that the government was seeking to "unwind that concentration" through investments in the UK.
The government has said the scheme would contribute to 180,000 new jobs in the clean heating sector - although some of these are likely to be from retraining existing engineers.

Insulation funding downgraded

The original plan had focused on ramping up installation of insulation in homes which was considered a cost-effective way to reduce heat loss from the UK's leaky housing stock.
But ongoing controversy with a government-funded insulation scheme, ECO, involving botched installations, has led to the scheme not being extended.
Aadil Qureshi, CEO of Heat Geek, which retrains heating engineers to install heat pumps, said it was the right decision and a refocus on green tech was better value for government money.
Unlike insulation, he said heat pumps are a technology in its infancy, and needed government support to catalyse the industry.
"[The plan] allows the industry to commit, to double down - it allows investors, manufacturers to say let's keep investing to get to a certain point where it is equal with the hydrocarbon alternative," he said.
By switching households away from oil heaters and gas boilers to electrical heat pumps, powered by renewable energy, the government hopes it will cut the country's planet warming emissions, of which around 18%, external come from home heating.

Community helps boy after thieves steal homemade jam

Post Desk: A young boy and his grandmother have been inundated with donations after thieves raided their homemade jam stall.
James, aged 10, from South Petherton in Somerset has been making the preserves with his grandmother for two years and was saving up to buy a motorbike when he turns 16.
More than £40 of produce and jars were taken from their roadside stall overnight on 8 January after thieves made off with jam and cash.
The community has now banded together to raise more than £200 for James, as well as donating additional fruit and jars for his business.
His grandmother Kate said she could not understand why the theft happened but added James is now "up for the challenge of starting again"
Speaking to Charlie Taylor on BBC Radio Somerset, Kate said she was "quite shocked" when she noticed the jams were missing.
"I went out in the morning just to put the eggs out and noticed everything was gone.
"You get the odd pot going missing but to take the whole lot, it was a bit of a shock.
"He is 10, so generally they do bounce back quite quickly from things like that... he's up for the challenge of starting it all again," she explained..

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

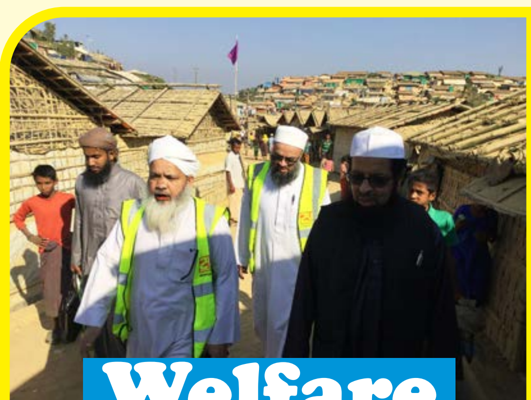

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1074 ◆ Friday 23 January - Thursday 29 January 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

দেশের মানুষের হাতে নগদ ৩ লাখ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে মানুষের হাতে নগদ অর্থড়্য়া 'ম্যাট্রেস মানি' নামে পরিচিতড়্তার পরিমাণ প্রায় তিন লাখ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) চেয়ারম্যান মাসরুর আরেফিন। তিনি বলেন, এই বিপুল অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে না আসায় অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ ও ঋণপ্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

সেমিনারে মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিস্থিতি কোনও সাধারণ নন-পারফর্মিং লোন (এনপিএল) সংকট নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃত চিত্র আড়ালেই ছিল। তার ভাষ্য, "আমরা এতদিন এক ধরনের 'ভ্রমের স্বর্গে' বাস করেছি। ভাবতাম খেলাপি ঋণের হার ৯ শতাংশ। বাস্তবে তা ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ। এখন অন্তত সত্যটা সামনে এসেছে। আর সত্য জানা গেলে তবেই সামনে এগোনো সম্ভব।"

খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে এবিবি চেয়ারম্যান বলেন, "পুরোপুরি পচে যাওয়া ঋণ অবলোপন করে নতুন করে যাত্রা শুরু করাই যুক্তিযুক্ত। এতে শুরুতে কয়েক বছর মূলধনি চাপ বাড়তে পারে, তবে স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে জনগণের সামনে এলে নতুন আয় সৃষ্টি হবে এবং রাজস্ব সংকটও অনেকাংশে কাটবে।"

তিনি জানান, কয়েকটি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় সামগ্রিক গড় হার উঁচু দেখাচ্ছে। তবে বাস্তবে ১৫ থেকে ২০টি ব্যাংকে খেলাপি ঋণের হার চার শতাংশের নিচে রয়েছে। "এটি আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক দিক," বলেন তিনি।

মাসরুর আরেফিনের মতে, খেলাপি ঋণ মূলত একটি ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের সমস্যা। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে 'হ্যান্ডহোল্ডিং' বা সহায়তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। নতুন করে খেলাপি ঋণ সৃষ্টি হওয়া মূলত দুর্বল তদারকি ও সুশাসনের ঘাটতির ফল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকার প্রশংসা করে এবিবি চেয়ারম্যান বলেন, "বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে সক্রিয়ভাবে তদারকি ও নজরদারি জোরদার করছে, যার ফলে ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদও এখন অনেক বেশি সতর্ক। তার আশা, সম্পদের মান (অ্যাসেট কোয়ালিটি) আর খারাপ হবে না; বরং ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।"

ব্যাংকগুলোর ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি জানান, ঋণপ্রবৃদ্ধি কম থাকায় এটি পরিস্থিতির --১৭ পৃষ্ঠায়

এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনী স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার: সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্ট পত্রিকার সাবেক ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ চৌধুরী সিংকাপনী স্মরণে গত ২২ ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বাংলা পোষ্টের অনারারী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাবেক প্রধান সম্পাদক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মরহুমের কর্মময় জীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারনমূলক বক্তব্য রাখেন পত্রিকার ফাউণ্ডার ও এমডি তাজ চৌধুরী, সম্পাদক ব্যারিষ্টার তারেক চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা সৈয়দ নুরুল ইসলাম দুলু, শফিক আহমদ, বাংলা পোষ্টের হেড অব প্রডাকশন সালেহ আহমদ, মাওলানা আব্দুল মালিক, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, এম এ রব, হাজী আবুল বাশার, কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী, সাংবাদিক আব্দুল ক্বাইউম, সাংবাদিক আব্দুল হান্নান, সৈয়দ রফিকুল হক প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন - এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনী ছিলেন একজন সংবাদপত্র সেবী, একজন দাতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বহু চ্যারিটিবল সংগঠণে লাখ লাখ --১৭ পৃষ্ঠায়

দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ওবিই-এর ইন্তেকাল ব্রিকলেন মসজিদে ঐতিহাসিক জানাজা, মানুষের ঢল

স্টাফ রিপোর্টার: ব্রিটেনে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, মানবসেবায় নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং শিক্ষার আন্দোলনের অগ্রপথিক কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ওবিই-এর ইন্তেকালে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের দোয়া, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় সিক্ত হয়ে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন।

মঙ্গলবার, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, পূর্ব লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন মসজিদে মরহুমের জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে নিউহ্যামের ফরেস্টগেইটের উডগ্রেইঞ্জ কবরস্থানে তাঁকে দাফন --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক বছরে ফেরত এলেন ২৯৩ বাংলাদেশী

পোস্ট ডেস্ক : প্রবাসে উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে জমি, গয়না বিক্রি কিংবা ঋণ নিয়ে ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে ফিরে আসছেন শূন্য হাতে। যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানের ধারাবাহিকতায় একের পর এক বাংলাদেশি নাগরিকদের ঢাকায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে। মঙ্গলবার একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে আরও ৩৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেনডেন্টস পার্টির আত্মপ্রকাশ

পোস্ট ডেস্ক : লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসে আরো একটি নতুন রাজনৈতিক দল আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলো। টাওয়ার হ্যামলেটস ইনডিপেনডেন্ট পার্টি নামে নতুন দলটি স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও স্বচ্ছ রাজনীতির অঙ্গীকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্ব লন্ডনের হ্যামলেটসের মিস্টার হোয়াইটস ইংলিশ রেস্টুরেন্টে বুধবার, ১৪ই জানুয়ারি --১৭ পৃষ্ঠায়

নাটোরে কলেজ শিক্ষককে গলা কেটে হত্যা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নাটোরের সিংড়ায় এক কলেজ শিক্ষককে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার রাত ১১টার দিকে সিংড়া কুমারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ইফতে খায়ের আলম জানিয়েছেন।

নিহত রেজাউল করিম নাটোরের বিলহালতি ত্রিমোহনী ডিগ্রি কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও জিয়া পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি নাটোর ৩ (সিংড়া) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী আনোয়ারুল হক আনুর সমর্থক ছিলেন বলে --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk